হিসেব-নিকেশ

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

দি বিহার সাহিত্য ভবন লিঃ
২৫।২, মোহনবাগান রো,
কলিকাতা-৪

প্রথম প্রকাশ :

ভাদ্র—১৩৫৮

প্রকাশক :

শ্রীশক্তিকুমার ভাদুড়ী

দি বিহার সাহিত্য ভবন লিঃ

২৫।২, মোহনবাগান রো

কলিকাতা-৪

মুদ্রাকর : বি, এন, ঘোষ

আইডিয়াল প্রেস

১২।১, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট্

প্রচ্ছদপট :

খালেদ্ চৌধুরী

ব্লক নির্মাণ ও কভার প্রিন্টিং

দি স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং

১, রমা নাথ মজুমদার স্ট্রীট্, কলিকাতা

বাঁধাই :

বাসন্তী বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্

৬১।১, মির্জাপুর স্ট্রীট্, কলিকাতা

দাম : তিন টাকা চার আনা।

গ্রন্থারম্ভে

গ্রন্থারম্ভে ভূমিকা লেখার রীতি আছে। অনেক ক্ষেত্রে গ্রন্থকার স্বয়ংই সেই ভূমিকা লেখেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হয় অর্থাৎ গ্রন্থকার ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি সেই ভূমিকা লিখে থাকেন। সেরূপ ক্ষেত্রে ভূমিকাতে গ্রন্থকার ও গ্রন্থকার-লিখিত পুস্তকের পরিচয় দেওয়া হয়।

বর্তমান ক্ষেত্রে সেরকম ভূমিকার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ গ্রন্থকার হলেন এক্ষেত্রে সূর্য, ভূমিকালেখক হলেন ক্ষুদ্র প্রদীপ। প্রদীপ যদি সূর্যের পরিচয় দিতে যায়, তাহলে তা হয় হাস্যকর ও নিষ্প্রয়োজন।

তবু আমারই ওপর যে এই ভার পড়েছে, তার জন্যে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। এই ভূমিকাটুকুর সুযোগে তাই আমি গ্রন্থকার বা গ্রন্থের পরিচয় দিতে গিয়ে কথার অপব্যবহার করতে চাইনা, এ সুযোগ আমি গ্রহণ করেছি আমার এক ত্রুটীকে সংশোধন করবার জন্যে। দাদামশাই জীবনের শেষলগ্নে বারবার আমাকে স্নেহ-আহ্বান করেছিলেন কিন্তু সেদিন আমি আমার প্রণাম নিবেদন করবার জন্যে যেতে পারি নি। আজ তিনি পরলোকে। তাই একান্ত লোভীর মতন এই সুযোগ গ্রহণ করেছি, তাঁর গ্রন্থের আরম্ভের সঙ্গে আমার প্রণামকে গেঁথে দিতে। তাঁর অমর রচনার সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রণামও অমর হয়ে থাকবে।

আজ বাংলা দেশে যাঁরা কেদারনাথের এই গ্রন্থ বা অন্য যে কোন গ্রন্থ পড়বেন, তাঁরা নিঃসন্দেহ যে আনন্দ পাবেন, আমাদের পরম সৌভাগ্য আমরা তার চেয়ে শতগুণ আনন্দের স্বাদ পেয়েছি, আমরা যারা তাঁকে দেখেছি, তাঁকে চিনেছি, তাঁর অপরূপ ব্যক্তিত্বের মায়াময় স্পর্শ পেয়েছি.

সে মানুষ আর বাংলা দেশে আসবে না···বাংলা দেশের সমস্ত মাটীর রসও বুঝি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে শূন্যে মিলিয়ে গিয়েছে। তিনি ছিলেন এই বাংলার একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক নন, তিনি ছিলেন বাংলা দেশের, বাঙালীর শেষতম ঐতিহাসিক প্রতিনিধি; তাঁর চোখের চাউনীতে, তাঁর কথার ভঙ্গীতে, তাঁর আলিঙ্গনের স্পর্শে, তাঁর বুকের স্পন্দনে, তাঁর হাসিতে, তাঁর অশ্রুতে ছিল এই গঙ্গা-হৃদি বঙ্গ-ভূমির সরস মাটীর সংগোপন সুধারস, আজকের আকাশে বাতাসে যার চিহ্ন পর্যন্ত যাচ্ছে বিলুপ্ত হয়ে। তিনি চলে গিয়েছেন, সঙ্গে চলে গিয়েছে একটা জাতির ইতিহাসের অধ্যায়।

তিনি রেখে গিয়েছেন, তাঁর সাহিত্য। বর্তমান গ্রন্থখানি হলো তাঁর বিদায়-বেলার শেষদান···অস্ত সূর্যের শেষ স্বর্ণ-রশ্মিগুলিকে কুড়িয়ে এনে এই গ্রন্থের রূপ দেওয়া হয়েছে। তাই তাঁর সাহিত্য-ভক্তদের কাছে এই গ্রন্থের একটা সবিশেষ মূল্য আছে।

কেদারনাথের সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করবার এ স্থান নয়। শুধু এইটুকু বলতে চাই, তাঁর সাহিত্যে তিনি রেখে গিয়েছেন তাঁর প্রাণকে। এ সাহিত্যের যেখানেই স্পর্শ করা যাক্, সেখানেই পাঠক বিদ্যুৎ-সংযোগের মতন পরিচয় পায় সেই প্রাণের।

এই দুঃখ-ভরা সমস্যায় ভরা বাঙালীর জীবনের মাটীতে দাঁড়িয়ে তিনি সারাজীবন ধরে গিয়েছেন হেসে···বাঙালীর কান্নাভরা জীবনের উর্ধ্বে রচনা করে গিয়েছেন এক অপরূপ হাসির আকাশ। এ হাসি কোন দিন কাউকে করেনি আঘাত, কাউকে দেয় নি ব্যথা, এ হাসি হলো জীবনের পবিত্রতম সম্পদ; এ হাসি আকাশের ধারাজলের মতন ধুয়ে দিয়ে যায় জীবনের মালিন্য, সরস করে দিয়ে যায় শুষ্ক ক্ষেত্রকে, জাগিয়ে যায় প্রাণরস অঙ্কুরের বুকে; এ হাসি হলো জীবনের ধাত্রী, বেদনার

জননী। এ হাসির বুকে ফল্গুর মতন বয়ে চলেছে সমবেদনার অশ্রু-ধারা।

কেদারনাথ বাংলা সাহিত্যে রেখে গিয়েছেন সেই অপরূপ হাসি। বর্তমান গ্রন্থটীও হলো সেই হাসিরই ঝলক। কান্নার কাছে কিছুতেই মানবো না পরাভব, এ হাসি হলো তারই বিজয়-স্বীকৃতি। বাঙালী সেইদিন সত্যিই মরে যাবে, যেদিন তার মুখ থেকে চলে যাবে এই হাসি।

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

হিসেব-নিকেশ

(কথা চিত্র)

ইভাকুইদের ক্যাম্প ভরাট। নিত্যই যোগান চলেছে, কমতে চায়না। আজ লাল পল্টন, কাল কালা পল্টন। সন্ধ্যা না হতেই 'বেঁটে পল্টন' পশুপতিনাথ কি জয় ঘোষণা করতে করতে হাজির। গা-ঢাকা হতেই লম্বাদের প্রবেশ, এরা আবার কারা? "ওয়া গুরুকি ফতে" শুনে ধাতে আসতে হয়। 'আওয়াজ কিন্তু সবারই চাপা। সবার কথাবার্তার সমবায়ে ভাষাতত্ত্বের একাকার। যেন দেবভাষার সৃষ্টি চলেছে—

ট্রেণ অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে—নিশ্বাসে নিজের অস্তিত্বের আশ্বাস দিচ্ছে—"আমি আছি!"

হুকুম হলেই সব চাঙ্গা—হুড় হুড় করে রথে গিয়ে ওঠে। কোথায় যাচ্ছে কে জানে! জেনে দরকারই বা কি?

তখন রেল কর্মচারিরা ধর্ম রক্ষা করে' বিশুদ্ধ সাধু ভাষা প্রয়োগ করতে করতে সিগারেট ধরায়। বলে—"একটু চা পেলে যে বাঁচি।" হারাধন বলে—"এই এলো বলে।" ইত্যাদি নিত্যকর্ম চলে।

শৈলেন বলে—"থাম্ বাবা, বাড়িতে একটু নুন নেই যে কচু পুড়িয়ে খাই, তার সেরও বার আনা।"

নীরেন বলে—"গুরুজনেরা সে খেদ রেখে যাননি—কথায় কথায় কলাপোড়া কচুপোড়ার আশীর্বাদ প্রচুর ঝেড়ে লালন-পালন করেছিলেন।

পাড়াপড়শীদের দাতব্যও কম ছিলনা। তাঁদের দয়াতেই গয়ার পিণ্ডির মত এই রেলের চাকরি মিলেছে। কচুপোড়া মিলবে, ভাবনা বটে ত ভুনের জন্যে। সাগরের ভুন নাকি হাঙরের গর্ভে গেছে।" ইত্যাদি সুখ দুঃখের কথা চলে।

পাশের "রিফ্রেসমেন্টরুমে" কাঁটা চামচের সুমধুর টুং টাং আর এগ্‌স, মাংস, হুইস্কি ও হাসি।

বীরেন বলে—"করে নাও বাবা, এদিন থাকবেনা—য্যায়সা দিন নেহি রহেগা, ভগবান আছেন।"

বিজয়বাবু বয়সে কিছু ভেঙেছেন; বলেন "কি করে' জানলে বীরেন! কস্ করে যা-তা বোলো না। আমার এতটা বয়েস হোলো, আমি জানলুম না, আর তুমি জেনে ফেললে—"

"আলবৎ! দেখলেন না Robertson বেটা for nothing আমাকে গালাগাল দিলে, আমি ভগবানকে জানালুম। বিকেলে শুনি, বেটা ট্রলি থেকে পড়ে পা ভেঙে হাঁসপাতালে রয়েছে। ডাক্তার বলেছেন ও গো-হাড় আর জোড়া লাগবেনা।"

"ওরে সে শুয়ে থাকলেও পেনসন্ টানবে, ছেলেমেয়েরা স্বাস্থ্যকর পাহাড়ে কোম্পানীর খরচে পড়বে, খাবে-পরবে, টেনিস খেলবে। ভগবান আছেন বইকি। আমি তাঁকে না দেখলেও অস্বীকার করিনা —ইত্যাদি—"

প্ল্যাটফরম্ পরিষ্কার—কুলিদের নাক ডাকে।

ওদিকে Head quarterএ হুলস্থূল। জরুরী 'তার' পৌঁছে গেছে—ইভাকুই ক্যাম্প ঘেঁসে, আশে পাশে কলেরা দেখা দিয়েছে—expert ডাক্তার with medicine early morningএই হাজির চাই। কড়া হুকুম।

Sub-assistant Surgeon বিনোদ বেচারা মাস কয়েক আগে, একটি সপ্তদশী বিবাহ করে' এনে বেশ খুশিতে ছিল, প্রেমালাপের মধ্যে প্রমাদ গণলে—"ওতো আমার ঘাড়েই চাপবে দেখছি। বড় বড়দের কাজের ভার চিরদিনই ছোটোদের বহনের সৌভাগ্য মেলে! ওতো জানা কথা!" রাত তখন এগারটা।

সঙ্গে সঙ্গে বাইরে প্যায়দার পেয়ারের ডাক—"বড়া জরুরী তলব ডাক্তর বাবু। আমি সায়েবের পায়ে মালিস করছিলুম, উঠিয়ে দিলেন, এক ঘণ্টার মধ্যে দুসরা তার আয়া হুজুর।"

"আমার মাথা খায়া—তা বুঝেছি। চলো যাচ্ছি।—দুটাকায় হ্যাট্ পাওয়া যায়—পসন্দ হলেই সব সাহেব—Colour bar নেই। হাফ্ প্যাণ্ট পরলেই হাকিম। এইবার সাধ মিটিয়ে হুকুম ছাড়বেন। যতো সব..."

দুর্গানাম জপ করতে করতে বিনোদ গিয়ে হাজির।

"সব বুঝেছ তো বিনোদ, তোমার জন্তে অনেকদিন থেকেই ভাবছি, এই একটা মওকা মিলেছে, দেখি কি করতে পারি। এখন দুর্গা বলে..."

"আমি তাঁকেই ডাকতে ডাকতে এসেছি Sir, তারপর আপনি আছেন।"

"সে আমি ঠিক করে রেখেছি, সুনাম নিয়ে ফিরলেই, বুঝলে··· বেশীদিন নেবেনা, বড় জোর কয়েকমাস—say 2, 3, 4,—তার পর যা করবার করবো, তুমি নিশ্চিন্তে থাকো—"

বিনোদের জানাই ছিল কোনো কথাই কাজ দেবেনা, মিছে কেবল Sir Sir করা। বললে—"তবে আর কি, এ আর ক'দিন!"

"হ্যাঁ—এইতো চাই, তাই না তোমাকে ডেকেছি—"

"তা আমি জানি Sir, আপনি দয়া না রাখলে বিদেশে আমার আপনার বলতে আর কে আছে—"

"First trainএই বেরিয়ে পড়, বুঝলে? বাড়ির জন্যে ভেবনা, আমি আছি—"

"ভরসা তো আমার তাই হুজুর, আচ্ছা তবে—"

"হ্যাঁ, গুছিয়ে নাও গে। মাণিক ভাল Compounder, তাকেই দিচ্ছি—যা যা দরকার সব তাকে বলে দিয়েছি—"

"এই বাতের যন্ত্রণার মধ্যে কি করে এতো চিন্তা—ধন্য আপনার মাথা! তবে অনুমতি—"

"হ্যাঁ, আর দাঁড়িওনা—emergency—বুঝলে? হ্যাঁ, Camp এখান থেকে ক'টা স্টেশন্ বইত নয়—এই ভেবে এখানে যেন কোনোদিন এসে পড়না, আমি না ডাকলে আসবেনা—বুঝলে?—এখানকার জন্যে ভেবনা—আমি আছি।"

"আপনি যখন আছেন তখন আর ভাবনা কি?" ইত্যাদি বলতে বলতে বিনোদ বাসায় রওনা হ'ল—

তার মাথা ঠিক ছিলনা—"৭ মিনিটের মধ্যে সতের বার বললেন—'বুঝলে'? যেন Great ওহাবি কেসের রায় লিখতে হবে। আবার ২৩ বার 'ভেবনা আমি আছি'। তাতো বটেই, তবে আর ভাবনা কি?

এত আত্মীয়তা জানলে—যাক্ এখন too late—"

বাসায় পৌঁছে—"দোরটা খোলো—শুনচো—আমি গো।"

"বড় ভয় করছিল—"

"ভয় আবার কি, স্বয়ং সাহেব রয়েছেন অভয়ের মালিক।" বেগটা সামলে হাসি মুখে বললে—"বাঘ এলে ফেউ ডাকে, প্যায়দার ডাক শুনেই বুঝেছিলুম—আমি ছাড়া কলেরার মওড়া নেবার expert ডাক্তার এ Districtএ নেই—আমাকে ছাড়ছে কে?"

রানী ভীত হাস্যে বললে—"কেউ না ছাড়ুক—কলেরায় ছাড়লে যে বাঁচি।"

"সে ছাড়বে না? সেই আমাকে Certificate দিইয়েছে!" তারপর অনেক কথা '—হপ্তাখানেকের মধ্যেই ব্যবস্থা হয়ে যাবে, কটা দিন সাবধানে থেকো। সাহেব স্বয়ং এসে খবর নেবেন বোধ হয়, তুমি ঘর থেকে কথা ক'য়ো, বেরিওনা, আত্মসম্মান রেখে চোলো।". ইত্যাদি সব বুঝিয়ে স্বজিয়ে, সাহস দিয়ে, কম্বল আর ছেঁড়া ওভারকোট সম্বলে সকাল হতেই বেরিয়ে পড়ল, First train বেলা আটটায়।

তিনজন বড়কর্তার সঙ্গেই দেখা করে সেলাম জানিয়ে যাওয়াই উচিত—ওটা তুষ্টির বৃষ্টিযোগ। নচেৎ তাঁরা বিনা মেঘে শিলা বৃষ্টি করেন। Self Government এর পরিচয় দেন।

বিনোদ বিনয় বচন শুনিয়ে এলো, শেষ বড় কর্তার সঙ্গে পুনশ্চটা সারলে। তিনি অভয় দিলেন—"কোন চিন্তা রেখনা, কলেরা বইতো নয়। ভয় খেওনা, আমি মাঝে মাঝে যাব।"

"না, ভয় আবার কি—কলেরা বইত নয়।"

"আমার পাটা একটু সারলেই—বুঝেছ।"

"আজ্ঞে হাঁ, আর হপ্তাখানেক বেরুবেন না, rest দরকার।

ও রোগে বালিস আর মালিস, আপনাকে আর কি বলবো—"

"জলটা গরম করে খেয়ো, আর বাজারের কিছু—ওই ছাই ভস্মগুলো —তুমিতো সব জানো…"

বিনোদ মনে মনে বললে—"হ্যাঁ, জল গরম করে দেবে আমার সাতটা দাসী আর দাসি, আর কচুরি জিলিপি ঠোঙা ভরে আসবে, সেরটা দুটাকা বইতো নয়।"

"তবে একখানা গাড়ি বলে আসি, সময়ও কম…"

"তাইতো, এই সময় আমার Car খানা বিগড়েছে, তানাতো—"

"তানাতো আমারও চিন্তা ছিল না; ওতো এখন ঘরের কথা Sir…"

"বাসার জন্যে কোনো চিন্তা রেখনা। দেখাশোনা নিত্যই করব—বুঝলে ?"

"ও পা নিয়ে এখন কষ্ট পাবেন না। ঝি চাকরকে দিয়ে খবরটা নিলেই হবে, তাদের সঙ্গে সব কথা সে কইতেও পারবে—"

"আরে আমার তো নাতনী হে, আমাকে আর লজ্জা কিসের ?"

বিনোদ নমস্কার করে বেরিয়ে পড়লো।—"যা করেছেন বেশ করেছেন, আবার এত দয়া কেন !"

মাঝে মাঝে এই সব কথা ফুট কাটে, বেচারা বিনোদ বেজায় ছুশ্চিন্তা নিয়ে চললো। সে মধ্যবিত্ত সদ্বংশের ছেলে, বলিয়ে কইয়ে আমুদে। তাকে সকলেই চায়—ভালোবাসে। এই সন্দেহ বাইটি বা বাতিকটি সম্প্রতি জুটেছে বোধ হয়। সর্বদা হাসি খুশিতে থাকাই তার অভ্যাস। রবি বাবুর পরম ভক্ত, চয়নিকা নিয়েই থাকে। ভাবছে—"ফাল্গুণ মাসে বিয়েটা করলেই ভাল হোতো, তিনটে শুভহিবুক যোগও ছিল—কি ভুলই করা হয়েছে! এটা তো শ্বশুর মশায়ের মাতৃদায় ছিল না, তাঁর মেয়েও গৌরীটি ছিলেন না—Long nine years in default অরক্ষণীয়া; বয়সটা ২।৩ বছর ফাঁকি দিয়েই বলে থাকবেন—I can swear moreover—ফজদুরী আদালতের সমনও কেউ দেয়নি—ধপাস্ করে সেই মেঘমেদুর নিবিড় আষাঢ়ে যখন 'বর্ষা এসেছে তার মেঘময় বেণী'—তখন এ কাজ না করলেই কি তাঁর তালুক বিকিয়ে যাচ্ছিল? nonsense—

আমিও কি বে'র জন্যে পাগল হয়েছিলুম? অবশ্য আমার যেন আপত্তি ছিল না, সেটা কোন sensible youngman এরই বা থাকে, except a few unfortunates, তারা বোধহয় অতবড় বিজ্ঞান-বিশারদ অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয়, অকুতোভয়ে যা লিখে গিয়েছেন—যৌবনকাল অতি বিষমকাল, এই কালে—ইত্যাদি ইত্যাদি, দেখেনি; সুতরাং আমি কোনো অন্যায় অসামাজিক কাজ করিনি, তা বলে আট পেরিয়ে শ্বশুর মশায়ের 'সেকাল' ভুলে যাওয়া উচিত ছিল। নির্জ্জোর মত···ফুলোর মাস—

Compounder মাণিকলাল কখন এসে দাঁড়িয়েছে, হুঁস্ ছিল না।
—"এই যে মাণিকলাল, এসো এসো, তোমার কথাই ভাবছিলুম। বড় বিপদ, যত ইভাকুই-ট্রেণ কি এই Districtএই ভ্যাকুয়ম-ব্রেক্ করবে? সাহেবের আবার বেজায় emergency চেগেছে—"
মাণিকলাল বললে—"আজ্ঞে আমি যে শুনলুম 'বাত'।"
"শুনেছ ঠিক, সেটা হিন্দি 'বাত' ছাড়া আর কিছুই নয়, বড়রা সত্য কথা কয় কিনা পরে বুঝবে।"
বিনোদ কথা কবার লোক পেলে ভাল থাকে।
ভিন্ন লোকের ভিন্ন চিন্তা। মাণিকলালের সঙ্গে ওষুধভরা প্যাকিং কেস্। সে বললে, "আজ্ঞে সে সব পরে বুঝিয়ে দেবেন। এখন যে মহাবিপদ—"
"তোমারো নাকি?"
"আজ্ঞে হ্যাঁ, আসল জিনিসেরই অভাব, সোডিয়ম্ ক্লোরাইড্ বড় কম দিয়েছে, অথচ যে কাজে আসা, ওইটাই যে আগে দরকার।"
বিনোদ বিরক্তভাবে বললে—"কে বললে? সরকারের বিপদটা বুঝি রোগের মধ্যে নয়,—সেটা ভাববার দরকার নেই? সেইটাই প্রধান বলে মনে রেখো। আর মনে রেখো—কেষ্টা, বেষ্টা, ভুতো, ভুলো, ধুলো পেলেই সারবে না হয় সরবে। মালিকের বিপদের সময়ে, কার্পণ্যই বৈধ পন্থা। যেটা কম দিয়েছে সেটা কম দিলেই হবে—recent circularগুলো দেখ না বুঝি!"
"তাতে লোক বাঁচবে কি Sir? আপনার যে বদনাম হবে—"
"কতদিন কাজে ঢুকেছ? ওসব কি সত্যি সত্যি ঐ গরীব হতভাগাদের জন্যে নাকি? ও সব করতে হয়। দেখনি যার ঘরে আগুন লাগে, তার ঘর বাঁচাবার আশা থাকলেও পুড়তে দিতে হয়, না হয় আগে

ভেঙে ফেলে দিতে হয়, আশে পাশে না আঁচ পৌঁছোয়। নিয়ম ঠিক আছে, কোথাও গলদ নেই। আমাদের কাজ বটে বাঁচানো, তার মানে তাদের, দুঃখ দৈন্য কষ্ট থেকে বাঁচানো—তারা মলেই বাঁচে—বুঝেছ? হিঁদুর ছেলে শাস্ত্র মানতো, তিনি বলেছেন—যদ্ জীবতি তন্মরণম্। ওদের মারতে পারলেই পুণ্য আছে, সেটা অলিখিত কথা, বুঝে নিতে হয়। আর বদনামের কথা বলছ! সেটা তো আমাদের হাত নয়, বদনাম বাঁচাবার উপায় আছে কি? আমরা ছাই ফেলবার broken soup—ভাঙা কুলো হে! বড়দের গলদের বলদ আমরা, তাঁদের খোসনাম নেবার উপায়।—বাঁচালেই তাঁরা বাঁচান, মলেই—আমরা মেরেছি। তাঁদের চিরদিনই open door—পথ খোলসা—"

মাণিকলাল বললে—"তাহলে যে মশাই—"

"হ্যাঁ—তাই। যাও, এখন শুওর থাকবার মত একটা বেশ দুয়োর জানলা ভাঙা বাসা খুঁজে বার করো গিয়ে। চার মাস তো আর এই ঠাণ্ডায় প্ল্যাটফরমে চলবে না। বড় বড়দের করমের বালাই নেই, বাড়িতে লেপের মধ্যে গরম থাকবেন। যাও এখন বাজারটা তো করা চাই, পেট্‌টাতো সঙ্গেই এসেছে, ঐ হারামজাদার জন্যে কোথাও আরাম নেই। যাও আর দাঁড়িও না, তোমার অনেক কাজ—যাও।"

ঠিকানায় পৌঁছে স্টেশনে দাঁড়িয়ে এই সব কথা। মাণিকলাল অবাক। সে কিছুই বুঝতে পারছে না। বলছেন অনেক কাজ, কিন্তু কাজের কথা তো একটাও শুনলুম না। যাই বাজারেই যাই, বাসা ঠিক করাও হবে। কিন্তু বাসার যা বর্ণনা দিলেন,—দেখাই যাক্—"

Medicine boxটা গুদোম বাবুর জিম্মায় রেখে মাণিক বেরিয়ে পড়লো। যে বাসার ফরমাজ হয়েছে সে তো আর এ দেশে খুঁজতে

হয় না। সহজেই মিলে গেল। বিনোদকে দেখিয়ে দিলে সেও বললে— "ওঃ, খুব হবে, খুব হবে।" অর্থাৎ সে দিকে তার মনই ছিল না, মন অন্যত্র ঘুরছে। কেবল অভ্যাস মত একটু হাসি টেনে বললে—"ভুল করে দিল্লী এসে গেলুম নাকি? বেগমদের toilet house নয় তো, বড় বড় mouse বেড়াচ্ছে যে?"

মাণিকলাল একটু কিন্তু হয়ে বললে—"আপনি যেমন বলবেন Sir, বলেন তো—"

"না না, ওইতেই বেশ হবে। এখন বাজারটা—"

"আজ্ঞে এই চললুম।"

মাণিকলাল চলে গেল।

"কার জন্যেই বা বাসা, কিসেরি বা বাসা, আর কেনই বা বাসা—" বিনোদ অন্যমনস্ক। "ওঃ—সব ভুলে যাচ্ছি—Telegram করতে হবে যে। বিনোদ স্টেশনে ছুটলো। পিসির—Presence urgently required, অবস্থা very serious, must avail first train— পিসি এলে নিশ্চিন্ত।"

কাজ সেরে একবার গ্রামের দিকে ঘুরে এল। "গরীবেরা জন্মায় কেন, জন্মায় তো তাড়াতাড়ি মরে না কেন? এদের বাঁচাবার মহাপাপ নেবে কে? এ কষ্ট দেখার চেয়ে সব সাফ করে ফেলাই ভাল। না ঘরের চাল চুলো, না পেটে এক মুঠো দেবার চাল। ভাল ডাক্তারের উচিত এদের শেষ করে দেওয়া। এ দেশে ডাক্তারদের ওই একটি করবার মত পুণ্য কর্ম আছে। দেখা যাক কতটা পারি।"—সঙ্গে সঙ্গে একটু হাসি খেলে গেল। বিনোদ ক্রমশঃ ধাতে আসছে। তার যেগড়ানো মাথাটা নিজের কাঁধে ফিরছে।

* * * *

মাণিকলাল ব্রাউন পেপারের একটি বড় থলচে করে বাজার নিয়ে ফিরলো।

"একি তরকারি আর মাছ এক গোয়ালেই পুরেছ বুঝি? জাত জন্ম আর—"

"আজ্ঞে ওতে সব নিরামিশই আছে—"

"ওঃ আমি বলি—আজকাল সব—যাক্"

"আপনাকে বলতে হবে কেন? স্থানটিও তা মেনে চলে—বৃন্দাবনের বাবা, বোষ্টম বানিয়ে ছাড়বে।"

"কেন মাছ পেলেনা বুঝি?"

"আজ্ঞে তাই বটে। যা আছে তা কেনবারও নয়, খাবারও নয়। তবে দেখবার জিনিস বটে—ইয়া ইয়া কই, থই থই করছে। আধ হাতের কম একটাও দেখলুম না।"

"তবে! ওর চেয়ে কি মাছ আছে—ছেড়ে এলে যে বড়? তোমাদের বাড়ি কোথা?"

"আজ্ঞে হুগলি জেলায়।"

"ও—তাই! ওর মর্ম বুঝবে কি করে। গুগলিই চেন। আমরা যশোর ঘেঁশা লোক—কই যেখানে মস্তর। যাও, ছুটে যাও, ছুটে যাও, অন্তত গোটা চারেক নিয়ে এসো গে—চট্।"

"চারটেতে একসের হবে, এক টাকা করে সের, আপনি বাজার করতে মোট সাড়ে চার আনা দিয়েছিলেন।"

—"কি গ্রহেই পড়েছি, আড়াই টাকা টেলিগ্রামে গেল! দুয়ে হোক্ কি আনলে দেখি।"

"যা পেয়েছি সবই এনেছি—কচু কাঁচকলা, বেতোশাক আর ডাক্তারের নাম করায় একটা মুলোও মিলেছে। দরদস্তর নেই—এক কথা—সব

সত্যবাদী, যা বলবে তাই…"

"ও, বাজার নয়—এজলাস, হাকিমরা বসেছেন! তা বুঝলুম, কিন্তু বুঝতে যে পারছিনা ও চতুষ্টী মিলিয়ে, শুষ্টীর মাথা ছাড়া আর কোন মেওয়া দাঁড়ায়! পেটে কিন্তু Great Hunger, কিছু না খেলে নয়। সাহেব বলেছেন—'জলটা গরম করে খেও।' শেষ সেই ঋষিবাক্যই ভাগ্যে ফলবে দেখছি!—যাও দু'পয়সার মুড়ি নিয়ে এসো, চুলো জ্বেলে আর কাজ নেই। ঐ মুলোটি সম্বলে দু'গাল মুড়ি মেরে কম্বল মুড়ি দেওয়া।"

মাণিক বললে—"তাই যদি ব্যবস্থা হয়তো আর এক আনা দিন! মুড়ির সের দশ আনার কম নয়।"

"Emergency,—নাও এক আনাই নাও। ফতুর হতে আসাই গেছে, 'ফেরার' না হতে হয়,—যাও।"

মাণিকলাল ব্রাউন পেপারের থলচে খালি করে নিচ্ছিল—

"ওটা কি?"

"আজ্ঞে থলচেটা নিচ্ছি—মুড়ি আনতে হবে।"

"দেখছি কোনো খবরই রাখনা। কেবল ম্যাগ্‌সালফই মুখস্ত করেছ। আজকাল ওটা থলচে নয়—'কলজে'। কাগজের মন্বন্তর। তালপাতায় তাল সামলাবার দিন এসেছে। লুকিয়ে ফেল—লুকিয়ে ফেল। অনেক শ্রীমান মুকিয়ে আছে, দৃষ্টি পড়লেই শ্রীঘর। বুঝলে? Very strict order."

"তবে মুড়ি আসবে কিসে Sir?"

"কেন—কাপড়ে"

"আজ্ঞে half pant এর তো কোঁচা নেই!"

"তাইতো, ভাবালে যে। আমার হ্যাট্‌টাই নিয়ে যাও, ওতে-তেলও

পাবে, সে খরচটাও বেঁচে যাবে।”

মাণিকলাল হ্যাট্‌টি নিয়ে বেরিয়ে গেল।

“লোকটা দেখছি নীরস নয়, কাটবে ভাল। কিন্তু পিসি না আসা পর্যন্ত মগজটা থিতুচ্ছেনা, স্থির হয়ে কিছু ভাবতে পারছিনা। ওই ‘কই’ মাছ খেতেই হবে ··”

মাণিকলাল এসে গেল।

“আঃ বাঁচলুম, পেট বাপান্ত করছে।”

“কিন্তু যা পেয়েছি মশাই, তা হ্যাটের গহ্বরে ডুব মেরে যেন কবরে শুয়ে আছে।”

“সে জন্যে ভেবনা মাণিকলাল, ওর কারন আছে, খেতে খেতে বলব। এখন মুড়ি নিয়ে এস।”

মাণিকলাল খবরের কাগজ পেতে মুড়িগুলো ঢেলে ফেললে। নাঃ, নিতান্ত কম নয়, আমি ভয় পাচ্ছিলুম।

ডাক্তার হাসিমুখে বললে—“বলেছিত, ওর Secret আছে, খেতে খেতে হবে। কই মূলো কই?”

“আজ্ঞে এই যে—”

উভয়ে মূলো সংযোগে মুড়ি চর্বনে মন দিলেন। ডাক্তার আরম্ভ করলে—“সব অদৃষ্ট হে—অদৃষ্ট মাণিকলাল। হ্যাটের হাঁড়োল দেখে বুঝছনা, মাথাটি মিলেছিল রাজা রামমোহনের মত—কিন্তু ভাগ্যটি মিলেছে খাজা ড্যামমোহনের মত···বুঝলে। তাই মুড়ি ভাগ্যই প্রবল—নাও এখন সতরঞ্চিখানা পেতে ফেল,...একটু গড়িয়ে নাও। মূলোর দৌলতে আজতো আর চুলোর ব্যবস্থা নেই।”

“আপনি শুয়ে পড়ুন, আমার এখন অনেক কাজ, রাত্তে শোবার ব্যবস্থা করাও তো আছে। আমি লম্বা মানুষ এ ঘরে আমার আধখানার

বেশী কুলমনা। তার উপায়ও ভাবতে হবে।”

“আমি আর ভাবতে পারিনা, সকালে আমার বহুৎ কাজ। তার ওপরই সব নির্ভর করছে।”

“সে তো বটেই, যে কাজে আসা, তার চিন্তা আগে, সে সম্বন্ধে এখনো—”

“থাক মাণিকলাল—তার জন্যে তো...”

“যে আজ্ঞে—কাল কিন্তু...”

“হ্যাঁ, সেই ভালো, মাথাটা আগে ঠাণ্ডা হতে দাও।”

(৪)

ভোর হতেই ঘুম ভেঙে বিনোদ—“একি মাণিকলাল কোথা! সতরঞ্চি খালি যে! মাণিকলাল—মাণিকলাল?”

“এই যে Sir” ব’লে মাণিক হাজির।

“একটু চায়ের কি হবে বল দেখি! বদ অভ্যাস যে অনেক, স্টেশনে সরাবজি...”

“আপনি মুখটা ধুয়ে ফেলুন দিকি, চা তয়ের।”

“বলো কি, এত সকালে তো সরাবজি শয্যায় থাকেন, ঘরের ‘জীও’ সাড়া দেন না—পাবে কোথা?”

“আপনি উঠুন তো।”

সঙ্গে সঙ্গে কেট্‌লি ভরা চা, কাপ ও দুখানা রুটি আর গুড় হাজির।

বিনোদ অবাক—“কখন কি করলে? মেয়েদের হার মানালে যে!”

"সেটা কেউ পারেনি, পারবেও না মশাই!"

"সেটি থাকতে আর দিচ্ছে কই—শুভানুধ্যায়ী শত্রুর অভাব নেই হে..."

"তা বটে, আমাদের পাড়াগাঁয়ে কিন্তু এখনো..."

"বেশ আছ, বেশ আছ।—আঃ বাঁচালে। বানিয়েছও সুন্দর—দু'কাপ মিলবে তো?"

"কেট্‌লি ভরা আছে, যতটা ইচ্ছে খান না, আহারের তো ঠিকানা নেই, তাই দু'খানা রুটিও করলুম।"

"সত্যি মাণিক, কি সুন্দরই লাগছে। তুমিও খেয়ে নাও, আমাকে আবার স্টেশনে যেতে হবে।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—কাজ আরম্ভ ক'রে দিন, যার জন্যে আসা..."

"সে তো বটেই and to receive পিসি। তিনি এসে গেলেই নিশ্চিন্ত হই। কই মাছের উপায় চিন্তা করি—"

"সে কি মশাই—কলেরার কথা যে কন না—"

"আহা সে তো আছেই—" উৎকর্ণভাবে অর্দ্ধোত্থিত অবস্থায়—

"হুইসিলের আওয়াজ না! Train in হচ্ছে যে।" তখনো আধ-খানা রুটি হাতে। নাঃ, এ জিনিস ফেলা যায় না। মুখে পুরে, "তুমি বসে বসে চালাও। আমার রাজবেশ আঁটাই আছে। জয় মা দুর্গা দুর্গতি নাশিনী"—বলতে বলতে চঞ্চলভাবে স্টেশনে ছুটলো।

মাণিকলাল অবাক!—"ব্যাপার কি? এসে পর্য্যন্ত একদণ্ড মাথার ঠিক পেলুম না। এই তো কয়দিন নামে মাত্র আসা। দুদিন তো না কাজ, না স্নানাহার, না রুগীর খোঁজখবর। দিল্লীও নয়, লাহোরও নয়, কটা স্টেশনের মাথায় কর্মস্থান, এত চিন্তাই বা কিসের। এসেই পিসির জন্যে জরুরি টেলিগ্রাম। মা ঠাকরুণ অসুস্থ নাকি? আমড়া কিনে

দিয়ে এলুম তবে কার জন্তে! যাক্—এখন কাজের দিকে ঝুঁকলে যে বাঁচি, কখন কে হঠাৎ inspection-এ এসে পড়বে তার তো ঠিক নেই। তাদের বাজার করতে আসা, আর Travelling Draw করা প্রধান হলেও আমাদের কাছে তো সেটা inspection—এ সব কথা তো ভাবছেন না, শেষে এই গরীবও যে—"

মাণিকলাল সব গুছিয়ে তুলে রাখলে, কেট্‌লিতে এক কাপের মত চাও রাখলে. "কি জানি কি অবস্থায় আসবেন। বাসা থেকে চারটি চাল ডাল আর মশলা সঙ্গে ক'রে বেরিয়েছি, পিসি এলে কাজে লাগবে। কিন্তু ডাক্তার বাবুর অবস্থাটা না জানলে যে আমারও স্বস্তি নেই। শ্রীহরি ওঁর মঙ্গল করুন, আমি বাঁচি। এ যেন মিছে কাজে ঘুরছি আর বিড়ি ধ্বংস করছি। মায়া করে আর কি করবো, একটা ধরানই যাক।"

বিড়িও শেষ, বিনোদেরও প্রবেশ। হাসিমুখে উৎফুল্ল চিত্তে—

"কোথায় হে মাণিকলাল—"

"আজ্ঞে এই যে—"

"বুঝলে!—ভগবানের ভুল ধরে ফিরেছি।"

"সে কি মশাই, পিসিমার খবর পেলেন?"

"Of course—খবর আবার কি—in body length and breadth পেয়েছি।"

"বাঁচলুম মশাই, আমি শ্রীহরির স্মরণ করছিলুম।"

"করবে বই কি—Thank you—হ্যাঁ, এসে গেছেন with এক নাগরি খেজুরে গুড়। বড় ভুল হ'য়ে গেল, খানিকটা রাখলে—মুড়ির সঙ্গে মন্দ হত না। তাঁকে সংসারের কথা খুঁটিয়ে বোঝাতে গিয়ে সব ভুল হয়ে গেল হে। বড় চিন্তায় ছিলুম কিনা—"

"মা ঠাকরুণের অসুখ টসুখ নাকি—তাতো বলেন নি—"

"অসুখ তো বটেই, তবে তাঁর নয়—আমার, I mean সে রোগের ভোগটা আমাকেই ভুগতে হয়।"

"তা তো হয়েই থাকে মশাই, আপনি ছাড়া আর কে ভুগবে! অত ভাববেন না—সেখানে খোদ বড় কর্তা রয়েছেন…"

"তোমাদের সকলেরি ঐ এক কথা! তাই তো পিসিকে আনালুম হে।"

"বেশ করেছেন। কই তিনি কোথায়?"

"সে ভারি সুবিধে হয়ে গেছে, তাই তো বলছিলুম—ভগবানের ভুল ধরে ফিরেছি, Quite unexpected—ফস্ ক'রে দয়া ক'রে ফেলেছেন। এমনটা তো করেন না। পিসি প্ল্যাটফরমে পা দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের তোত্‌লা নন্দ হে, দেখি পোঁটলা নিয়ে ঘুরছে! বললুম, 'কোথা হে?'…বললে, 'কু-কু-কুট-কুটে ও-ও-ওল্ ছেঁচকি আ-আর খেতে পারছি না—সেই কে-কে-কেষ্টা শালার বাড়ি পা-পা-পালাচ্ছি মু-মু-মুখটা বদলাতে, তাই কাঁ-কাঁ-কাঁকড়া কটা নি-নিয়ে যাচ্ছি। রো-রো-রোববার নি-নিরামিষ খাই কি না…কাঁ-কাঁকড়া তো মা-মা-মাছ নয়।'

"বললুম, আমার যদি একটি উপকার কর ভাই, পিসি এই ট্রেণে দেশ থেকে এলেন, নবান্নর একটু গুড় নিয়ে, ওঁকে আমার বাসায় পৌঁছে দিয়ে দাও।"

Gla-gla-gladly Sir—আ-আ-আসুন পিসিমা। গা-গা-গাড়ি দাঁ-দাঁড়িয়ে।"

"তাঁদের তুলে দিয়ে আসছি। ভগবানের এতো দয়া কোনদিন পাইনি মাণিকলাল। বাস্, এখন নিশ্চিন্ত—দেখাশোনার দুর্ভাবনা ঘুচলো, Time change—এইবার—"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি সেই কথাই সর্বক্ষণ ভাবছি—"

"আমিও কি ভাবছিনা মাণিক, সে 'রুই মাছ' খেতেই হয়েছে। 2nd. class টা একবার হয়ে আসি—তারপর—"

মাণিক হতভম্বের মত বললে,—"আজ্ঞে কলেরার কথা যে রয়েছে মশাই।"

"আহা সে জন্যে ভেবনা—সে তো আছেই এবং থাকবে,—ও হাত লাগিয়েছি কি সাফ্। সেও তার কাজ করতে এসেছে, একটু করুক না। কাকেও বাধা দিতে নেই হে।"

"আজ্ঞে হাতটা লাগান তো। কি জানি কখন কে বাজার করতে এসে পড়বে, তারপর একটা খুঁত ধরে খোশনাম নেবে……"

একটু চিন্তিত ভাবে—"কদিন অপার চিন্তায় কেটেছে মাণিক, আজকের দিনটে সামলে নিতে দাও, একবার plan টা ঠিক ক'রে আসি। এখন আর চা—"

"এই যে নিন না। কেট্‌লি আর কাপ হাজির করে দিলে। বিনোদ অবাক! "তোমাকে পেয়ে—"

"আগে হয়ে আসুন"—মাণিক আর দাঁড়াল না।

বিনোদ পা বাড়ালো। মাণিকের যাতে ভালো হয় তা করতেই হবে। মা ক'রে দেবেন। অমন কর্তব্যপরায়ণ লোক বিরল।

মাণিকলাল উদাসভাবে—"শ্রীহরি দয়া করুন, ডাক্তারবাবু বড় সরল প্রাণের লোক, সব বোঝেন, কিন্তু কথা পেলে সময়জ্ঞান থাকেনা—একেবারে মহাভারত সৃষ্টি করেন—মহাপ্রস্থানে না নিয়ে গিয়ে ফেলেন। বড়দের কখন কে পরের মুণ্ডে কমলালেবু নিতে আসবেন সে চিন্তা থাকে না। আমাদের এ ইমামবাড়ার পাশ দিয়ে গেলেও কেউ বুঝতে পারবেনা যে ডাক্তারবাবু এইখানে থাকেন।

সিনেমার দুখানা প্ল্যাকার্ড জুটিয়েছি, ওঁর নামটা লিখে বাইরে টাঙিয়ে রাখি।

লিখতে বসলো :

Dr. Benode behari Chakravarty
Medical officer in Charge
Cholera Camp.

একখানা ইংরিজি, একখানা হিন্দি।

—তাইতো, হিন্দির 'হ'টা যে ভুলে যাচ্ছি। থাক—হরপের ভিড়ের মধ্যে অত কেউ দেখবে না। অনেকেই আমার মত পণ্ডিত।

"মনেরি বাসনা শ্যামা—কি হে মাণিক, কি পড়ছ, সমন নাকি।"

আজ্ঞে না, ও একটা আপ্তসার ক'রে রাখছি, কখন কোন্ সুলতানের আবির্ভাব হবে, ডাক্তারবাবুর বাসা খুঁজে পাবেন না, তাই।"

"তুমি 'কিন্তু' হচ্ছ কেনো। সে অপরাধ তো আমার। তখন কি আমার মাথার ঠিক ছিলো? বৈরাগ্য পেয়েছিলো। ভাগ্যে পিসি এসে গেছেন। এখন অট্টালিকা কে আটকায়! এ বাসায় তিনটি ছাড়া চারটি কাজ চলে না মাণিক। No. one—পাগল হওয়া যায়, No. two গলায় দড়ি চলে, No. three সর্পাঘাতে—finish.—দেখনা, মাথামুড় খুঁড়ে 'কই' মেলবার plan brain এ আসছিল না। যেই স্নান সেরে 2nd. class এর গদিতে বসা, অমনি পিল্ পিল্ ক'রে plan মায় এণ্ডাবাচ্ছা মাথায় ঢুকে পড়লো, ওই সব গদিতে বসে চব্বিশ ঘণ্টা তাঁরা লোকের শুভচিন্তায় ধ্যানস্থ থাকেন কিনা! আমার চারদিকে 'কই' যেন লাফাতে লাগলো। এইবার নাওনা কত চাই।"

মাণিক স্তম্ভিত। "আর করবো! আপনি যে একেবারেও সে

কথা...” আরে তিনি ত আছেনই, তাঁর দৌলতেই সব মিলবে। সাধনা একমুখী, ওইটে নিয়েই ছিলুম কিনা—”

“চাকরি থাকলে তো! কিছু বুঝতে পারছি না মশাই!”

“পারবে পারবে—অচিরেই পারবে। মিথ্যা থাকতে চাকরির মার নেই। দেখচ না দুনিয়া চলেছে কার জোরে। সায়েন্সের যুগেও ওর চেয়ে বড় অস্ত্র আমি তো দেখতে পাইনা। অন্য অস্ত্র হত্যা করে, এ অস্ত্রটি মেরে রাখে। যাক্—এখন একটা কাজ করো দেখি।—এতো কই Supply করছে কে? কেমন লোক? একখানা দরখাস্ত লিখে দিচ্ছি Officer Commanding এর নামে। লোকটাকে দেখিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে এস—mind—ফিরিয়ে নিয়ে আসা চাই। দ্বিতীয় কেউ না দেখে শোনে—বুঝলে? তারপর, কলেরা সেতো হাত লাগালেই সাফ, বুঝেছ? বেটারা আমাকে expert ধরেছে, সেটা দেখাতে হবে তো!”

“আপনার কাছে মিথ্যে কথা কইবনা, বুঝতে কিছুই পারছিনা। তবে আপনি যা বলবেন তাই করবো। বাড়িতে খুড়োমশাই আছেন—উঁদিকে সব গেল, তিনিই দেখাশোনা করছেন। আমার শুভানুধ্যায়ী কিনা, পুকুরটা গেছে, এইবার কুঁড়েখানা। ভেবেছিলুম ফিরে যা হয় করবো। তা আর—”

অবাক হয়ে—“অ্যাঁ, তোমারো শুভানুধ্যায়ী জুটেছে? দেশটা ছেয়ে গেল যে! কিছু ভেবনা মাণিক, মায়ের কৃপায় সব ঠিক হয়ে যাবে, দেখে নিও।”

“ব্রহ্মবাক্যে আমার বিশ্বাস আছে মশাই, কিন্তু চিঠি পেলুম—সাত বছরের ছেলেটা নিজের পুকুরে আঁচাতে গিয়ে তাঁর চড় খেয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে বাড়ি ঢুকেছে। কে আর দেখবে, খুড়ো দেশে থাকেন, ভিটে আগলান, সকলেই তাঁরি মুখ চেয়ে কথা কয়,...কইবেই তো—”

"বুঝেছি, আর বলতে হবে না। ভেবনা দুটো মাস অপেক্ষা কর—এখন যা বললুম·· মা আছেন—"

"আর আমার আপনি আছেন।—দিন কি দেবেন।"

"একখানা কাগজ দাও দিকি। বেশ করে একটা জবর report draft করে ফেলি।"

"Report কিসের মশাই ?"

"আরে—কই মাছ কি আপনি পুকুর থেকে লাফিয়ে এসে ঝোলে পড়বে নাকি ? কাগজ দাও—"

"কাগজ কোথায় পাব মশাই। আপনি যে বললেন—তারা প্রমোশন্ পেয়ে টাকা হতে যাচ্ছে—"

"আরে সেই কলচেটা আছে তো।"

"ওঃ, সেই কলচেটা ? আপনি যে বলছিলেন, ওতে একটা ছাপ মারলেই লাখ টাকাও হয়।"

"সে কি তুমি মারলে হবে, না আমি মারলে হবে ! হবে না কেনো ···শ্রীঘর হবে।"

"আমার কাজ নেই মশাই লাখ টাকায়।"

কলচেটা এনে দিলে। ডাক্তার লেখায় মন দিলেন।

Commanding Officer of Resting Regiment:

Honourable revered Sir,

The Demon of a fish Contractor is playing havoc and spreading cholera daily in hundreds. The fish by name Koi is a dangerous creature. They live on filth and dirt in dirty ponds. Busty men and women wash the rags of infected patients in these infernal ponds and poison the water. Koi flourish fast by devouring the dirt and fetch high price in the market. Unless and until it is checked no Solomon can check the spread of cholera here. The whole locality will be cholera ridden in no time. I am in wits end, particularly for sefety of your Regiment and Solicit your kind order and help to stop the sale of those hellish Koi fish.

Your most obedient Servant,
Benode Chakravarty
The responsible Doctor in
Charge of Cholera Calamity.

মাণিককে শোনালে। সে বললে, "শুনেছি কাবুলী শম্ভুমুখুয্যে মশাই নাকি এই Styleএ লিখতেন। আপনি Editor হননি কেন?"

"সে অনেক কথা, অন্য সময় বলব।"

মাণিক বললে, "মাপ করবেন Sir, এতে 'কইয়ের' কিন্তু গন্ধা হয়ে যাবে যে, সে কন্তুতে ডুব মারবে।"

"সেই কথাই ভাবছি—কলম ধরলে যে জ্ঞান থাকে না।"

"কিন্তু একবার হাত কেটে ফেললে যে আর জোড়বার রাস্তা রইবে না। আমাদের accacio কাজ দেবে কি?"

বিনোদ সহাস্যে—Thank you মাণিক—পর হস্তে গিয়ে পড়া হবে—'পরবশম্ দুঃখম্'। ওটা এখন থাক। ও একটা ব্রহ্মাস্ত্র বানিয়ে রাখলুম হে আপৎকালের জন্যে। এখন ছাড়ব না।"

"তাই বলুন।"

"এখন একটা নোটিস (Notice) লিখে দিচ্ছি—সে ক্ষমতা আমার আছে, তুমি তাকে অর্থাৎ সাপ্লায়ারকে প'ড়ে শোনাবে। কলেরা ক্ষেত্রে 'কই' সেলের মানে যে জেল, সেটা বুঝিয়ে দেবে। অবশ্য গোপনে, শুভানুধ্যায়ীর মতো। আর বলতে হবে?"

"আজ্ঞে না, মেয়ের বিয়ে তো নয়, অতো গাঁইগোত্র দরকার হবে না।"

"কিন্তু আসল কথাটা জেনে আসতে হবে, বুঝলে?"

"আজ্ঞে সেটা কি আর বলে দিতে হয়? ইঁদুর বললে তার ল্যাজটা ভুলতে পারি কি?"

"All right" বলে Notice লিখে দস্তখত ডাললে—"V. Chakar—"

"V লিখলেন যে?"

"Vএ Victory,—কাগজ পড়না ওই তো দোষ। V এখন গাছে

বোলে, Light এ জলে, মাটি মাড়ায় না। ওর মর্য্যাদা কতো! যাও, এখন তোমার 'হরি' বলে বেরিয়ে পড়। কাল আর মুড়ি চিবুতে হবে না। মাড়ি রেহাই পাবে।"

মাণিক বেরিয়ে পড়ল।

"তাই তো এখন কি করি। মাণিক না থাকলে আমার একদণ্ড চলে না। বিড়ি খেতে মাণিক বারণ করে। বলে, ওটা আপনার position-এর opposition,—আরে সাধে কি খাই! pocket যে vacate—করে ফেলেছি, ধোঁয়ার ঘূর্ণগতি দেখাই ভাল। শেষ সকলেরি ভাগ্য ধোঁ ছাড়ে। তখন নিজেরটা তো দেখতে পাব না।"

———

আধ ঘণ্টার মধ্যেই মাণিকলালের প্রবেশ সহ সাপ্লায়ার,—তিনি এসেই—

"হুজুর মা বাপ, দাস মজুর মাত্র"—বলতে বলতে একেবারে হুজুরের চরণ স্পর্শ।

ডাক্তার চমকে উঠে—"হরি হে, কর কি। তুমি আমার ছোটো কিসে? ওঠো, ওঠো, সব মানুষই আমার কাছে সমান। তায় শুনেছি তুমি স্বর্ণকার, বাড়িতে আমাদের শান্তির কর্ণধার। ঠাকরুণদের মুখভার ঘোচাও, সত্যটা স্বীকার করতে আমার দ্বিধা নাই,—ওঠো ওঠো। একটু স্থির হয়ে শোনো। কি জানি এ কাজে কত টাকা ফেলেছ, শেষ অনিষ্ট ক'রে বসবো। তাই Noticeটা প্রচারের পূর্বে ভাবলুম—duty হলেও, হিঁদুর ছেলে—ধর্মও তো আছেন। সব দিক সামলাতে হয় যে। তায় আমরা প্রভুপাদের ফ্যাঁকড়া, ন্যাকড়া ঢাকা থাকতে হয়—তাতেই আনন্দ। কারুর কথায় অভিমান রাখি না। দিন কাটলেই হ'ল। হরি নিয়ে যেন থাকতে পারি, অপরাধ না ক'রে ফেলি। মানুষের ভুলচুক আছেই। সর্বদাই সশঙ্ক থাকি। অবস্থা তো এই, পেটের দায়ে চাকরি। এখন কি করবে বল দিকি? একদিকে duty, লোকের প্রাণ নিয়ে কথা। অন্য দিকে অন্যের অপকার। সমস্যায় ফেলে দিয়েছে। বড় রকমের ক্ষতির ভয় আছে কি?"

"হুজুর, একেবারে ফকির হ'য়ে যাবার কাজ করে ফেলেছি। লোভে পাপ। সর্বস্ব ফেলে, মায় গোয়ালের গরু পরিবারের খাড়ু থুইয়ে—একচেটে Contract নিয়ে ফেলেছি। সাত সাতটা কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে

পথের ভিখিরী হ'তে হবে। আপনি বাঁচাবার উপায় না করলে আঁচাবার উপায় আর থাকবে না।"—পা জড়িয়ে ধরলে।

"ছাড়ো ছাড়ো, আমরা কাকেও পা ছুঁতে দিই না, কড়া নিষেধ। তাই তো, এমনটা ক'রে বসেছ! 'কই' মাছ যে কলেরার বাহন,— জানতে না? সেই তো ওকে নিয়ে বেড়ায়,—জানতে না?"

"না হুজুর, মুখ্যু মানুষ। জানলে আর এমন মারাত্মক কাজ করি।"

"শ্বশুরের অবস্থা কেমন? নিবাস কোথা?"

"আজ্ঞে যশোরের নিকটেই। অবস্থা ভালই ছিল। ডাকাতের দৌরাত্ম্যে দুটো ভালকুত্তো রাখতেন। এই লোভে পড়ে তিনশো টাকায় মুন্সীদের বেচে দিয়েছেন। নতুন বাজার এখন তাঁর একচেটে।"

"তাই তো ভাবালে যে। আমি আবার Cholera expert, আমার report একবার বেরুলে যে সর্বত্র ঘা পড়বে। (চিন্তাকুলভাবে) মাণিকলাল মাথায় কিছু আসে?"

"আজ্ঞে বিদেশী সাহেবরা ও মাছটির গুণের কথা জানে না, নইলে Military Majorরা এতক্ষণ হুলুস্থুল বাধাতো, এখনো এইটুকু বাঁচোয়া আছে। ওদের দেশে ও বিষাক্ত black fish নেই বোধ হয়।"

"কিন্তু এ দেশে বদ লোকের তো অভাব নেই মাণিক। কে কখন কাণে তুলবে তাতো জানি না, ভয় যে খেতাব কাঙালদের।"

"তা ঠিক, তবে Medical Journal তো 'নভেল' নয়, কেই বা পড়ে। Statesmanখানা নিতে হয় তাই নেয়, মোড়োক খোলে না শুনেছি—"

"তাও জানি। কিন্তু কাজটি যে বড় risky,—অথচ এ লোকটি দেখছি সত্যিই বিপন্ন—ওর দুকুল ডুবতে বসেছে। ঐ সঙ্গে আরো কত ডুববে তা কে জানে। (চিন্তিতভাবে) দেখো মাণিক, আমাদের বংশে

ধর্মের চেয়ে বড় কিছু নেই। হরিকে না ভুললেই হ'ল। এখন যেমন চলছে চলুক, কি বলো ?"

মাণিক বললে,—"আমার মনে হয় Expert ভিন্ন এ আর কারুর মাথায় আসবে না,—"

"আচ্ছা তুমি এখন যাও স্বর্ণকার। এ সব কথা কেউ না শোনে,—wifeও নয়। ওর মধ্যে উভয় পক্ষের life রইলো। দেখো—সেরটা যেন এক টাকার ওপর না যায় যাও, আমার জপের সময় হ'ল। মাণিকলাল আমার মন্ত্র-শিষ্য। কথাবার্তা যা যখন কইবার—ওর কাছেই কয়ো। আমার কাছে না ডাকলে এস না। বড় সঙ্গীন কাজ বুঝেছ ?"

Contractor বললে—"আর বলতে হবে না প্রভু, বাপেও এত দয়া করেন না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন! নিজের মৃত্যুবানের পাত্তা অপরকে কি কেউ বলে হুজুর। আমি কৃতার্থ হলুম, দেবদর্শন ক'রে চললুম। আমিও হিন্দু, পূজা আমার যৎসামান্য হলেও গ্রহণ করতেই হবে, আমার রক্ষক আর কেউ নেই।"

বিনোদ কানে আঙুল দিয়ে উঠে পড়লো। সাষ্টাঙ্গে ভূলুণ্ঠিত প্রণাম ক'রে মাণিকলালকে সঙ্গে নিয়ে স্বর্ণকারও চলে গেল।

বিনোদের ধুম্-জপ চলতে লাগলো। প্রভুপাদের বংশ বিড়ি ধ্বংসে মন দিলেন। চিন্তাও চলতে লাগলো—

(১) স্বর্ণকার কাজ বাগাতে জানে। ইংরিজি পড়েছে কিনা! বিদ্যে শেখা আর কিসের জন্যে···কাজ হাসিলের জন্যে তো,—সত্য গোপনে Saint বানিয়ে দেয়।

(২) কই মাছ তো এলো বলে—কোটা হবে কিসে? অস্ত্রের মধ্যে সেই ডাঁটা ভাঙা প্যাঁচুলা খানাই ভরসা। কুটিয়ে আনতে বললেই হোতো,

কিন্তু আগে থেকে লম্বা ভাগ তো আর চলে না। আবার বলে বসেছি অদ্বৈত বংশ। আচ্ছা—আসে আসুকই।

(৩) ও বাবা! এতো My dear মুড়ি নয়, আবার রাঁধা চাই, রান্নার কথায় যে কান্না আসে। মাণিক আবার 'সরকার' হয়ে মরেছে। তার পরিচয় দিয়েছি—আমি প্রভুর বংশ। মাথা খেলে দেখছি। কোন্ দিন স্বর্ণকার এসে পড়তেও তো পারে—একটা antidote যে ভেবে রাখা চাই।

(৪) সরকারের চেয়ে বড় জাত কেউ আছে নাকি? পাচক গুণ-বাচক হওয়াই তো দরকার। প্যারীচরণ সরকারের দৌলতেই তো চাকরী,—রঘুবংশের বিছেতে তো ঘুঘু চরতো;—রামদুলালের কথা তো ইতিহাস প্রসিদ্ধ। কটা শোনাবো! খোদ সরকারের গুণের কথা দশমুণ্ড না হলে কুলুবে না, থাক—এইতেই হবে।

(৫) মাণিক রাঁধলেই হবে—খুব হবে—দুশোবার হবে—মিছে দুর্ভাবনায় দরকার নেই। রেঙ্গুণে আমার কোন্ মাসিমা রেঁধে দিতেন! মিছে সংস্কারের পিছে আত্মসংহার করব নাকি! যতো সব…

জপে বাধা পড়লো। একটা চুপড়ি হাতে মাণিক ফিরে এসেছে।

"Hallo, ওতে কি?"

"আপনার চিত্ত-চিন্তামণি সাধনের ধন—Great grand-father of 'কই' dynasty.—দেখাতে পারলুম না—এক একটি আধ হাতের ওপর ছিল।"

বিনোদ (দমে গিয়ে)—"ছিল যে past tense হে, দেখাতে পারলুম না মানে? গেল কোথায়?"

মাণিক চুপড়ির চাপা খুলে দেখালে।—"এই যে দেখুন না, একেবারে বৈষ্ণবী অস্ত্রে বানিয়ে অর্থাৎ কাটিয়ে কুটিয়ে নুন হলুদ মাখিয়ে এনেছি।

আমরা ও বাঘা 'কই' বাগাতে পারতুম না Sir."

"Bravo মাণিকলাল, আমি ভেবে মরছিলুম, আমাদের সম্বল তো ওই ভগা ভাঙা স্প্যাচুলাখানা।"

"রামো, ও লড়ুয়ে fish skirmish ছাড়া প্রাণ দেয় না। কায়দা করতে তিন রকম অস্ত্র দরকার হয়েছে।"

"You-a spotless মাণিক, genuine jewel তারপর?"

"সে হচ্ছে। আগে একটা ধরান দিকি।"

মাণিক পকেট থেকে Gold flakeএর একটা আভাঙা টিন বার করে বিনোদের হাতে দিলে।

"একি, একদম Gold flake যে! কোথায় পেলে?"

"স্বর্ণকারের গদিতেই gold জন্মায়, আর আমাদের ভূমিষ্ট হন মেয়ে। তারাই gold দেখায়, অবশ্য বাড়ি বাঁধা দিয়ে সেটা দেখতে হয়।"

"আর বলতে হবে না মাণিক—বিড়ি ছেড়ে Gold flake সইবে তো!"

"থাক ও অলুক্ষুণে কথা। Gold এখন আমেরিকায় পাঁচ সিকের sold হচ্ছে। তারা সোণার কুড়ুল বানাচ্ছে—যুদ্ধের জড় মারবে। চালান্—খুব সইবে।

"এই যে, সব খবর রাখো দেখছি। হবে না! আমাদের ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা কবি স্বর্ণচন্দ্র I mean হেমচন্দ্র বলে গেছেন—

"......................নব অভ্যুদয়
পৃথিবী গ্রাসিতে করিছে আশয়।"

"আচ্ছা, আপনি এখন একটা 'হাসিতে হাসিতে' ধরান তো দেখি, আমার চক্ষু জুড়ুক। আপনাকে যে ও মর্য্যাদা-হানিকর বিড়ি টানতে আর দেখতে পারি না স্যার! দিন ওগুলো ফেলে দি।"

মাণিক বিড়িগুলো নিয়ে নিজের পকেটে—"চুলোয় যাক্‌" বলে ফেলে দিলে। বললে, Caseটা আপনি আজ যেভাবে Conduct করলেন তাতে বড় বড় রক্তবীজ ভক্ত বনে যায়—গেছেও। ভেবেছিলুম কড়া সুর ভাঁজবেন, কিন্তু যা ভাঁজলেন তা বৈষ্ণব বিনয়কে ছুটিয়ে দিয়েছে। আমার চোখে জল এসেছিল মশাই।"

"ওহে, কাজ নিতে হলে পূর্ববাই ব্যবস্থা। দীপকে দিল্‌ বিগড়ে দেওয়া হয়। তাতে শেষ রক্ষা হয় না। সে ট্যাক্সই হয় না।"

মাণিক পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে—"খুব কাজ হয়েছে মশাই—এই নিন (এক তাড়া নোট) এটা advance, হপ্তায় হপ্তায় আসবে। বললে,—দেবতাকে তো ঘুষ দিতে পারব না। এখন থেকে সের করা সামান্য যেটা বাড়ানো হবে সেটা আমার নয়, দেবতার পূজোর জন্যে রইলো। বললুম—খবরদার এমন কথা তাঁর কাণে না পৌঁছয়। তিনি ছোঁবেন না, সব বিগড়ে যাবে। মানুষ দেখলে তো, অদ্বৈত বংশ। মাইনে বাদ যদি কিছু অজ্ঞাতে এসে পড়ে—দেখেছি কিনা—নবদ্বীপে মোচ্ছবে পাঠিয়ে দেন। ওসব হবে না, করতে যেও না।"

শুনে যুধিষ্ঠির বললে,—"যাঁর ধর্মে গড়া দেহ তিনি অন্যের ধর্ম নষ্ট করতে পারেন না। আমারো তো ছিটে ফোঁটা থাকতে পারে। আমাকে পতিত করবেন কেন। আমার দেবতার জন্যে দেওয়া, দেবতা যা ইচ্ছা করতে পারেন। নবদ্বীপে মচ্ছবেই দিন বা বিন্দাবনের কচ্ছপকেই খাওয়ান।"

—"এর ওপর আমি আর কথা কইতে পারিনি ডাক্তারবাবু।"

"তুমি ঠিক করেছ। কারো ধর্মে বা কোনো ধার্মিকের প্রাণে আঘাত দিতে নেই। শোনোনি, বড় বড় মাতব্বররা এই বিপদে পড়ে কি, দুর্ভাবনাই না ভোগ করছেন। লোকে ছাড়েনা, শেষ জ্বালাতন

হয়ে মাথা ঘামিয়ে নিজেদের শিক্ষিত মণ্ডলীর সম্মতিক্রমে ওই Sloganই মঞ্জুর করে প্রাণ বাঁচিয়েছেন। 'যদি না দিয়ে ছাড়বে না তো গোপনে ধর্মার্থে দাও, ধর্ম চাক বাজিয়ে করতে নেই—শাস্ত্রে কোরাণে নিষেধ' ইত্যাদি—যুধিষ্ঠির না কি নাম বললে, নিশ্চয়ই সে সাধু সঙ্ঘের সভ্য বা agent হবে। ওরা চারদিক ঘিরে ছড়িয়ে আছে। লোকের ধর্মে কর্মে সাহায্য করছে। টাকা আর যাবে কোথা, জগতের মাল জগতেই থাকবে। সকলেই তো ভাই, কেউনা কেউ ভোগ করবে। কি high sloganই বেরিয়ে পড়েছে। শিক্ষায় অন্তর্দৃষ্টি এসে গেছে।—আমাদের বিষ্ণুশর্মার মাথায় ঢোকেনি—কলা তাঁরাও যথেষ্ট খেতেন কিন্তু স্কলার হতে পারেন নি—"

"এখন আমাদের যে বিপদে ফেললে মাণিক, I mean বন্দী করলে! ওকে আশ্রয় দেন কোথায়। বাইরে বাইরে ঘুরতে হবে যে। লেপের মধ্যে চেপে, তবে Safeএ থাকবে না কি?"

"না মশাই, ও মেয়েলি ফন্দি পচে গেছে—কাজ দেবে না। নাড়ে হতে এই শীতে ওস্তাদের লেপগুলো ছিঁড়ে ছড়িয়ে রেখে যাবে। দিন রাত তো আর চেপে শুয়ে কাটাবার জন্যে আসা নয়!"

"তাও তো বটে,—উপায়?"

"চলুন,—খাকি plus খাকির অস্তর দেওয়া দুটো হাফ প্যান্টের অর্ডার দিয়ে আসা যাক্। শীতটাও চেপে পড়েছে, কেউ সন্দেহ করবে না।"

"Very wise suggestion কিন্তু মালের প্রবেশ-পথ চাই তো?"

"সে বাড়িতে বসে বানিয়ে নেব।"

"Splendid—কোনো শিক্ষাই যে বাকি নেই? কিন্তু কত দিক সামলাবে? কই আছেন, হুলো আছেন, চুলো আছেন—"

"আপনার আশীর্বাদে সে আমি সামলাতে পারব। আপনি কেবল—"

"বুঝেছি, মিলিটারি টেলারের সঙ্গে আলাপও আছে। আচ্ছা, আমিই যাচ্ছি, আজই চাই।"—দু'পা গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে—

"ঝোল আর ঝাল দিয়ে—বুঝলে।"—বেরিয়ে গেল।

মাণিক—পাকে মন দিলে।

---

(৬)

ডাক্তার মিলিটারি মাস্টার-টেলারদের সন্ধান নিচ্ছিলেন; পথে একজন দ্রুত এসে সেলাম করলে, বললে—"আপনাকেই খুঁজতে যাচ্ছিলাম, বড়া ভাইয়া পেটের দরদে বেচ্যায়েন হয়ে পড়েছে—বলছে বাঁচব না। হুজুর মাই বাপ—"

"ঘাবড়াও মত্।"—বিনোদ মুটোখানেক Sodi-Bicarb—"গুরু নানক সাহাব কি জয়" বলে খাইয়ে দিলে। মিনিট ৫।৭ পরে Volly fireএর শব্দে মেঘ গর্জনের মত কয়েকটা ঢেঁকুর উঠে যেতেই ভাইয়া উঠে বসল। ডাক্তারের জয় জয়কার পড়ে গেল।

"সব গ্রন্থসাহাব কি কৃপা, হাম্ হরবখৎ হাজির হায় শিখজি, কুছ চিন্তা নেহি। আচ্ছা আব হাম্ চলা, বড়া জরুরি কাম থা, ফির দেখা যায়গা।"

"ইয়ে নেহি হো সক্তা, কহিয়ে হুজুর হাম্ হাজির হায়।"

তারা দুঃখিত হয় দেখে ডাক্তার উদ্দেশ্যটা খুলে বললে।—"ইয়ে কোন্ বড়া কাম ডাক্তার সাহাব। শামকো হাজ্জির হো যায়গা।"

"ঠাণ্ডামে বড় কষ্ট পাতা, তাই তকলিফ্ দিয়া ভাই। আর দেখো, হামারা দাওয়াই বড়া তেজ হায়, সব-কুছ খা সেক্তে। রাতকো থোড়া সরাব পি লেনা। আচ্ছা ভাই হাম্ চলা।"

বিনোদ বেরিয়ে পড়লো।

"একবার স্টেশনটা ঘুরেই যাই—কি জানি কে কখন—ওরে বাবা একি! না চাহিতে জল—শুভানুধ্যায়ী যে! যেখানে বাঘের ভয়—" চোখোচোখি হওয়ায়—"এই যে বিনোদ, তোমাকেই খুঁজছিলুম—"

"আমাকে পাবেন কোথা Sir? এক মিনিটও ছুটি নেই—কলেরা কুটীরেই ঘর বাড়ি। অনেকটা কায়দায় এনে ফেলেছি—"

"বেশ বেশ, এই তো চাই; তা না তো আর তোমাকে—জলটা গরম করে খাচ্চো তো?"

"আজ্ঞে সকাল বেলা আর মিছে কথাটা—আপনি তো সব বুঝছেন—"

কর্তা সহাস্যে—"সকাল বেলা কি হে! মাথার ঠিক নেই যে দেখছি!"

"তা ঠিক বলেছেন Sir, Patientই impatient করেছে, তারাই মাথায় incessant ঘুরছে।"

"তা হোক, কিন্তু গরম জলটা অবহেলা কোরো না। দু'বেলাই—বুঝলে ...বিবাহ করেছ, responsibility আছে তা জানো। পিসিকে আনলেই তো তা ঘোচে না!—"

"আজ্ঞে চাকরির চেয়ে ওটাকে বড় responsibility বলে যে মনেই হয় না। পিসির 'তীর্থ তীর্থ' বাই আছে তাই। ঐ যে ভাগলপুরের

কাছে, সুমেরু তীর্থের প্রাদুর্ভাব আছে কিনা—কার কাছে শুনেছেন সেই জন্মেই। আমারো কর্তব্য-বারা হবে—"

কর্তা সহাস্যে—"সুমেরু নয়, মন্দার—"

ওঃ, তাই হবে, কে অত খোঁজ রাখে মশাই। এখন পাঠাতে পারলে বাঁচি। পিসির আর কি দরকার ছিল—আপনি রয়েছেন। চলুন না, বাসাটা দেখে আসবেন, দেখে রাখা ভাল—"

"তা, মন্দ কথা নয়, আমার train এর এখনো তিন কোয়াটার দেরী—"

উভয়ে বাসার দিকে চললেন।

বিনোদ যেতে যেতে বললে—"মাপ করবেন, জিজ্ঞেসা করতে ভুলে গেছি। রুগীগুলো দেখে এলুম, তাদের কথাই মাথায় ঘুরছে। আপনার সে পায়ের ব্যথাটা কেমন—line ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে যেতে হবে কিনা।"

"এখন যা আছে তাতে কাজ চলে। আর না চললেই বা ছাড়ে কে? বসে থাকবার জন্যে তো কেউ আমাদের পোষে না। জানতো মেম সাহেবরা হাঁচলেও ছুটতে হয়। এই তোমাদের Regimental o/c কে—বড সাহেবকে, দেখা দিয়ে এলুম। আমরা দেখা দিলেই ওঁদেরও একটা কিছু দেখা দেয়। নেড়ে চেড়ে দেখে Brandy আর Egg flip বাড়িয়ে দিয়ে এলুম—বললুম এটা India Sir, বড doubtful and faithless climate—তাই expert hand পাঠিয়েছি—সন্দেহ হলেই তোমাকে ডাকতে বলেছি।"

"Very kind of you—ও দয়াটি আপনাতেই দেখতে পাই, সকলকেই এগিয়ে দেন—backgroundএ রাখেন না। অনেকেই Subordinate-দের চেপে রাখেন—"

"Chance সকলকেই দেওয়া উচিত। আর কতটা হে?"

"এই যে এসে গেছি।"

"ওটা তো—"

"আজ্ঞে ওই"

"ওতে কি করে—"

"কতক্ষণই বা থাকি, রুগীর ঘরেই সময় কাটে—"

"তা কাটুক, সে ভালো। কিন্তু ঘর তো দেখছি একটি, আর একটু বারাণ্ডা—সাড়ে চার হাত হবে—"

মাণিক বারাণ্ডায় রাঁধছিল, খুন্তি হাতে এসে ঝুঁকে নমস্কার করলে।

"সোজা হয়ে ঢোকা যায় না যে, থাক আমি আর ঘরে ঢুকব না (রুমাল নাকে দিলেন)—এর মধ্যে থাকো কি করে?"

"সে তো বলেছি Sir, এখানে রান্না খাওয়া মাত্র। ভাগ্যে মাণিককে দিয়েছেন, না হলে—এত রুগী অন্যে সামলাতে পারত না। একটু লম্বা কিনা, ভেতরে পা মেলবার স্থান নেই, আড়কাটায় দড়ি টাঙিয়ে মাণিক পা রাখবার Sling (ঝোলনা) বানিয়েছে। অমন দশকর্মান্বিত কাজের লোক না পেলে সামলাতে পারতুম না।"

সাহেব হো হো করে হেসে বললেন—"না না, বাসা বদলে ফ্যালো—বাসা বদলে ফ্যালো—"

"মাপ করবেন—ছাপ্পান্ন plus allowance যা পাই এ দুর্দিনে ভাতে পকায় জোটানোই দায়। আপনি ও বিষয়ে ভাববেন না, আমাদের কষ্ট বলে কিছু নেই, বেশ চলে যাবে—অবশ্য মাণিক থাকলে। যা সব নিত্য দেখছি, আমরা তাদের তুলনায় বাদশা। কারো কুঁড়েতে এক মুঠো দানা নেই—"

"থাক্, ওটা এ ক্ষেত্রে সুসংবাদ হে। দানা থাকলে একটি রুগীকেও বাঁচাতে পারতে না। দেশে সাবুর সাক্ষাৎ তো নেই—ঐ দানা খেতো আর মরতো। কেবল জল দেবে, আর ভগবান জোটান তো কাগজিলেবু।"

বিনোদ (স্বগত)—লঙ্কার আম্রকানন যাঁদের দখলে পড়েছিল, তাঁদের কুলুলে মিলবে।—(প্রকাশ্যে) "যে আজ্ঞে। এখন বাঁশের ও nasty লাঠি গাছটি দয়া করে ফেলুন দিকি, বড় বেমানান—দৃষ্টিকটু লাগছে—"

"আরে ওরি সাহায্যে চলতে পারছি—"

বিনোদ ঘরের কোন্ থেকে একটি সুদৃশ্য ছড়ি বার করে আনলে।—"না Sir, এইটি নিন, ও ফেলে দিন—"

"বাঃ, এ যে grape stick, কোথায় পেলে? না, এ তোমার শখের জিনিস—তুমি রাখ।"

"ও একজন present করেছিল—ও নিয়ে আমি কি করব Sir, পড়েই থাকে, বড় জোর কুকুর তাড়ানো হয়। আপনার হাতে ও proper place পাবে—যোগ্য স্থানে থাকবে।"

"তবে দাও, তোমার ইচ্ছা হয়েছে,—" হাত ঘড়িটা দেখে—"ইস্ আর সময় নেই বিনোদ—চললুম!"

মাণিকের দিকে ফিরে বললেন—"খুব ভাল করে কাজ কোরো, সুনাম নিয়ে ফেরা চাই। আচ্ছা আজ আর নয়।"

বেরিয়ে পড়লেন। বিনোদ তাঁকে লাইন পার করে সেলাম করে বললে—"মাণিক আছে বলেই পেরে উঠছি Sir—"

"আমি জানি বলেই ওকে দিয়েছি। আচ্ছা যাও। গরম জলের কথাটা—"

"আজ্ঞে মনে আছে।" (স্বগত) "মনেই থাকবে। কিন্তু লোকটা তো মন্দ নয়—ও অলুক্ষুণে দুর্ভাবনাটা কোথা থেকে এসে আমাকে—দূর করো, এখনো কি গেছে!"

* * * *

বাসায় ফিরে বিনোদ বললে—"এদিকে কতদূর হে ?"

"আজ্ঞে সব ready; কিন্তু আপনি যে আমার length এর কথা কয়ে সব strength শুকিয়ে দিয়েছেন। বেঁটে রাধু-এসে না বাড়া ভাত খায়।"

"কথাটা বলেই বুঝেছিলুম—সেরে নিয়েছি—ভেব না। পাকা করে নিয়েছি।"

"বাঁচালেন Sir, বসে পড়ুন।"

বিনোদ খেতে বসলো।—বাঃ, তুমি যে রন্ধনেও অরুন্ধতি দেখছি, কি ঝোলই বানিয়েছ, যেন যশোরে শ্বশুরবাড়ি এসেছি! আঃ, ভাত পেটে প'ড়ে বাঁচলুম। কিন্তু বেশী খাওয়া হয়ে যায়, চালের মণ যে তেইশ টাকায় তাকাচ্ছে—"

"খাবার সময় ওসব ভাববেন না—হরি আছেন—"

"তা ঠিক, যখন ধর্মকে ধরে আছি, বিশেষ 'হরিকে'—ওঁর চেয়ে দয়া আর কোন দেবতার বেশী! তিনি দেখবেন বইকি।"

"থাক মশাই—"

"হ্যাঁ, ধর্মের কথা এখন কেন, বিপদের সময়েই ভাল, সে তো সঙ্গে সঙ্গেই আছে। এখন যে শুতে হবে মাণিক, এ load নিয়ে নড়তে পারব না—"

"দরকার কি, খাটিয়া পাতাই আছে—একধারে দেয়াল আছে, এক ধারে খোঁটা পুঁতে দিয়েছি, পাশ ফিরতে ভয় নেই, পড়বেন না।"

"এত সুখ সইলে হয় যে মাণিক!"

"কোনো চিন্তা নেই মশাই। এ বাসা ছাড়া হবে না, বড় লক্ষণযুক্ত,—কিন্তু রুগীদের যে একবারও—"

"হ্যাঁ, ধর্মের দিকে চাইতে হবে বই কি—তাই ভালো করে চোখ বুজে

নিচ্ছি। শরীরম্ আদ্যম্ কিনা ; শরীর রক্ষাও ধর্ম—"

বিনোদ হাত মুখ ধুয়ে শুয়ে পড়লো।

মাণিক বললে—"মাথা ঠিক না রাখলে শরীরকে চালাবে কে মশাই। এখন একটা..."

"মনে আছে মাণিক you mean Gold flake—কইয়ের ঝাঁক যে পেটে ঢুকেছে, ধোঁয়া ঢোকবার ফাঁক আছে কি? এপাশ ওপাশ করে সব চৌরোস করে নিচ্ছি হে—"

"তাইতো বলি আপনার কি ভুল হয়!"

"হয় হে হয়। সেকালের ভোজ ভীমেরা আঁচিয়েই নাকে কাটি দিয়ে তুটো হাঁচতেন, তার ধাক্কায় যে যার স্থানে গুঁড়ি মেরে বসে যেত, তার পর একটা কাঁটালও প্রবেশ পথ পেতো। কি সব মুষ্টিযোগই ছিল। সময়ে ভুলে যাই—"

"সেকালের ব্যবস্থা একালে না চালানই ভাল, ওকে ভুল বলে না মশাই, এখন গড়িয়ে চৌরোস করুন। বেলা আড়াইটে বাজে। রাত্রে তখন—"

"আর লোভ বাড়িওনা মাণিক! সাহেব বলছিলেন—বে করেছ, responsibility আছে।"

"সাহেব আবার কে—পল্টনের কর্তা?—o/c?"

"কি পাগল, আরে না হে, জান না,—সাবধান। ডিপার্টমেন্টের ডগায় বসলেই—তিনি হন সাহেব—তা তিনি যে রঙেরই হন আর যতই কালো হন। কিষণজি আজ বৃন্দাবনে থাকলে বড় সাহেব হতেন। সোলারহ্যাট হালকা হলে কি হয়, Crown এর চেয়ে ভারি—brown সাহেবের মাথায় থাকলেও মেজাজে মেরে রাখে। খবরদার 'বাবু' বলে ফেল না!"

"আজ্ঞে আর কি ভুলি! আচ্ছা, শুয়ে পড়ুন। আমার কাজ আছে—"

*   *   *

কাজ সারতে সারতো মাণিক ভাবছে—পিসি এলেন, কই আছ এলেন, কিন্তু কলেরার কথা যে কন না—ওদিকে পটাপট মরছে। চাকরি গেল দেখছি! এমন ভদ্রলোক পেয়েও (চমকে)—কেরে বাবা—পোশাক-লম্বা ছায়া যে—পাগড়িসুদ্ধ সাত ফুট্ লম্বা জোয়ান—

"ডাক্তার সাহেব হ্যায় ?"

"আবি বোলা দেতা হ্যায়" বলেই ঘরে ঢুকে—"এই যে উঠেছেন, আপনাকে কে খুঁজছে দেখুন—এক আকাশ-ফোঁড়া মূর্তি, আমার উপর এক হাত—"

"রুগী নয়তো ?"

"রোগের সাধ্য নেই তার ত্রিসিমানায় ঘেঁষে, Well dressed কিন্তু—"

"পুলিশ টুলিশ নয় তো হে, যুধিষ্ঠিরের ধর্মাস্ত্র নয় তো ? (চিন্তিত ভাবে) যেতে তো হবেই—(হ্যাট্‌টা মাথায় দিয়ে)—জয়মা মঙ্গল-চণ্ডী, চলো—"

বাইরে পা দিয়েই এক মুখ হাসি।" "এই যে মাস্টার ভাইয়া !—ইস্‌কোইতো Military punctuality বলে,—মরদ কি বাত্‌।" দর্জি সবিস্ময়ে বললে—"হুজুর ইস্‌মে রহ্‌তে হেঁ! দৌলতথানা ইয়েহি হ্যায় ? —তোবা—"

বিনোদ সহাস্যে—"আরে নেহি ভাইয়া, ইঁহা খানা-পিনা করনে আতে—"

"দেখকে হাম তো তাজ্জব হো গিয়া থা হুজুর। ইঠো 'কিচেন্' হায়, হুজুর্। লিজিয়ে আপকা হুকুম তামিল হো গিয়া।"

হাফ্‌প্যান্টের পুঁটলি বার করে দিলে।

"হাড় ভাঙা ঠাণ্ডা ভাই, বড়া আপ্যায়িত কিয়া। বড়া ভেইয়া ক্যায়সা হায় ?"

"আপ্‌কা দোয়াসে বাঁচগিয়া হুজুর—"

ডাক্তার একটু আড়ালে গিয়ে তার হাতে চারটি টাকা দিলেন।—"বড়া মেহেরবানী কিয়া। হামকো আবি ছুটনে হোগা, চতুর্দিকে ডামাডোল—"

"আচ্ছা—ডাক্তারসাব—সেলাম—"

"সেলাম ভাই—"

দর্জি চলে গেল।

"এই নাও মাণিক—তোমার গডরেজের লোহার সিন্দুক—এখন প্রবেশ পথ বানাও, অভিমন্যু যেন বেরিয়ে আসতে পারেন, অগস্ত্য গমন না হয়।"

"আজ্ঞে তাতো বুঝেছি। আপনি টাকা টাকা বলছেন কেন—সবি তো খুচরো কাগজ, ওরা যে একস্থানে জড় হয়ে তাল পাকাবে, তখন প্যান্ট যে তেজপাতার থলে হ'য়ে দাঁড়াবে—"

"ভেবনা ভেবনা। খাদি, পুঁটি মন্ত্রপুত হয়ে ঘরে এলেই অপ্সরী। ছাপ থাকলেই মাপ। কেষ্টচন্দ্রের সনন্দে কি কেষ্ট থাকতেন, তিনি মথুরায় মতিচুর মারতেন। কাগজেই কাজ চলে—"

"বাঁচলুম মশাই, ঐ পাঁচহাত লোকটা যেন পীলের ওষুধের মত এসেছিল, আমার পীলেটা শুকিয়ে দিয়ে গেছে, Spy-টাই নয় তো,—বুঝে ফেলেনি তো? দৌলতখানা বললে কেন?"

"ওরা ফুসের কুঁড়েকেও দৌলতখানা বলে। নবাবী ভাষা কিনা। এখনো ওটা ছাড়তে পারেনি......"

"তা না ছাড়ুক, আমাদের ছাড়লে যে বাঁচি."

বিনোদ ভরসা দিলে।—"আরে না না—ভয় নেই—ওরা সেপায়ের জাত, ছোটয় হাত দেয়না—মাথা নেয়, রাজ্য নেয়, তাও নিজের জন্যে নয়—খাঁটি পরার্থপর। যাক্, তুমি প্যাণ্টের সুড়ঙ্গ বানিয়ে ফেল,—ওদের আর ফেলবো কোথা?—দেশে বিদেশে আমাদের সর্বত্র শুভানুধ্যায়ী যে—"

"আজ্ঞে হ্যাঁ,—ও কাজ এখনি করে ফেলছি। আপনার কোনো কাজ

থাকেন্তো—"

"আছে বইকি, 'কাজের লোকদের কি মরবার ফুরসৎ আছে—বিনোদ চলে গেল। মানিক ভাবতে লাগল—আবার একটা কিছু না মাথায় করে আসেন। 'কই'—problem যুধিষ্ঠিরকে পাইয়েছে, এবার না একটা অনাসৃষ্টি আমদানী করে ফেরেন! সকালে কিন্তু রুগী দেখতে না গেলে এ চাকরি ফেলে পালাতে হবে—হাহাকার পড়ে গেছে। স্টেশনে দেখলুম দু'তিন জন লোক ডাক্তারকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, বাসার খোঁজ নিচ্ছে, এখন ওঁকে বললে সারারাত আর ঘুমুবেন না। ও খাটিয়ায় ছটফট করার জায়গাও নেই। যেমন ভীতু, তেমনি নার্ভাস্, একটা কাণ্ড ঘটিয়ে বসবেন।

মাণিক কাঁচি আর সূচ-সূতা নিয়ে সুন্দরের যাতায়াতের সুড়ঙ্গ বানাতে বসল।

কাজ শেষ করে মাণিক দাঁড়িয়ে আলিস্যি ভাঙছিল।

বিনোদ এসে পড়লো।—"কি হে, হয়ে গেছে নাকি? আমিও যে ঐ চিন্তা নিয়েই ছিলুম।"

"আপনার এক চিন্তা নয়, ঠোকাঠুকি হবে। ওটা আমার মাথায় ছেড়ে দিন।"

"আচ্ছা try, আমাদের জন্যে Free pas:age থাকলেই হ'ল, not for o hers—"

"সে ঠিক আছে মশাই। আমি এখন রাঁধতে যাই। ডাল-রুটি, আর মাছ-ঝাল দে—কি বলেন?"

"Grand—একদম মল্লিক বাড়ির menu—শরীরটেও হালকা বোধ হচ্ছে বেশ।"

"এখন তবে—"মাণিক চলে গেল।

বিনোদ খেতে খেতে বললে—"ডালটার তোফা গন্ধ ছেড়েছে হে। না না চাচ্ছি না, দিতে হবে না—রাত্রে আর বাক্সের দিকে যেও না—"

"তাই একটা কথা আজ দু'দিন থেকে ভাবছি—"

"মাথা থাকতে ভাবনা আমাদের যাবে না হে। বড়দের মাথা নেই—বেশ আছেন সব, হেডের কাজ হ্যাটেই চলে। হ্যাঁ, কি বলছিলে বলোদিকি—"

"বলছিলাম,—দেখছি আর ভাবছি, এখানে আপনার শোবার বড় অসুবিধে, খাটিয়াখানা ছেলেদের দোলা খাটাবার মতই কিনা—"

You mean short and shallow এই ভাবনা ? আর তোমার sliping এর ব্যবস্থা দেখে আমার শুধু ভাবনা নয়—দুর্ভাবনা যে। যুধিষ্ঠিরের শিন্নি রয়েছে সঙ্গে, প্রসাদ-লোভী ভক্ত ঢুকলে—ঘুমের ঘোরে চট্ করে উঠতে গিয়ে নিজের ফাঁদে নিজেই না ফেঁসে যাও। তখন তোমায় ছাড়াই, না ভক্তকে তাড়াই।"

"হালে হাঁটু ঠ্যাকে বলেই ওটা উঁচু দিকে পায়ের support মাত্র, দড়িটে শক্ত নয়—টান সইবে না, ভয় নেই। যাক্, বলছিলুম কি train খানা তো জখম্ হয়ে এখন invalid, 2nd. class এ তোফা কুশন পাতা—"

"ও:, 2nd class এ গিয়ে শোবার কথা ? ও নামটি মুখে এন না মাণিকলাল। ওতে বড় ঠকেছি। ওরা চুপটি মেরে থাকে, চললে—জেলের cell পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। গাড়িগুলো এখন সরকারের প্রাণ-নাড়ী, ভাঙা ফুটোর question নেই। টান পড়লেই চালা। রাতা-রাতি কোথায় পাড়ি মারবে বিশ্বাস নেই। বড় দাগা দিয়েছে—"

"সে আবার কবে ?"

"সে অনেক কথা। পিটিসন পকেটে করে বাঙালী চাকরির জন্যে যমের বাড়িও যায়। সবার মুখে শুনলুম—বিদেশে চণ্ডীর কৃপা অর্থাৎ চাকরির। যা করতে বাঙালী জন্মেছে। বর্মায় নাকি তার ছড়াছড়ি। তাড়াতাড়ি রেঙ্গুণে পাড়ি মারলুম। লেগেও গেল রেলের ডাক্তারী। ভাগ্য সঙ্গেই ছিল, সেখানে messএ স্থানাভাব, শোবার কষ্ট, দাঁড়িয়ে পাশ ফিরতে হয়। দেখতুম—সেখানেও একখানা Engine-শূন্য মুণ্ডকাটা গাড়ি, দেড় মাস Siding-এ ঠায় দাঁড়িয়ে আছে; নড়ে না। আর পায় কে ! কাকেও না বলে 1st classএ কুশনে গিয়ে গা ঢাললুম। উপবাসী নিদ্রা পোষাই ছিল, আড় হতেই কুম্ভকর্ণের সঙ্গে নিদ্রার Competition চট্ করে সুরু হয়ে গেল—"

—"তারপর ?"

"তারপর বামনের ভাগ্যে যা ঘটে। ঘুম ভাঙলে দেখি, লোকজন ছুটোছুটি করছে, সবাই ব্যস্ত—মস্ত Station ! কি ব্যাপার ! স্বপ্ন নাকি ? তাড়াতাড়ি উঠে ব্যাগখানা নিয়ে নামতেই একজন বর্মিজ্ টিকিট-কলেক্টর টিকিট চাইলে। টিকিট কোথায়—তায় আবার Ist Class এর ভাড়া এবং ইত্যাদিও চাই। পকেটে হাত দিয়ে দেখি হাতটা গলে' একদম হাঁটুতে ঠেকলো ! জিভটেও তেলোয় উঠলো—পকেট সুদ্ধু পাচার ! কাল যে মাইনে পেয়েছি। দিনে অন্ধকার দেখলুম। টেনে নিয়ে গেল S. M. এর (স্টেশন মাস্টারের) কাছে। তিনি নাম ধাম পেশা সব শুণে হ্রেসা রবে হো হো করে হেসে বললেন 'পাক্কা চোর।' তখন পুলিসে সোপর্দো।"

"বলেন কি ! একখানা টেলিগ্রাম—"

"দাম কোথা, তখন সব তো গয়াধামে হে !"

"সর্বনাশ, তারপর "

বিনোদ বললে—"তারপর আর শুনে কাজ নেই—সে এক মহাভারত, অন্য দিন শুনো ; এখন side এর নিরীহ Silent গাড়িতে আমাকে আর কুশনে শুতে বলো কি ?"

"না মশাই, কোনো অবস্থাতেই নয়।"

"মা তখন বেঁচে ছিলেন—ছেলের চিন্তা নিয়েই থাকতেন। জগতে ওই একজনই 'ছেলে সর্বস্ব' থাকেন। আমার কল্যাণ কামনায় কেঁদে কেঁদে তখন যেতে বসেছেন। চিঠি পেয়েও আমি অতটা খেয়াল করিনি। বাঙালীর চাকরির চেয়ে বড় দুনিয়ায় যে আর কিছু নেই। আছে কি ?"

"তা বোধ হয় নেই—"

"আবার বোধহয় লাগাও কেন ? মাস গেলেই হাতে হাতে ফল প্রাপ্তি, বাঁধা বরাদ্দ—"

"আজ্ঞে তা ঠিক"

"শুধু ঠিক নয়—সত্য কথা ; কিন্তু তার উপরও মায়ের চোখের জল আছে, সেই আপিসে সব ধুয়ে দেয়। মায়ের পত্র আপিসে এসে পড়েছিল—পেলুম। লিখেছেন—'চোখে ঝাপসা দেখছি বাবা, এলেও যে আর তোর মুখ দেখতে পাব না।' মনটা বিগড়েই ছিল, আপিস কর্তার সহানুভূতিও এগিয়ে এল। দয়া করে পরম আত্মীয়ের মত জিজ্ঞাসা করলেন—'সব ভালো তো ডাক্তার ?' অবস্থা শুনে বললেন—'ইস্ ছেলের তো যাওয়াই উচিত এবং আমারো উচিত তোমাকে ছুটি দিয়ে সাহায্য করা। এখন মার কাছে থাকাই ছেলের কাজ।' ইত্যাদি—তাঁর পরামর্শ ও উপদেশ পেয়ে আমি চাকরিতে রিজাইন করলুম। বাহবা পড়ে গেল। তিনি খুব খুশি হয়ে সার্টিফিকেট দিলেন। বললেন, 'তোমার উপকার করতে পেয়ে আমি ধন্য হলুম।' অর্থাৎ তাঁর বেকার সম্বন্ধীর উপায় হল। তিনি বাঁচলেন, আমিও মরে বাঁচলুম।"

"মরে বাঁচলুম মানে ?"

"বুঝলে না ? চাকরি-ছাড়া মানেই বাঙালীর মৃত্যু বরণ করা তো ! যাক্। মা সত্যিই আমাকে আর চোখে দেখতে পান নি। গায়ে হাত বুলিয়ে অনেক করে দেখেছিলেন, 'এই যে তোর সেই জড়ুলটি রয়েছে'। তাতেই তাঁর কি আনন্দ। সে মা আমার আর নেই মাণিক !"

বিনোদের চোখে জল এলো।

"তারপর মাস দুই ছিলেন। তাঁর শেষ কথা—'সদ্বংশের একটি বড় মেয়ে দেখে বিয়ে করিস, মা কালীর পাদপদ্মে থাকিস, তোর ভাল হবে—বড় হবি। কিন্তু গরীব দুঃখীদের যত্ন করে দেখিস বাবা—পয়সা নিসনি—

ঁকলা বড় নয়—"

"বলেছিলুম—পয়সা নেব না, তবে বড় হব কি করে মা? বললেন—'তাদের আশীর্বাদে রে। দীন দুঃখীর আশীর্বাদ অন্তর থেকে আসে যে, সেটা মুখের কথা নয়। সে নিষ্ফল হয় না বাবা। টাকা আপনি আসবে।'—তাই তো দেখছি মাণিক।"

মাণিক বললে—"বলতে ভুলেছি Sir, যুধিষ্ঠির যে অস্থির করলে, 2nd. Instalment (দুয়ের কিস্তি) পাঠিয়েছে—"

বিনোদ অন্যমনস্কভাবে—"যুধিষ্ঠির বেটাই মাথা খেলে দেখছি। মাথা ঘুলিয়ে মায়ের কথা ভুলিয়ে দিয়েছে।"

"সে তো গরীব দুঃখী নয়, তার ঘরের টাকাও নয়।"

"সত্যি মিথ্যে বুঝতে পারছি না, মনটা আজ ঠিকানায় নেই মাণিক, বড় সন্দেহে পড়েছি, মহাপাপ করেছি—আমার মায়ের কথা ভুলেছি। ক'দিনের মধ্যে গরীব দুঃখীদের খোঁজটাও একবার নেওয়া হয়নি—"

ডাক্তারের ভাবান্তর দেখে মাণিক আর কথা বাড়ালে না। নিজের কাজে চলে গেল। সে খুশিই হয়েছে,—এইবার যদি কাজে মন দেন।

ঘণ্টা দুই পরে বিনোদকে খেতে দিয়ে মাণিক বললে—"কিছু মনে করবেন না Sir, আমি আজ সপ্তাহ ধরে আপনাকে বার করবার জন্যে ছট্‌ফট্ করছিলুম। কাল সকালে যেমন করে হোক নিয়ে যেতুমই। কি জানি কখন কি ঘটে যাবে, তখন আর—"

বিনোদ আজ ও কথার উল্লেখ সইতে পারছিল না। সত্যের কামড় সাপের কামড়ের চেয়েও সাংঘাতিক।—"আচ্ছা থাক্" বলে উঠে পড়ল।

"ও কি, দুধটা যে—"

"থাক মাণিক, কলেরা রুগী দেখতে হবে। কাল সকালে কাজে লাগবে।

শীত আছে নষ্ট হবে না—”

“তবে একটা Gold Flake ধরিয়ে শুয়ে পড়ুন—ঘুমবার চেষ্টা করুন। এখন ভেবে কোনো ফল নেই—”

মাণিকলাল—instalment-পোরা প্যান্ট এঁটে, দড়ির দোলায় পা ঢুকিয়ে নাক ডাকালে।

“ইস্, এ ডাক শুনলে বাইরের চোর না ঘরে ঢুকে প্যাণ্টে কাঁচি চালায়। আচ্ছা আমার তো আজ ঘুম নেই।” বিনোদ আর একটা ধরালে। নিদ্রা এসে গেল।

সকালে ধড়মড় করে উঠে—“মাণিক ওঠো ওঠো, সর্বনাশ করলে। চা খেতে আর দিলে না। ওঠো—ওঠো হে!” দেখলে মাণিক নেই—মানুষ সুদ্ধু পাচার করলে নাকি? মাণিক ঠিক বলেছিল, এ তাদেরই কাজ। উপায়?

মাণিক ঘণ্টাখানেক আগে উঠে, সব ঠিক করে চা রুটি নিয়ে ডাকতে আসছিল।—“কি হয়েছে, ডাকছিলেন কেন? নিন সব তয়ের।”

“ওষুধ?”

“সব ready Sir—”

“আমি মরে ঘুমিয়েছিলুম হে।”

“ভালই হ’য়েছে। গরম জল আছে, কুলকুচোটা করে চা খান—”

“সে প্যাণ্টটা?”

“আজ্ঞে পরাই আছে Sir.”

“All right—ওষুধগুলো নিও।—গিয়ে কি যে দেখব মাণিক—”

“ভালই দেখবেন।—ওদের প্রাণ আমাদের মত পল্‌কা নয়।”

কথাটা আজ বিনোদের কানে বড় কটু লাগলো।

মাণিকলালও তার ভাবটা রেখে চুপ করলে—

"আচ্ছা এখন দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়া যাক্।"

পাড়ায় ঢুকে—"সবি যে ফুসের কুঁড়ে হে! আমাদের দৌলতখানাকেও যে হার মানিয়েছে! ওর মধ্যে তো সহজ মানুষই বাঁচে না—"

"আমরা তো বেঁচে আছি মশায়—"

"হ্যাঁ, সব ওই এক মায়ের পেটেরই বটে। তাই না তোমার 'ওদের ওদের' করা ভাল লাগছিল না।"

একটি মেয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে চোখ মুছছিল। এঁদের দেখেই ছুটে ভিতরে গিয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটি বৃদ্ধাকে নিয়ে বেরিয়ে এলো। বিনোদ এগিয়ে যেতেই বৃদ্ধা কাঁদতে কাঁদতে তার পায়ের কাছে বসে পড়লো।—

—"আমার শিউনাথকে বাঁচিয়ে দিন ডাক্তার সাহেব। আমার আর কেউ নেই, ঐ একটি মাত্র ছেলে।"

মাণিকলালই কথা কইলে—"কোনো ডর নেই মায়ি, লেড়কা আরাম হো যায়গা—ডাক্তার সাহেব এসেছেন।"

বৃদ্ধা তার পায়ের দিকে হাত বাড়াচ্ছে দেখে বিনোদ ধরে ফেলে বললে—

"ভেব না মা, রামজি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনিই তো শিউনাথকে আরাম করে দেবেন। চলো আমি তাকে দেখবো। এখন সে কেমন আছে, রাতে কেমন ছিল?"

"রাতে দু'তিনবার—পা গেল, পা গেল বলে কুঁকড়ে যাচ্ছিল, আর দণ্ডে দণ্ডে জল চেয়েছে। কিছুক্ষণ থেকে—'রামজি আয়া, রামজিকো বয়েঠনে দো'—বলতে বলতে চুপ করেছে বাবা—"

বিনোদ সন্তর্পণে ঘরে ঢুকে দেখলে—সুন্দর সরল যুবা। মুখ চোখ ঠিক আছে। ঘুমই বটে। ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসে বললে—"এখন কেউ কাছে যেও না, ডেকো না, ঘুমুতে দাও।—আমি—পাড়াটা ঘুরেই এখুনি আসছি।"

বৃদ্ধাকে সান্ত্বনা দিয়ে, মাণিকলালকে নিয়ে বিনোদ বেরিয়ে পড়ল। মাণিককে বললে—"দেখলে তো—age and health against him —মা দয়া করুন। ওষুধের ওপর দুধ্ দরদ না রেখে, পুকুর, খানা, ডোবা, কুয়া সব ব্লিচিং পাউডার ঢেলে disinfect—(নির্দোষ) করে ফ্যালো।"

"যে আজ্ঞে—"

(৮)

বিশ ত্রিশ ঘর রুগীদের দেখে, তাদের ব্যবস্থাদি করে বিনোদ যখন ফিরলো, তখন বেলা দশটা বেজে গেছে। শিউনাথ জল জল আর ছট্‌ফট্ করছে। বৃদ্ধা মা—রামজি রামজি করছে। বিনোদ কোট খুলে, কামিজের আস্তিন গুটিয়ে হাঁটু গেড়ে স্যালাইন্ দিতে বসে গেল।

* * * *

পাড়ায় সহসা সোরগোল। একখানা মোটর এসে ঢুকেছে। ছেলেমেয়েরা ছুটোছুটি করছে।

মাণিক বললে—"বোধ হয় বড় কেউ inspectionএ এসেছেন।"

বিনোদ বিরক্ত ভাবে বললে—"আসতে দাও, ওদিকে দেখবার দরকার নেই।—যা করছো করো।"

"ডাক্তার সাহেব—ডাক্তার সাহেব"—হাঁকতে হাঁকতে. একজন কুল্লা মাথায় পেটি-আঁটা আরদালি, অতিরিক্ত ব্যস্ত ভাবে এসে হাজির—"বড়া হুজুর আয়ে হেঁ—ডাক্তার সাহাব কো জলদি বোলাতে হেঁ," ইত্যাদি।

মাণিকলাল ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলে—"কি বলবেন—। কি বলবো ?"

"বলবে আবার কি, রুগী মেরে ফেলব নাকি! আসতে হয়—তিনি আসুন—"

পেয়াদার বিরাম নেই—ত্রাহি ত্রাহি ডাক।

বিনোদ দোরের সামনে পেয়াদাকে দেখে বললে—"চিল্লাও মত্ ভাই গফুর। যাকে কহো—ডাক্তার সাহাব কাম্‌মে হায়। মরিজকো ছোড়কে নেহি উঠ্ সেক্তে। জরুরি কুছ রহে তো আপ মেহেরবানী করকে আসেক্তে।"

আরদালি বললে—"হুজুরকা মেজাজ আপ জানতে হেঁ—বহুত বিগড় যায়েঙ্গে।"

শুনে বিনোদের মাথায় আগুণ ধরে গেল। বুঝতে পেরে মাণিক ভীত হয়ে বললে—"আপনি এখন কথা কবেন না, কাজ চলুক। যা বলবার আমি বলছি—"

আরদালিকে বললে—"যো কাম সুরু হো গিয়া—ছোড়কে কোই উঠনে নেহি সেক্তা ভাই। তুমি বললেই হুজুর সব্ সমঝ্ যায়েঙ্গে। পারো তো—হুজুরকে সঙ্গে করকে লাও ভেইয়া। তিনি স্বচক্ষে দেখকে যান। তোমার কথা—" ইত্যাদি।

গফুর মিঠে কড়া মূর্তিতে চলে গেল।

মিস্টার A হচ্ছেন ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান সাহেব। ওজনে আড়াই মোন। দর্শনে revolting—ডিস্ট্রিক্টের অন্যতম মালিক। তাঁর দাপটে সবাই সশঙ্ক। মেজাজ মিষ্টতাহীন। একান্ত অনিচ্ছায় Cholera infected area-য় পা বাড়িয়েছেন বা কলেরা ক্ষেত্রটা মোটর দিয়ে মাড়িয়েছেন। রুমালখানা নাকে চেপে গাড়িতেই বসে আছেন,—হুকুমে কাজ চলছে। আরদালির আওয়াজেই পাড়া মাৎ। হুজুরের হাতে

কতকগুলি কাগজ—ডাক্তারের বিপক্ষে দরখাস্ত। দরখাস্তকারীদের ডাক পড়েছে।—সকলেই পেটের ধান্দায় মজুরি করতে বেরিয়ে গেছে—তারা বাড়ি নেই, কেবল রাগ বাড়ছে। শেষ মহল্লার মোড়লের ডাক পড়েছে। আরদালি এসে নিজের অভ্যস্ত ভাষায় খবর দিলে—"ডাক্তার নেহি আসেকেঙ্গে, আপকো তলব কিয়া হুজুর।" অর্থাৎ আপনাকে যেতে হুকুম করেছে।

সপ্তম ছাড়িয়ে "কেয়া" বলেই দপ্ করে' জ্বলে উঠলেন।—"

"বেহুদা—নালায়েক" বলতে বলতে infected area-র কথা ভুলে, এক লাফে নেমে পড়লেন,—"হামকো তলব! চলো দেখতে হেঁ—"

দেখে শুনে মাণিক প্রমাদ গুণলে—সে ডাক্তারকে ঠাণ্ডা করছিল। —"ফাঁকা কথা বইতো নয়, দু'বার Boss ব'ললেই মামলা মিটে যাবে। ঠোকবো কেন Sir, লোকটা দুটো কথা কয়ে—আসলে হারিয়ে দিয়ে যাবে?" ইত্যাদি। বিনোদ বুঝলে, চেপে গেল।

Boss (কর্তা) তখন প্রায় সামনেই—৫।৭ গজের মধ্যেই চলে এসেছেন, দেখতেও পাচ্ছিলেন ডাক্তার কাজ করছেন।

"জলদি বাহার আও ডাক্তার, হামারা হুকুম—"

বিনোদ সে কথার উত্তর না দিয়ে, কেবল বললে—"পইলে সেলাম তো লিজিয়ে হুজুর, তকলিফ্ মত কিজিয়ে। হাম উঠনেসেই Case fatal হো যায়গা, Saline injection-কে বাত হামসে আপকো আচ্ছাই মালুম হায়। আপকে পাস হাম তো লেড়কাই হায়। আওর জেরা বাকী Sir"

লোকটি বোধ হয় স্বনামপ্রসিদ্ধ চেঙ্গেজখাঁর বে-ভেজাল রক্তের দাবী বজায় রাখতে চান। খাম্বাজী গলায় বললেন—কুছ দরকার নেহি—চলে আও, মরণে দেও—"

শিউনাথের মা দাঁড়িয়ে কাঁদছিল—কাঁপছিল। সুমধুর 'মরণে দেও' শুনেই পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল। মেয়েটি চিৎকার করে কেঁদে উঠলো।

চেয়ারম্যান সাহেব বিরক্তস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—"বুড়িয়া কোন্ হায়? আফৎ হিঁয়া কেঁও—নিকাল দেও—"

কে একজন পরিষ্কার কামিজপরা লোক, ছুটে জল এনে বৃদ্ধার মুখে চোখে দিতে দিতে বললে "রুগীর মা, ওই তার একমাত্র ছেলে। o/c-র (পল্টনের সাহেবের) personal Servant (খাস চাকর)—তিনি আমাকে খবর নিতে পাঠিয়েছেন। শুনে চেয়ারম্যান চম্‌কে—"কেয়া Commanding সাহেবকা কেয়া?"—"Personal servant,—হাম্‌কো খবর দেনেসে সাহাব খুদ্‌ভি আসেক্কে। ইস্ লেড়কেকো বহুত চাহতে হেঁ। ডাক্তার সাহাবকো ভি বোলায়ে হেঁ—"

শুনে—সহসা সেই ভীমরুলের চাকের প্রতি রন্ধ্রে, অভাবনীয় হাসি ফুটে উঠলো। হাস্‌তে হাস্‌তে চেয়ারম্যান সাহেব বললেন—'দেখলে তো আমার inspection কিরূপ কড়া। আমি এই ভাবেই পরীক্ষা করে' আমার সেরেস্তার staff এর লোক যাচাই করি! আমিই বিনোদকে বাছাই করে এ কাজে পাঠিয়েছি। ওর কাজ আমি জানি—প্রাণ দিয়ে কাজ করে—ফাঁকি দেয়না। ও যদি এই ইন্‌জেকসন্ ছেড়ে উঠে আসতো, ওর চাকরি থাকত না—কালই অন্য ডাক্তার পাঠাতুম। হাম কিসিকা খাতির নেহি রাখতে। জান সবকা এক হায়, কেয়া গরীব কেয়া রহিম। হামারা যাঁচ বড়া কড়া হায় ইত্যাদি বলে'—হো হো করে' হাসলেন।

কামিজপরা লোকটি বললে—"সচ্চা হাকিমের কাজই এই। কড়া না হলে এত বড় এলাকা কেউ এমন সুষ্ঠুভাবে সামলাতে পারে না। তাঁরা যে কি মতলবে কোন্ কথা কন, সাধারণ লোকের সাধ্য কি যে বোঝে।

বুঝতে বহুদিন যায়। আপনাদের তাঁবেদারিতে থেকে থেকে এখন কিছু কিছু বুঝতে পারি।

শুনে হুজুর বেজায় খুশি হলেন, বললেন "তুম্ ঠিক সমঝ্ লিয়া। বুড়িয়া মাইকো সমঝা দেনা ভেইয়া।"

পরে ডাক্তারের প্রতি প্রসন্ন কণ্ঠে—"তোমার একনিষ্ঠ কাজে আমি বড় খুশি হয়েছি—I am very much satisfied with your work Doctor—Remember duty first and duty last. Rest assured you will have its return soon on first opportunity—"

ডাক্তার একমনে কাজ করে' যাচ্ছিলেন, মুখ না তুলেই বললেন—"মাণিক, চেয়ারম্যান সাহেব বহুক্ষণ বিষদুষ্ট areaর মধ্যে রয়েছেন—অভ্যস্ত নন। —বলে দাও আর বেশীক্ষণ না দাঁড়ান—কাজের জন্যে না ভাবেন। অতিরিক্ত ভাবাটা ওঁর নেচার—"

হুজুরের কাণে সব কথাই পেঁচছিল। সচকিত ও চঞ্চল হয়ে উঠলেন। —"হ্যাঁ আমারও অনেক কাজ আছে,—বিনোদ যখন রয়েছে, আমি নিশ্চিন্ত।

ফিরে গিয়ে—"মোটার" বলে হাঁক দিতেই,—সামনে ভূমি স্পর্শ করে করজোড়ে যুধিষ্ঠীর হাজির।

"কোন্ হ্যে, কেয়া চাহতে ?"

আরদালি বললে—"মহল্লাকে সরদার হুজুর।"

চেয়ারম্যান যুধিষ্ঠীরকে জিগেস করলেন—"মহল্লাকে খবর কেয়া হায়, কেয়সা হায় ?"

—আপকে ত্নয়াসে বিমারি রোজ সট্ রহা হায় হুজুর। ডাক্তার সাহাব দিনরাত ঘুম রহে হেঁ। দাওয়াই, মিছরি সাবু, সবকো মিল রহা হায়—"

চেয়ারম্যান আশ্চর্য হয়ে—"মিছরি সাবু ?"

যুধিষ্ঠীর সবিনয়ে বললে—"হাঁ হুজুর। সব বড়া গরীব হায় মালিক। বাজার সে মিলনা ভি মুস্কিল হায়। কাঁহা কাঁহা সে মাংওয়া রহে হেঁ। ডাক্তার সাহাবকা হুকুম—মিলনাই চাহিয়ে। সব কোই খুশি হায় হুজুর। লেকেন এক বাতসে হাম লোক বড়া শোচমে পড়ে হেঁ। আপ মেহেরবানী করকে ডাক্তার সাহাবকো নাহানে খানে হুকুম দিজিয়ে। আপনা তরফ্ উনকা বিলকুল খেয়াল নেহি হুজুর। কহতে কহতে হাম সব থক্ গয়ে। ডাক্তার খুদ আচ্ছা রহে তব না সব ঠিক রহে মালিক।"

চেয়ারম্যান বলে উঠলেন—"জরুর, জরুর, বহুত ঠিক বাত। হাম উনকা কহকে যাতে হেঁ। তুম উনকো মিছরি আওর সাবুকো বিল্ (Bill) দেনে কহনা—"

ডাক্তারের প্রতি...Take Care of yourself Doctor—I mean your health, I am very much pleased. Now good day Doctor, dont forget to see the o/c নিজের স্বাস্থ্যের দিকে নজর রেখে কাজ কোরো, পল্টনের o/cর সঙ্গে দেখা করতে ভুলনা।"

হুজুর মোটর হাঁকিয়ে লম্বা দিলেন। সঙ্গে আরদালি, তার হাতে এক কুড়ি কই মাছ।

সকলের যেন স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল। বৃদ্ধা উঠে বসেছে। হুজুরের কথার মধ্যে যে ভাল উদ্দেশ্য ছিল, সেটা বুঝিয়ে দিয়ে তাকে শান্ত করা হয়েছে।

অজামিলের 'নারায়ণে'র মত o/cর উল্লেখটি বিনোদের ভাগ্যে অভাবনীয় স্বর্গসৃষ্টি করেছিল।

মাণিকলাল বললে—"গত কয়দিন এই দুগ্রহের দুর্ভাবনাই আমাকে দিনরাত পেয়ে বসেছিল স্যার। আপনাকে বলতে পারছিলুম না। নিজে

কিন্তু একদণ্ড স্থির ছিলুমনা।"

ইনজেকসন্ শেষ হয়েছিল। বিনোদ বললে—"মানুষে কি কিছু করে হে! শুনলে তো আমাদের সত্যরাজ যুধিষ্ঠিরের কথা? কোথা থেকে এত সত্য জোগালো তা ভেবে পাই না! সে গেলো কোথায়?"

"সে সাফাই সাক্ষী সেরে, বোধকরি স্টেশনে মাল খালাস করতে গেছে।"

বিনোদ হেসে বললে—"কতো পুণ্য থাকলে এ সব মহাপুরুষদের দেখা পাওয়া যায়। মহাভারতে আর কথকদের মুখেই যুধিষ্ঠিরের পরিচয় পেতুম, আজ তিনি যেন সশরীরে দর্শন দিলেন। সত্যগুলো শুনলে তো? তা না হলে কেষ্টোর মতো ঘুঘু ছেলেকে বশ করতে পারতেম কি! এও মিঞা সাহেবকে একদম লাড্ডু বানিয়ে দিয়েছে। বেটা সাবু-মিছরি পেলে কোথা?—এখন বিল (bill) বানাও,—দেখছি সত্যের বান্ ডেকেছে, কতদুর ভাসিয়ে নেযাবে জানি না।"

মাণিকও হাসলে। বললে—"ক'টা মাস ভালয় ভালয় কাটলে বাঁচি। ধর্মপুত্রকে মহাপ্রস্থানের দিকে না টানে।"

বিনোদ বললে—"আসল কাজ করেছেন কিন্তু সেই কামিজ পরা লোকটি। বন্ধুটি কে বলো দেখি?"

"আজ্ঞে তাঁর কথাই ভাবছিলুম। এ দুর্যোগ কাটাবার ব্রহ্মাস্ত্র—ওই ‹/ওর নামটি, তাঁর মুখ থেকেই বেরিয়েছিল।—একেবারে যেন জোঁকের মুখে নুন দিলে।"

"সেটা আমি খুব লক্ষ্য করেছিলুম মাণিক। ক্রুদ্ধ বিষধরের বিষাক্ত চক্ষু একদম যেন ফ্যাকাসে মেরে গেল।—'সায়নাইডেও' সময় নেয় হে, কিন্তু পাকা পেশাদার পাপী কেমন সামলালে দেখেছ? আচ্ছা থাক এখন। সে লোকটি কোথায়?"

"তিনি কি বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারেন মশাই। তিনি যে o/ওর কেরাণী, শিউনাথের খবর নিতে এসেছিলেন। তাঁকে বলে দিয়েছি,—অবস্থা এখন আর তেমন hopeless নয়। আর আপনি বৈকাল পাঁচটার সময় যাবেন, কারণ—স্নান করে,' কাপড় বদলে disinfected না হয়ে যাবেন না,—তাও বলে দিয়েছি।"

"Thank you, ঠিক করেছ। কিন্তু তিনি আবার ডাকলেন কেন?"

"বোধকরি আপনার মুখে সব শুনতে চান। শিউনাথকে খুব ভালবাসেন শুনেছি—"

"তাই হবে। হ্যাঁ—কেমন বুঝছো শিউনাথের অবস্থা?"

"ভাববেন না, ভালই মনে হচ্ছে তো।"

"যা তাই করে দিন। আমার মাথা ঘুলিয়ে রয়েছে।"

দর্শনীয় চেহারা চলে' যাওয়ায়, দেখবার বস্তু আর কিছু ছিল না,—ছেলেদের ভিড়ও ছিল না। বৃদ্ধাকে সান্ত্বনা দিয়ে আর মেয়েটিকে সব বুঝিয়ে দিয়ে—বিনোদ বললে—"চলো মাণিক, বেলা অনেক হয়েছে।"

উভয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

"সবই দেখছি মায়ের বিচিত্র খেলা হে মাণিক। যত ভাবছি—বৈরাগ্যই বাড়ছে" বলে, বিনোদ অন্যমনস্ক হোলো।

মাণিক বললে—"শুনেছি শ্মশান পার হলে ওটা খসান্ দেয় Sir,—থাকে না। Instalment গুলো আগে এসে থাক মশাই। দেখেন নি—নতুন চাকরে একটা বড় লাফ মেরে মনিবের বাহবা পেলে, তাকে ভবিষ্যতের কথা ভুলিয়ে দেয়—একদিন hopeless foole শুনতে হয়। তখন বৈরাগ্যের পা

আছে—তাড়াতাড়ির কি দরকার।"

বিনোদ বললে—"সব জিনিসেরি ছুপিঠ থাকে কি না, তাইতেই ঘুলিয়ে দেয় হে। কেবল একজনেরি ছুপিঠ নেই, just like বিলিয়ার্ড ball—ফুঁপিনেই, ধরতে গেলেই ফস্‌কে যায়। তাই তাঁর নাম 'অধর'। আচ্ছা থাক্।

বাসায় পৌঁছে গেলেন।

—"তা যাই বলি আর যাই বলো মাণিকলাল, নিজের বাসার চেয়ে আরামের কিছু নেই—তা সে ফুসের চালাই হোক, আর খাপরার ছপ্পরই হোক, সেটা স্বাধীকারের স্বাদ রাখে। এ যেন স্বর্গে এলুম। এইবার একটা গোল্ড-ফ্লেক্ ধরাই—কি বলো ?"

"আজ্ঞে নিশ্চয়ই। নিজের এলাকা ছাড়া ওর খাঁটি আস্বাদ কারো অট্টালিকার ইজিচেয়ারে বসে' মেলে না।"

"Very true—লাখ কথার এক কথা বলেছ মাণিক।" পরে স্নানাহার সেরে—"একটু শুই বড় ক্লান্ত হয়েছি"—বলে' খাটিয়া নিলেন।

ডাক্তার ব্যস্তভাবে উঠে—"ইস্—করলে কি মাণিক—ডাকতে হয়—চারটে বেজে গেছে যে। যাবার কথা পাঁচটায় না? ওদের engagement আর inprisonment এক কথাই। দুটোতেই বন্ধ থাকতে হয় যে—"

"আজ্ঞে তা হয় বই কি মশাই—"

"তুমি তো বেশ কলায়ের-দাল-মাখা বুলি ফস্ করে' বললে। এ তো শ্বশুরবাড়ি যাওয়া নয় যে একটা পাঞ্জাবী চড়ালেই আর কোঁচা ছড়ালেই কার্তিক! এ যে বড় কঠিন ঠাঁই। একটি বই কোট নেই যে। তুমি আবার 'disinfect' শুনিয়ে বেড়া নেড়ে দিয়ে এসেছ। ডাক্তারদের নিজের বেলা ও কথার মানে—'ঝেড়ে পরা।'—ও কথা যে অন্যের জন্যে—"

"আপনাদের সঙ্গে এতদিন রয়েছি, সেটা আমি জানি মশাই। কোটটা তাই রোদ্দুরে দিয়ে সুদ্ধ করে রেখেছি। এখন একবার বুরুস্টা ঘোষে দি। হবে না?"

'খুব হবে, বেশ হবে, অতিরিক্তও হবে। রোদ্দু'র যে সুদ্ধুর প্রধান বস্তু—পঞ্চগব্যের ওপর। আজকাল সাগর পারেও সার্টিফিকেট্ পেয়েছে। সেখানকার মেয়ে মদ্দে যদ্দু'র পারেন সর্বাঙ্গে নিত্য রোদ্দু'র লাগাচ্ছেন। ভারি পবিত্র হে। আমাদের রৌদ্রপক্ক চাষী মজুরদের দেখনি, সারাদিন রোদে থেকে কি চেহারাই বানিয়েছে—স্বাস্থ্যের আস্ত নমুনো। যাক্, কিন্তু হাপ্ প্যাণ্টটা যে পরেই আছি—"

"ভুলে যান কেনো—আপনার instalment রক্ষী Security pantটা যে fast করছে, এখনো অঙ্গে ওঠেনি !"

"তাই নাকি ! আমায় বাঁচালে—দাও দাও ওটা বদলে ফেলি। উঃ—এদিকে যে সাড়ে চারটে হয় !"

"এই নিন না—পরে ফেলুন—পরে ফেলুন। আমি কোটটায় ব্রাস্ বুলিয়ে আনি।"

বিনোদ তয়ের হয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে ভাবছিল—মাণিক না থাকলে আমার অস্তিত্বই নেই, কোথায় গেল ? মুখে দুর্গা নাম তখন ঘন ঘন চলছে।—তাইতো o/c আবার ডাকলে কেন ?

কোট হাতে মাণিক হাজির—"নিন, পরে' ফেলুন দিকি······এইতো, আবার কি চাই ? ডাক্তার খাস্তগিরের মত দেখাচ্ছে। হ্যাঁ—'ষ্টেথিসকোপ্‌টা' নিতে ভুলবেন না।"

"ও আবার কেন ? আমি তো রুগী দেখতে যাচ্ছি না।"

"তা কি বলা যায় মশাই। ওটা আপনার 'আপ্তসার'—এইস্ত্রীর চিহ্ন। o/c খুশিই হবেন। দেখবেন—রোগ বেরিয়ে পড়বে।"

"বলো কি মাণিক ? তুমি যে ভাবালে। ওদের আবার রোগ আছে নাকি ? বলছো—দাও।—"

ষ্টেথিসকোপ্‌টা নিয়ে পকেটে পুরলেন।—"তুমি যাবে না !"

"না—তিনি আপনাকেই ডেকেছেন। ওদের মাপা কাজ—মাপা কথা—বাড়তি কিছু পাবেন না। আমার না যাওয়াই উচিত।"

বিনোদ (চিন্তিতভাবে)—"তাই তো। তবে একাই দুর্গা বলি, কি বলো।—মা দুর্গতিনাশিনী—"

বেরিয়ে পড়লো।

মাণিকলাল ভাবছিল—দাড়িটে কিন্তু চেঁছে নিলেই ভালো হ'ত—আর

বললুম না। একে চঞ্চল মানুষ, সর্বদাই অন্যমনস্ক, তায় ভোঁতা blade—রক্তারক্তি করে বসতেন। মাঝে মাঝে বৈরাগ্যের বাধাও আছে। খাসা লোক কিন্তু।—

—যাক, ভেবে আর কি করবো।—এদিকে এসে পর্য্যন্ত বাড়ির খবরও পাইনি। না পাওয়াই ভালো। খুদিটা কেমন আছে কে জানে! দেখতে দেখতে তো বেড়েই উঠছে। 'সারদা' সাহেব বিয়ের বয়স বাড়িয়ে বন্ধুর কাজ করেছেন, তাই রক্ষা।—

—যাদের হতভাগ্য বাপেরা বিদেশে অল্প বেতনে চণ্ডীর কৃপা পেয়েছে, তাদের ছেলেদের জন্যে দুর্ভাবনা নেই—রাখাও মিছে। সান্ত্বনার মধ্যে—যেমন অদৃষ্ট নিয়ে এসেছে তেমনি হবে। তার একটি অক্ষর ঘোচাবার সাধ্য কারো নেই। বঙ্কিমবাবুদের সংসারে মা বলতেন—ওকে তোমরা বোকোনা, পীড়ন কোরনা। ও ডিপুটি না হয় নাই হোলো, মুন্সেফ হবে। আমরা বলি—সাইকেল মেরামত করবে, না হয় বিচুলি বেচবে। অদৃষ্টে থাকে তো শেষে বিনি-পয়সায় জীবন-বীমার এজেণ্ট হতেও পারে। মিছে ভেবে মরি কেন!—

—আমাদের দৃষ্টি আর কতটুকু—পালম শাকের ক্ষেতে ছাগল ঢুকলো কিনা—পর্যন্ত। বাড়ের কিছুতো দেখি না। বাড়ের মধ্যে ঘুঁতে ছেলেটার মাসে দুবার টনসিল বাড়ে, আর খুড়ো মশায়ের বেড়াটা বেড়ে এগিয়ে আসে। ঘুঁতের মা কিন্তু যখন তখন শোনান—"চাল বাড়ন্ত"। শুনে খুসি হই, বলি—"হরির দয়া।" তখুনি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শোনান—"না আনলে যে চলবে না।" ভাবি—সে আবার কি রকম বাড়ন্ত! শেষ রঘু মুদী 'বাড়ন্তর' মানে বুঝিয়ে দেয়!—

—ভোমলাটাকে কাছে রেখে পড়াতে পারলে বোধ হয় কিছু হোতো, সে আমার দুঃখু বোঝে। দেড় বছরে 'প' বর্গে পৌঁচেছে, নতুন বই কিনতে

বড় হয়না, বা দেয়না—যথা লাভ। নিজে তো দেখতে পারব না—মাস্টার রাখতে হোতো, মাসে মাসে ছ'টাকা জলে যেত'।—

—ডাক্তারবাবু আমার পাকা লোক, সব বোঝেন। তাঁকেই সব কথা বলি, পরামর্শও চাই। বললুম—ছেলেটার মাথা আছে—যা একবার শোনে ভোলে না। কার কাছে 'সমীচীন' কথাটা শুনেছিল। আমাকে জিজ্ঞাসা করলে 'সমীচীন' কি বাবা?—ভাগ্যিস বানানটা জিজ্ঞাসা করেনি! বললুম—ওই যেমন 'মেডিসিন, সাড়ে তিন'—অমন ঢের আছে রে, ও এখন নয়—এরপর শিখিস।—তাই মাস্টারের কথা ভাবছি মশাই।—

—শুনে বলেছিলেন—অবস্থা বুঝেই সব। মাথা খারাপ কোরো না। ও সব ফালতু আয়ের কাজ—আমাদের জন্যে নয়। যুধিষ্ঠিরেরও হেঁটে মহাপ্রস্থান আছে। এর মধ্যেই ছেলের জন্যে মাস্টার কি! তার চেয়ে ভগবতীর সেবা ভাল—দুধও পাবে, ঘুঁটেও পাবে। ভাগ্যে বেশী পেলে—রোজগেরে ছেলের কাজ দেবে। টাকায় এখন দুসের দুধ দাঁড়িয়েছে। মনে করনা—যুদ্ধ শেষে আবার দশ সেরে উঠবে! টেক্সো একবার বাড়লে কমতে শুনেছ কি? দুধও তখন পো হিসেবে দয়া দেখাবেন। তার সঙ্গে বড় লোকের দয়া মিশে তাকেই কায়েমি-পাট্টা দেবে। একটু ভেবে দেখো। ইত্যাদি—

ডাক্তারবাবু খাঁটি কথা কন। মাথায় কিন্তু দুনিয়া ঘোরে। সকল বিষয়ই ভাবা আছে। বলেন—ওটা নিম্ন মধ্যবিত্তের বিত্তশূন্য চিত্তপ্রসাদ, অর্থাৎ দায়িত্ব হে। আমরা না ভাবলে ভাববে কে?"

—ইস্—ঘণ্টা উতরে গেল'—ফেরেন না যে! দেখব নাকি? খাসা মানুষ, সুখে দুঃখে সব সময়েই রহস্যপ্রিয়। মনটি বড় সাদা। তাই ওঁর জন্যে এত ভাবি, দুদণ্ড না দেখলে থাকতে পারি না, অনেকের কাছেই

তো কাজ করলুম—এমন মানুষ একটিও মেলেনি। ইনি কেবল একটি বিষয়ে কিছু কাহিল। অল্প বয়স, নতুন বিবাহ—ওটা বোধ হয় সকলেরি হয়, পরে ভুলে যাই। এখন তো আর কনে-বউ আসেন না—গৃহিনীই হয়ে আসেন, তাঁদের গিন্নীদের মত শ্রদ্ধায় রাখতে হয়। চিঠি আসে যেন Editorial-Leader—'নতুন চালের' মত সইতে সময় নেয়। প্রায়ই অমিত্রাক্ষর ছন্দে গাঁথা। ক্রমে আমাদেরি মত পয়ারে দাঁড়াবে—এখন যেমন আমরা পাই—"শ্রীচরণেষু, সাবধানে থেকো, খ্যাঁসারির দালটা খেওনা। খুকিটের বোধ হয় দাঁত উঠছে, তাই পেটটা ভালো নয়। ভাববার দরকার নেই। একরাশ গোবোর মেখে ফেলেছি—ঘুঁটে ফুরিয়েছে। আজ আর নয়, আমার প্রণাম লও। ইতি সেবিকা।"—মোচোড়খেগো গেঁটে ভাষা নয়। অভিধান ঘাঁটিতে হয় না—পদে পদে উদ্ধৃত কবিতার উপদ্রব নেই।

—নাঃ, অনেক দেরী হল যে,—দেখতে হয়েছে। মাণিক উঠে পড়লো।

—এত দেরী হবার তো কথা নয়! তালাটা আবার কোথায় রাখলুম—এই যে—।

"আর তালা লাগাতে হবে না হে—এসে গেছি" বলতে বলতে বিনোদের প্রবেশ।

মাণিক চমকে উঠে—"বাঁচলুম মশাই—আমি যাচ্ছিলুম। সাহেবদের এতো ফালতু সময় থাকে জানতুম না। বরং আমাদের বদ্ হাওয়া যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলতেই তাঁদের দেখি। তাঁরা yes or no বলতেই বলে' দেন কিনা। সত্যবাদীদের বলতে শুনেছি—তিরিশ বছর দেহের সব রক্তটুকু দিয়ে হুজুরদের চাকরি করলুম, কখনো বাড়ীর অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করতে শুনলুম না, যেন রাস্তার কুলি-মজুর ছিলুম!—দেরি হচ্ছে দেখে তাই দুর্ভাবনায় পড়েছিলুম। বাক্—সংবাদ সব ভাল তো

মশাই ?”

বিনোদ হাসিমুখে বললে—“সব বলছি—বলার জন্য আমারই পেট ফুলছে। আগে একটা Cape of Good Hope ধরাই—I mean your Gold Flake—”

“বসুন—এই নিন না।”

বিনোদ সিগারেট ধরিয়ে সুরু করলে—“বুঝলে মাণিক, একেবারে ফ্রন্টিয়ারে গিয়ে পড়েছিলুম হে—সেখানে রক্তের কারবার। আমার দেহে কিন্তু এক ফোঁটাও ছিল না—থোড় মেরে গিয়েছিলুম, Military Call আমার দেহের কল বিগড়ে দিয়েছিল। দেখি—আমাদের সেই কামিজপরা Saviour (রক্ষাকর্তা) বারান্দায় ঘুরছেন।—আমাকে দেখেই—‘আসুন —আসুন। সাহেব দু’বার খোঁজ করেছেন।”

“শুনে প্রাণটা শিউরে গেল।

‘এতো খোঁজ কেন, ব্যাপারটা কি, একটু বলে দাও ভাই।’

“কামিজপরা ক্লার্ক কিশোরী হাসিমুখে বললে—‘ভাবেন না, ব্যাপার কিছুই নয়। জানেনই তো বড় লোকদের কাণ্ড—সবই প্রকাণ্ড। সাহেব তায় খাস আমেরিকান—মর্তের দৌলতাবাদের লোক। লাইম্ যুস্ ঢেলে দু’ডিস মাংস খেয়েছিলেন। রাতে গলা খুস্ খুস্ করে থাকবে, দু’বার ক্যাম্প কাঁপিয়ে কেসেও ছিলেন। সেই দুর্ভাবনায় মন-মরা হোয়ে বোসে আছেন। বন্ধুদের কাছে ওঁদের শোনা ধারণা পাকা করা আছে। ইণ্ডিয়ার সব কিছুই বিষাক্ত।—একবার একটা কাঠ পিঁপড়ে কামড়ায়, তাতে রক্ত পরীক্ষা পর্যন্ত বাদ যায় নি! এ আমার দেখা। ওরা নিজের দেশের বাঘের কামড় সয়, ইণ্ডিয়ার একটা মশা কামড়ালে ডাক্তারের ডাক পড়ে,—ভিয়েনাতেও ছোটে।—গুরুভক্তির পরিচয়। —না—আর নয়, আমি খবরটা দি।’ এই বলে কিশোরী খবর দিতে

চলে গেলেন। "শুনে বাঁচলুম, পকেটে হাত দিয়ে দেখলুম যন্তরটা আছে। ভাগ্যো দিয়েছিলে মাণিক! এ যন্তর আমার হাতধরা, কখনও ভুল হয়নি। —আনন্দে—কামানো গোঁফেই তা দিয়ে ফেললুম!—

"কিশোরী বেরিয়ে এসে ডাক দিলে—'আসুন ডাক্তার সাহেব।' আমি কোটটা টেনে—তার কোঁচমেরে, যতটা পারি সোজা হয়ে, গট্‌গট্ করে হাজির হয়েই—রগে চারটে আঙুল চিৎ করে ঠেকিয়ে, সাহেবকে সামরিক সেলাম করলুম।

o/c খুশি হয়ে, চেয়ার দেখিয়ে বসতে ইঙ্গিত করলেন। বিনীতভাবে বললুম—ক্ষমা করবেন, আমাদের সেটা নিয়ম নয় Sir, আগে আপনার আদেশ শুনি—আজ্ঞা করুন।'

"সাহেব খুশির হাসি হেসে, নিজের কাসির কথা কইলেন ও চিন্তিতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—'এখানে X' Ray-র ব্যবস্থা আছে কি?'

"শুনে আমি অবাক! বললুম—'X' Ray কেন, কি হবে Sir! Chest বা lungs-এ কিছু হলে তার sound-এই defect ধরা পড়ে। পরে অন্য ব্যবস্থা। আপনি ভাববেন না—your humble Doctor is an expert in detection by Sound—আমি ও সম্বন্ধে অভিজ্ঞ—'

"জিগেস করলেন আপনার সঙ্গে কোন যন্ত্রাদি আছে?"—নিশ্চয়ই আছে Sir—I believe you mean Stethoscope. It is an inseparable appendage of our body Sir,—সেটা আমাদের অঙ্গের অংশ বিশেষ,' বলেই সেটা বার করে ফেললুম।—'very good, come in please'—বলেই উঠে—পাশের একটা পর্দাফেলা ঘরে ঢুকে পড়লেন,—সঙ্গে আমি। গায়ের কাপড় (পোষাক) খুলতেই যেন আকাশ থেকে শিবের দক্ষযজ্ঞ বিনাশন বীরভদ্র উপস্থিত। কি বিরাট মূর্তি, যেন marble rock—কোঁদা কাঠামো। ভাবলুম—এ বুকের Sound—hound-এর

ভাকই শোনাবে। বললেন—'am ready Doctor—আমি প্রস্তুত' —আমিও অপ্রস্তুত ছিলুম না। পরীক্ষা আরম্ভ করে দিলুম।

"প্রভুর কাঠাপ্রমাণ বুক—এ পিঠ ও পিঠ চষে' ফেললুম। কোথাও ভালমন্দ কোনো সাড়াই পাইনা। Not even natural Sound—ব্যাপার কি! দেহটি মেদমাংসের মৈনাক, শব্দভেদী যন্ত্র মূক মেরে গেল নাকি? সামনে সাক্ষাৎ ভীম, আমার অঙ্গ ক্রমে হিম। কেবলি তাঁর বুকে পিঠে থাবলাচ্ছি কিছুই পাচ্ছিনা! বিরক্ত হবেন যে! তখন দুর্গা নাম আপনি এলো। সাহসে ভর করে' বললুম—'আপনি আমাকে বুক পরীক্ষা করতে ডেকেছেন কেন?'"

"o/c বললেন—'Why—What do you mean? তুমি কি বলতে চাও?'—বললুম—'you have got a chest, as best as rock! No defect anywhere—কোথাও কোনো খুঁৎ নেই, ওটা আপনার সাধারণ সহজ কাসি—Simply Superficial,—আহারের সঙ্গে কোন টক জিনিস ব্যবহার করেছিলেন কি?'

"বললেন—'yes Doctor, you have guessed aright. Now I remember I took about quarter of a pint of Lime-juice with my evening meal, ঠিকই ধরেছ। আমি খানিকটে লেবুর আরক্ খেয়েছিলুম বটে।"

"বললুম—'It clarifies everything—যাক্, ও কাসির জন্যে আর দুর্ভাবনা রাখবেন না। 'লাইম্-যুস আপনার উপকারই করবে।' তাড়া-তাড়ি 'টেথিসকোপ্‌টা' পকেটে পুরে বললুম—'আর কোনো চিন্তার কারণ নেই Sir, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার তুষ্টির জন্যে, আমি না হয় তিন দিন পরে বৈকালে আর একবার এসে পরীক্ষা করে' যাব।'

"শুনে o/c খুশি হয়ে বললেন—'Many thanks—much obliged

Doctor—you are always welcome—বহু ধন্যবাদ, বড় উপকার করলে ডাক্তার। তোমার কোনো বাধা নেই, সর্বদাই আমার দ্বার তোমার জন্যে খোলা থাকবে, যখন ইচ্ছা এসো।'

"—বুঝলে মাণিক, আমার মন কিন্তু তখন ওই টেথিস্কোপের মধ্যে পড়ে। সরে,' পালিয়ে আসতে পারলে বাঁচি। বলো কি, একটুও আওয়াজ দিলে না! তা কি করে হয়! এমন তো কখনো হয় নি—হ'তেও পারে না। সকালে ওটা বেশ করে দেখতে হবে। না দেখে আমার স্বস্তি নেই। যাক্—"

"পরে সামনের ঘরে এসে বললেন—'Take your Chair please, এখন তো তোমার বসতে আর আপত্তি নেই?'—আর ইতস্তত: করতেও দিলেন না। চাঙ্গা হয়ে গেছেন।"

"জিজ্ঞাসা করলেন—'how is my house-boy-that-that, I always forget his name—সে ছোকরা কেমন আছে, তার নাম আমার মনে থাকে না—"

"বললুম—'আপনি কি শিউনাথের কথা—' ...Yes, yes, thanks, How is he? সে কেমন আছে?"

—'Progressing well Sir—Very fine figure, may God help him. The only Son of an Unfortunate mother—ক্রমে ভালই দেখছি, মায়ের একমাত্র ছেলে—'

'Is he? Any how save his life Doctor. Do'nt mind cost—তাই না কি? যেমন করে হোক তাকে বাঁচাও ডাক্তার। খরচের জন্যে ভেব না।'

"বললুম—আবশ্যক মত সবই করা হবে Sir, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। এতো আমার নিজের কর্তব্য।

তারপরও সাহেব ছাড়তে চান না—এ কথা সে কথা, যেন আমাদেরি একজন। এ আবার কোন্ দেশী সাহেব!—চা বিস্কুট হাজির হ'ল—খেতেও হ'ল। শেষ হাতঘড়িটা দেখলুম। শোনা ছিল ওটা নাকি বিদায় নেবার ইঙ্গিৎ, কখনো তা করতে হয়নি, আমাদের মালিকদের কাছে করলে নিশ্চয়ই রক্ষা থাকত না।"

ইনি কিন্তু বললেন—'কাজ আছে নাকি?' বললুম—'একটা রুগীকে না দেখে ফিরতে পারব না,—Caseটা বাঁকা। বড় সব গরীব, মনে পড়লেই চঞ্চল করে Sir—' · 'তবে আর তোমাকে detain করব না—দেরী করাব না, এক মিনিট সময় দাও'—বলেই উঠে গেলেন। তখুনি ফিরে এসে একখানা ১০ টাকার নোট—'এটা গরীবদের জন্যে বলে' আমার হাতে দিলেন। 'দরকার মত ব্যবহার কোরো।—তাহলে আমি তোমাকে 4th. day afternoon expect করবো—'

"আমি—"Certainly Sir—নিশ্চয়ই'—বলেই Good-night জানালুম।—তাই এত দেরী হয়ে গেল। কি বিপদেই পড়েছিলুম মাণিক! নিরক্ত অবস্থায়—মা দুর্গা আর মধুসূদনকে বিরক্ত করে মেরেছি—"

ম্যাণিক এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল। এবার বললে—"বিপদ কি মশাই, এ তো সম্পদের বিপদ—"

"তুমি আমার মনের অবস্থা বুঝছ না মাণিক। আজ তো মুখের জোরেই ফিরে এসেছি—রোগ যদি থাকে তো তাঁর বুকেই রয়ে গেছে। ভেবে ছিলুম যন্তর হাতে আছে আর ভয়টা কিসের, কিন্তু তার অন্তরটা কি বেইমান—একটা সাড়া পর্যন্ত দিলে না হে!—'নাহংকারাৎ পরো রিপু।' দয়াময়ী আমার দর্প চূর্ণ করে' শেষ বাঁচিয়ে ফিরিয়েছেন। এখন যা হয় করো। ওটা ভাল করে' দেখতে হবে মাণিক! না হয় হেড্ কোয়ার্টার থেকে নতুন একটা আনিয়ে নিতে হবে। কারণ চতুর্থ দিনে আবার

দেখব বলে' এসেছি।"

"আপনি ভাববেন না, রাত্রেই আমি দেখে রাখব!"

বিনোদ উদাসভাবে বললে—"বেদান্তই ঠিক কথা কয় হে—জগৎটা একদম মিথ্যে দিয়ে গড়া। যুধিষ্ঠিরকে দেখছ না, কিছুই তার আটকায় না—আবার মিছরি ঢুকিয়ে তাকে মিষ্টি করেও দিলে!"

"এতো খবরের কাগজ পড়েন, আবার ও কথা কেন! তাতে এখন তো বহুৎ order made যুধিষ্ঠিরেরও দেখা পাচ্ছেন। নিশ্চয়ই দরকার হয়ে থাকবে। ভেবে কাজ কি—মহাজনদের অনুসরণ করাই তো বিধি—"

"তা বটে, তবে থাক। বড়দের নজিরই তো—সাফাই। তবু পূর্ব সংস্কার-গুলো মনে পড়ে কষ্ট দেয়।"

"যতদিন কাজে থাকা, ততদিন ওসব না ভাবাই ভাল Sir."

বিনোদ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। মাণিকলালের জ্ঞানের কথা শুনে একটু হাসি টেনে বললে—"তবে কিছু খেতে দাও—শুয়ে পড়ি। আজ আর বসতে পারছি না মাণিক।"

"এই যে নিন না"—মাণিক প্রস্তুতই ছিলো। বিনোদ আহারান্তে শুয়ে পড়লো। নিদ্রাদেবীর দয়াও সহজেই এসে গেল।

মাণিক কাজকর্ম না সেরে শোয় না।

প্রভাত হতেই বিনোদ দেখে, মাণিকের দোলা খালি। বিচলিত হয়ে ডাকলে—"মাণিক, মাণিক—"

মাণিক নেপথ্যে প্রভাতী পথ্যের ব্যবস্থায় ছিল, উত্তর এলো—"চা-টা হলেই নিয়ে যাচ্ছি।"

বিনোদ বিরক্তভাবে—"চা একদিন না হয় নাই হোতো। মাথায় যা সর্বক্ষণ ঘা দিচ্ছে তা চা নয়।"

"মনে আছে Sir—"

"মনে তো আমারও আছে, তা থেকে লাভ কি—চিন্তাই বাড়ছে, কাজ কি হচ্ছে!"

"তাই বরং করুন। হেড-কোয়াটারে একটা টেথিসকোপের জন্মে একখানা চিঠি লিখে ফেলুন। ঘণ্টা দেড়েক পরেই ট্রেণ ছাড়বে—তাতে চিঠি নিয়ে লোক যাওয়া চাই।"

"আঃ, ওটা একবার দেখাও তো চাই। না—না দেখেই?"

মাণিক চা এনে উপস্থিত করলে —"হ্যাঁ, দেখবেন বই কি—আনছি।"

ডাক্তার সহাস্যে—"চা-টা খেতেই দাও।"

"ও তো নিত্যই খান" বলে মাণিক চলে গেল ও এক কাঁড়ি নাড়ির মত জঞ্জাল এনে বললে—"দেখুন"।

"একি? ওর যে আদায় রাখনি—একেবারে যে—আমাকে ডাকতে হয়!"

আমি আর কি ডাকবো, আমার ডাকের চেয়ে আপনার নাকই জোর

ডাকছিল! এ কাজ সেরে রাত একটায় শুয়েছি Sir—"

"এ সূক্ষ্মকাজ, রাত্রে ঘুম চোখে করতে গিয়ে, কি করেছ বলদিকি। এর মধ্যে গঁদ ঢেলেছ কেনো—মাথা খেয়েছ দেখছি। জল ছিলনা?"

"অভাব কি! জল এনে দিচ্ছি—ধুন না। ওতে সোডাও কাজ দেবে না, সাবানও চলবে না, কেটে বাদ দেওয়াই চলে।"

"চট্ চট্ করছে কি?—কাটাও তো হয়েছে দেখছি!"

"ওর মধ্যে জইপোকা ঢুকে আঁতুড় বানিয়েছে Sir,—বাচ্ছা বিইয়েছে"—

"কি বললে,—জই পোকা? সে আবার কি?"

"দেখেন নি? শাল-দোশালায় ঢুকলে যে তাকে একদিনেই দ' পাড়িয়ে দেয়। সে অনেক কথা। কুল গাছের ডালে ডালে ওঁরাই গালার ব্যবস্থা করেন। আমরা চলতি কথায় জই পোকা বলি, সাধু ভাষায় 'জতু' কয়। দুর্য্যোধনকে 'জতুগৃহের' মাল ওঁরাই জুগিয়েছিলেন। মহা দাহ্। থাক্ এখন হেড্ কোয়াটারে চিঠিখানা চট্ করে লিখে ফেলুন Sir".

"ওঃ, তাই যন্তর সাড়া দেয়নি হে। কত শত্রুই আছে! কাকে লিখি বলো দিকি? সবাই তো বড় সাহেব,—কৈফিয়ৎ তলব করে ক্ষমতা জাহির করতে কেউ ছোট নন্! 'very careless, cost to be debited against you' বলে' বসে আছেন। তারপর রিপোর্ট তো আছেই।"

"কেন অত ভাবছেন। 'কামিজ' আমাদের পথ পরিষ্কার করে দিয়েছেন। চেয়ারম্যানকে লিখলে—সন্ধ্যার পূর্ব্বেই এসে যাবে। খাঁ সাহেব টুঁ শব্দও করবেন না।"

"তাকে চেন না মাণিক,—তিনি 'মস্তুরখাঁ,' শশুরখাঁ নন।"

"আচ্ছা—আপনি লিখুন তো—o/ওর chest examine (বুকটা পরীক্ষা)

করতে হবে। কলেরা কেস দেখা যন্ত্র নিয়ে সে কাজ করতে চাইনা Sir—একটা নতুন টেথিসকোপের দরকার, দয়া করে—ইত্যাদি বেশী কিছু লিখবেন না কিন্তু।"

বিনোদ উচ্ছ্বসিত ভাবে বলে উঠলো—"তুমি কম্পাউণ্ডার হয়েছিলে কেনো মাণিক?"

"কম নসিবে করে থাকবে Sir, এখন লিখুন, বাড়াবেন-টাড়াবেন না।"

মাণিক মাছ কুটতে গেল, বিনোদ চিঠি লিখতে বসলো। লেখা শেষ করে মাণিককে ডেকে শোনালে। মাণিক শুনে বললে—"ঠিক আছে—দিন।" সে চিঠি নিয়ে চলে গেল, লোক মার্ফৎ রওনা করে এলো।

বিনোদ প্রস্তুত হয়ে বললে—"চলো মাণিক, এবার দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়ি। শিউনাথকে একবার দেখতে হবে, ওই সঙ্গে আরো দু'দশ ঘর যতটা হয়। তাদের কিছু কিছু দিয়েও আসব। শিউনাথের মাকে যেন আশা দিয়ে আসতে পারি।"

"কাল যা দেখেছি—খুব পারবেন।"

"ওদের মৌন ম্লান মুখ আর ভীত কাতর চক্ষু আমাকে সর্বদা যেন haunt করছে মাণিক।"

"অসহায়দের ওটা স্বাভাবিক মশাই। আপনার মনই ওটা বাড়িয়ে দেখে। আমরা কি করতে পা'র বলুন। নিজের বাড়ির কথাই ভেবে কুল পাইনা। তাদের দিকেও চেয়ে দেখবেন,—ভাবলে—তারাও কম অসহায় নয়।"

মাণিক সর্বদাই সতর্ক—বৈরাগ্যের বাধা।

বিনোদ একটু হাসি টেনে বললে—"তারা যে বর্ণচোরা—সহজে ধরা যায় না, তাই বাঁচোয়া! সব কথার সঙ্গেই একটু হাসি মিশিয়ে রাখে—পাছে আমরা কষ্ট পাই, অর্থাৎ পুরোপুরি অনুভব করি। সেটাও তারা

সইতে পারেনা। কিন্তু তাদের প্রাণের প্রবাহ তুলসী তলায় বয়। সব জানি—কি করবো? মধ্যবিত্তের ব্যাধি যে 'বারমুখো'—অবান্তর নিয়েই বেশী। বিধাতার রহস্য হে। থাক, এখন চলো।" মাণিকলাল মনে মনে তাঁকে নমস্কার করলে, কিন্তু ভাবতে ভাবতে চললো—এদিকে যুধিষ্ঠির যে আমাকে অতিষ্ঠ করলে,—instalment-এ প্যাণ্টের খোল যে ছাপিয়ে যায়! তার খোঁজ একবারও করেন না। যাক্ ও ভাব বেশী দিন টেঁকবে না। দু'য়েকটি ছেলে মেয়ে দেখা দিলেই ভুলিয়ে দেবে। বড় বড় বুদ্ধিমান পলিটিকাল পাণ্ডাদেরও পালটাতে দেখতে পাই।

* * * *

ডাক্তার রুগী দেখতে দেখতে চললেন,—কেউ ভালো, কেউ মন্দ। ব্যবস্থাদি করলেন, অবস্থা বুঝে o/cর দেওয়া টাকা থেকে গরীবদের কিছু কিছু দিলেন, o/cর দান বলে জানিয়েও দিলেন।

বেলা ১০টা।—শিউনাথকে কেমন্ পাব জানিনা, এদিকে যেতে আমার পা ওঠেনা মাণিক—"

"ওটা আপনার মোহ, ঠিক দয়া নয়। আপনি ওকে একটু বেশী স্নেহ করেন দেখছি।"

"কেন যে, আমিও তা ঠিক বুঝতে পারিনা। বোধ হয় মায়ের সে একমাত্র সহায় বলেই হবে—"

"যাদের সব দেখলেন—তাদের সহায়ের লোক কোথায়? সবারি তো একমাত্র ভগবান—রামজি।"

"ঠিক বলেছ--ভুলে যাই। তাই না সেদিন বলেছিলুম—'ওদের যাওয়াইভাল'।

"তাদের মায়েদের কথা কিন্তু ভাবেন নি—"

"অতো ভেবে বলিনি বটে, তোমার কথাই ঠিক। আমার মাথায় তখন আঁতা ঘুরছিল। যাক্, চলো।"

পৌঁছে দেখেন—শিউনাথ একদৃষ্টে আড়কাটার দিকে চেয়ে পড়ে আছে। বিনোদ হাত দেখতে দেখতে বললে—"এই তো ভালই আছ। একি—চোখে জল কেন শিউনাথ!"

তাড়াতাড়ি চোখ মোছবার চেষ্টা করেও সুবিধে হল'না—হাত কাঁপতে লাগলো।—"না—ও কিছু নয় ডাক্তার সাহেব।—আমার মাইকে—এই পর্যন্ত বলেই স্বর বন্ধ হয়ে গেল। ঢোক্ গিললে, চোখ ভেসে গেল।"

"ওকি! ওতে বেমারি যে বেড়ে যেতে পারে! কেনো—তোমাকে যে দেখছে, মাইকেও সেই দেখবে।"

শিউনাথ সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"সত্যিই কি আমি বাঁচবো ডাক্তার সাহেব?"

"বাঁচবে না কেন! তুমি তো বেঁচে গেছ ভাই। রামজি তোমাকে বাঁচিয়েছেন। ও বিষয়ে আর ভেবনা। অনেক বেলা হয়েছে, মাইকে আমি বলে যাই।"

বৃদ্ধা বাইরে রোদে বসেছিল—"মায়ী, শিউনাথ ভাল আছে, ভয় নেই। তুমি আর ভেব না, রামজি কৃপা করেছেন—"

বৃদ্ধা বললে—"বাবা, তুমিই আমার রামজি। গরীবদের প্রতি দয়া আর কার থাকে বাবা। এইটি বরাবর রেখো বাপ, জীবনে কষ্ট কি অভাব থাকবে না বেটা,—"

পথে যেতে যেতে বিনোদ বললে— লক্ষ্য করেছ মাণিকলাল—প্রার্থনাটা ঠিক আমার সেই মায়ের মতো—গরীবদের প্রতি দয়া করতে বলা!"

"ওরা যে গরীবদেরই জানে। ওরা কি খেলাত বাবুদের প্রতি দয়া রাখতে বলবে?"

"ঠিক বোঝনি মাণিক। আমরা তো আমাদের জানি, কই নিজেদের

জন্যে ভাবি কি ?"

মাণিকলাল কি বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় ডাক-পিওনের সঙ্গে দেখা।

—"ডাক্তার সাহেব, আপনার একখানা পত্র আছে, এখানে নেবেন কি ?"

বিনোদ—"দাও" বলে নিয়ে পকেটে ফেললে,—"এখন আর পড়ব না। বাড়ির চিঠি, একটা না একটা ফ্যাসাদ বয়েই আনে। নাওয়া খাওয়া ঘুচিয়ে দেবে—থাক্।"

"সে ভাবনার সময় আপনার এখনো আসেনি মশাই। ছেলেপুলেরা দেখা দিলে—তারাও দেখা দেবে। কেউ হাত ভেঙেছে, কেউ পা মচকেছে, কারো দাঁত উঠছে, কারো লিভার—কারো ফিভার, আপনাকে এসব তো শুনতে হয় না—"

"ধাড়িদের যে বিনামেঘেও বজ্রাঘাত থাকে। এই দেখনা—পকেটে রয়েছে, তবু খোঁচাচ্ছে।"—বাসায় পৌছে গেলেন। মাণিক সমীহ রাখে, কথা বাড়ালে না। বললে—"চিমে আঁচে জল চড়ানোই ছিল, চাল ছেড়ে দিচ্ছি। আপনি নাইতে নাইতে, মাছের ঝোল নেমে যাবে—"

"তবে নেয়েই ফেলি।"—বিনোদ উঠলো, কিন্তু ভাবনা সঙ্গেই রইলো!

—"বুঝলে মাণিক, আজকাল কাগজের মধ্যেই জগতের মগজ। চিঠিও কাগজে লেখা হয়। কে যে সব প্রথম এ কাজ করেছিল, তাঁর নাম জান কি ? নিশ্চয়ই বেঁচে নেই, কীর্তি কিন্তু অমর।"

"সে জেনে এখন আর ফল কি মশাই! আপনি নেয়ে ফেলুন"—

"হ্যাঁ—সেই ভালো।"

* * * *

স্নান আহার শেষ করে—

"ওহে মাণিক—চিঠি পড়ব কি Gold Flake পোড়াবো!"

"আগে চিঠিখানাই খুলুন, পরে নিশ্চিন্ত হয়ে টানবেন।"

"চিঠি আবার কাকে নিশ্চিন্ত করে হে! খেতে দিলেনা দেখছি।"

"চিঠি তো প্রায়ই আসে মশাই, আজ এতো ভাবছেন কেন? কারণ আছে নাকি?"

"আরে না না। তবে কারনের কি আর স্মরণ আছে? মনটা আজ ভালই ছিল, তাকে disturb করতে ইচ্ছা হয় না,—তাই। এই নাও,—জয় দুর্গা!"—খামটা খুলে ফেললে।

"ভাল খবরই আছে পড়ুন। আমি কাজগুলো সারি"—বলতে বলতে মাণিকলাল চলে গেল।

"একি! এ কার লেখা, এতো আমার রানীর লেখা নয়।—মাথা খেয়েছে, এ যে পিসিমা লিখেছেন! কেনো, তার অসুখ বিসুখ করলে নাকি?—সাধে কি ভাবছিলুম! যা থাকে কপালে,—পড়েই ফেলি।"

পড়তে পড়তে চোখে চিন্তার আভাস ও অধরে চাপা খুশির প্রকাশ, একসঙ্গেই খেলছিল। "তাইতো, সাত তাড়াতাড়ি রানী এ আবার কি করলে!—"

বাইরে থেকে মাণিকলাল জিগেস করলে—"সব খবর ভালো তো মশাই?—ও কি করছেন, বাকি খাজনার হিসেব নাকি?"

উত্তরটা হাসি ছড়িয়েই এসে গেল।—"ঠিক ধরেছ—খাজনা উসুলই বটে। আবার বাজনা বাজিয়ে আসতে চায়।"

মাণিক আনন্দে ও সাগ্রহে—"কই এত বড় সুসংবাদটা দেন নি, তো? আগে নোটিশ পান নি?"

বিনোদ হাসিমুখে—"এসব নোটিশ আমরা পাই না, বাড়িতেই ঘোরে। পিসিমা লিখছেন—"

মাণিক পায়ের ধুলো নিতে—"আপনাকে আর বলতে হবেনা? আমি ঐ

প্রার্থনাই করছিলুম মশাই। ভাগ্যবানেরা যখন আসেন তখন সব ব্যবস্থা করেই আসেন। তা না হলে যুধিষ্ঠিরের এ সুমতি হবে কেন! আবার মৎস্যকে অবলম্বন কোরে,—সে শুভ সূচনাই করে। ভারি আনন্দ হচ্ছে..."

আমাকে কিন্তু ভাবিয়েছে।"

"ভাবনাটা আপনার সখের জিনিস। ওটা নিশ্চিন্ত মনের এলাকা। আরো দিনকতক থাকবে। এলাকা দখল করবার মালিক এলেই ছেড়ে দিতে হবে।"

"তাইতো বলছিলুম মাণিক—চিঠি জিনিসটি সোজা জিনিস নয়! আবার মজা এই—না এলেও চিন্তা, দু'মুখো সাপ্। পিসিমা 'সাধের' কথা লিখে সেই ফ্যাসাদেই ফেলেছেন হে। তুমি তো বেশ বললে—'খুব সহজ।' কিন্তু সেখানে বাজে ভোগীও যে বহুৎ—"

"ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন। আমাদের আবার পরিচিত বা বন্ধুটা কে? ডাক্তারদের চায় কে মশাই? পরিবারদের অসুখ থাকলেই দেখাশুনো। চেঁকুর উঠলেই—বিনি পয়সার ডাক্—Call. সম্পর্ক তো এই! ও সব ভাববেন না। তবে যাঁরা রিপোর্টের রাঘব—জাতির মধ্যে গণ্য, তাঁদের খুশি রাখতেই হবে। সে আর ক'জন, এক ডজনের মধ্যেই"। 'বাঃ তোমার মাথাটা I mean অভিজ্ঞতা—সংসারে কাঁথার মত কাজ করে হে। মুড়ি দেওয়াও চলে—বড়ি দেওয়াও চলে! আমার যে নতুন মার্কিনের বালাপোষ, আপোষ করতে চায় না। বাঁদিক সামলাতে ডানদিক খসে, সদাই অসামাল! মধ্যবিত্তের দশাই ওই। যা বললে, তা খাঁটি কথা, কিন্তু পারবো কি? সব কাজে ঐ 'কিন্তু' ই যে জব্দ করে রেখেছে—"

But আর if—ওই দুটো কথাই তো thief বানায়—আপনিই তো একদিন বলেছিলেন।—'ও দু'টাই প্যাঁচোয়াদের বাঁচোয়ার

সিঁদকাটি।'—ওদের কথা না শুনলেই হোল,—ছেড়ে দিন।—পারবেন না কেন? বিদেশে তো হিতৈষী বিশু জ্যাঠাও নেই, রাম্ন খুড়োও নেই। থাকলে সামাজিকের সুপরামর্শ দিতেন বটে। ফ্যালাও ফর্দ ফাঁদতেন, বলতেন—'কাগজ কলম আনতো বিনোদ, দেখি কতটা কমাতে পারি। অবশ্য তোমার মান সম্ভ্রম বজায় রেখে। সকলে তো বোঝেনা—ঘুরে ঘুরে মাথার ঘাম পায়ে ফ্যালা টাকা! নিয়েসো কাগজ কলম। তবে বলে রাখছি—:বৌমাকে একখানা, বেশী নয়, ভরি দশেকের মত কিছু না দিলে, আমাদের মনোক্ষুন্ন হবে। সেটা তোমার ঘরেই থাকবে বাবা—"

বিনোদ বললে—"বুঝেছি,—একটু থামো মাণিক। এক লোটা জল খেতে দাও!—তুমি চিঠি পড়তে বলছিলে, ওকে চিঠি বলেনা,—বেদেদের আমের আঁটি—দেখতে দেখতে গাছ গজায়, ডালপালা ছাড়ে, বউল বেরোয়, তারপরেই "বোম্বাই" দেখায়। কি সহজ! যাক্ চিঠিকে নমস্কার।—এখন তুমি যা যা ভালো হয় কোরো, আমি একটা কথাও কইবো না।

বাইরে "ডাক্তার বাবু" বলে কে ডাকলে।

—"গ্যাখো—গ্যাখো আবার কে এলেন,—পিওন নন্ তো?

মাণিক আমাদের পরিচিত নন্দকে সঙ্গে করে' ঘরে ঢুকলো।

"কিহে, কি খবর নন্দ ?"

"আজ্ঞে—খ-খ-খবর ভালই। আপনার চি-চি-চিঠি পড়ে, চে-চে-চেয়ারম্যান সাহেব-খু-খু-খুব খুশী। ত-তখুনি ক্লা-ক্লা ক্লার্ককে ডে-ডেকে, একটা ভা-ভালো দেখে টে-টে-টে—"

"হ্যাঁ বুঝেছি—টেথিসকোপ আনতে হুকুম করলেন,— তারপর ?" নন্দ যা বললে সেটা সোজা করে নিলে এই রকম দাঁড়ায়।—

কাগজে বেশ পরিষ্কারভাবে মোড়া একটি প্যাকেট এনে দিয়েই ক্লার্ক ব্যস্ত ভাবে চলে যাচ্ছিল। চেয়ারম্যান সাহেব বললেন—"যেওনা দাঁড়াও, ওটা দেখবো,—খোল।"

ক্লার্ক বললে—"কাজ ফেলে অমন সুন্দর করে বাঁধলুম Sir,—আবার—"

চেয়ারম্যান বললেন—"হ্যাঁ, আবার বাঁধলেই হবে।"

ক্লার্ক অগত্যা অনিচ্ছায় খুললে। একটা পুরোনো বাতিল জিনিস দেখেই সাহেব সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। মূর্তি বদলে গেল।—কোন্ দিয়া ?"—

ক্লার্ক তখন কাঁপছে।—"হুজুর রামপ্রসাদ বাবু।"

শুনে সাহেব বললেন—"রহিম বাবু হোনেসে ভি রেহাই নেহি হায়। চলো"—বলেই উঠে পড়লেন। গিয়ে, দেখেশুনে এই নতুন যন্ত্রটি আমার হাতে দিয়ে বললেন—"আপ লে যাইয়ে।"

—"সে মূর্তির সামনে লম্বা সেলাম ঠুকে, পালিয়ে এসেছি মশাই।

বুঝলুম—আগুন যখন লেগেছে তখন এ বোম ফাটবেই—"

বিনোদ বললে—"আপিসের অভ্যাসের দোষ ভিন্ন আর কি বলবো। কারুর অনিষ্ট না হলেই ভালো। যাক্, আমার বড় উপকার করলে ভাই—"

নন্দ বললে—"যা চে-চে-চেহারা দেখলুম, তা-তা-তার মধ্যে ই-ই-ইষ্ট থাকতে পারে না মশাই। যাক্, এখন চ-চ-চললুম—" নন্দ চলে গেল।

মাণিক বললে—"রামপ্রসাদ একদিন যে ফ্যাসাদে পড়বে তা আমি জানতুম। ওষুধেও ভেজাল চালায়, ওর দেওয়া কুইনিন্ কাজ করে না,—কাজ করে বাজারে—"

"থাক মাণিক। ডাক্তারী পাশ করে কি ভুলই করেছি। এখন না পারি হাঁড়ি বেচতে, না পারি বিড়ি পাকাতে। নোকরির চেয়ে বকরি বেচা ছিল ভালো।"

"এ আবার কোথায় এসে পড়লেন!"

"না ও একটা by product—ভাবতেই জগতে আসা কিনা। দেখছ না ছেলের আর তেলের নাম রাখতেই আকাশ পাতাল ভাবনা,—শব্দ-কল্পদ্রুমেও টান পড়ে। রবিবাবুও রেহাই পেতেন না। রামপ্রসাদ নামটি তো মন্দ নয়, কিন্তু ফ্যাসাদ ছাখো!"

"যার ফ্যাসাদ সে বুঝবে মশাই, আপনি বৃথা ভাববেন না…"

"বৃথা কি হে, যন্ত্র তো এলো—এ আবার কি মন্ত্র শোনাবে কে জানে। পোকার যে অন্ত নেই।"

"যত বাজে দুর্ভাবনা আপনার। শোনাবে আবার কি! সেবার যে 'সাইলেন্ট ডাউএল' ছিল—এবার সে 'হাউয়েল' শোনাবে—দেখে নেবেন। এখন বরং একটা দুধওলা গায়ের সন্ধান করুন।"

"তুমিও যে বাজে কথা আনলে। জগতে 'গরুর' অভাব পেলে নাকি? তাদের সর্বত্র পাবে। আমাদের তো গোকুলেই বাস। তুমি গরুর জন্যে

ভেব না। Grow food মানে ঘাস ছাড়া আর কি? মাড়োয়ারীদের খাড়ির দু'তিনটে Case হাতে আছে—জীবনরামের জরুর কলেরিক ডায়েরিয়া, ভাবনা কি? গরু ঘরে বাঁধাই আছে।"

"তবে আর কি, আপনি একটু স্থির হোন, আমি রান্নাঘরে চললুম ..."

মাণিক চলে গেল।

বিনোদ একলা পড়ে গেল।—এখন বসে বসে করি কি? মাণিক বোঝে না। ভাবতে বারণ করে। আরে ভাবনা আছে তাই বেঁচে আছি, Gold-flake আর কতক্ষণ, ধরালেই শেষ। ভাবনার কি মাথা-মুণ্ড থাকে, তবু সে সঙ্গীর কাজ করে। সব কথার কি অর্থ থাকে! নাইবা রইল, তবু কইতে হয়। এই যে আমরা রুগীদের বলে আসি—Total rest নিতে। ওর চেয়ে অর্থহীন কথা আছে কি? গরীবের মাথায় তখন—মুদীর পাওনা ঘুরছে। বাড়িতে লিলিটে লাউ-ডগার মত নিত্য বাড়ছে। বেতনের বাড় বছরে দরাজ দু'টাকা। আপিসের মিস্টার মিলারের 'কিলারের' মত মূর্তি দাঁড়িয়েছে। নিজের ১০৩ ডিগ্রি জ্বর। কত ছুটিই বা দেবে। তার ইত্যাদি চিন্তা কি কথায় রুকবে! —Total rest, বিশ্রাম তার মৃত্যুর পূর্বে নেই। ওটা jest ছাড়া আর কিছু নয়। তবু তো বলি—বলতে হয়। কিন্তু অর্থহীন—

ওদিকে রাঁধতে বসে গালে হাত দিয়ে মাণিক ভাবছে—আশ্চর্য মানুষ! একটু চেষ্টা করলে কত টাকাই আনতে পারেন, সে খেয়াল নেই। কিছু এলেও যা—না এলেও তাই। বোঝেন সব, ভাবেনও দিনরাত,—কিন্তু ঐ পর্যন্তই। টাকার কথা কি রোজগারের কথা কইতে তো একদিনও শুনলুম না। চাকরি করাটা যেন একটা কিছু নিয়ে থাকা মাত্র। এমন আত্মভোলা সরল খোলসা লোক তো দেখিনি। সামলে নিয়ে চলবার লোক সঙ্গে থাকা দরকার বলেই মনে হয়। দু'হাজারের ওপর এসে গেছে

—খোঁজ নেই! ওসব কথা কইবার সুযোগও দেন না। আমি যে কি করবো—ভেবে পাই না। আমাকেও এমন করে ফেলেছেন, ওঁকে একঘণ্টা না পেলেই ছট্‌ফট্ করি, শান্তি পাই না। দেখছি ভগবানও এঁদের ভার নিজে না নিয়ে থাকতে পারেন না—তা না তো চলছে কি করে।—আজ ক'দিন কেবল রুগী দেখেই বেড়িয়েছেন। খুঁজে খুঁজে দূরে দূরেও ঘুরেছেন,—তাদের সাহায্যও করেছেন। o/c-র দেওয়া টাকা তো প্রথম দিনই ফুরিয়ে গিয়েছিল, তারপর নিজের টাকাই খরচ করছেন দেখছি। রোগ কমে আসছে, শিউনাথও সেরে এলো—মাথাটা আজ ভালই ছিল। বাড়ির চিঠিখানা এসেই বিগড়ে দিলে, তার ওপর আবার নন্দ······নাঃ—একবার দেখেই আসি—রান্নাও হয়ে এলো—অমনি উঠতে বলে আসবো—"

বিনোদ যেন মাণিকের অপেক্ষাতেই বসেছিল। তাকে আসতে দেখেই বললে—"বুঝলে মাণিকলাল, চোখ কেবল দেখেই না, দেখার জন্যেই নয়। কথাও কয় হে—"

"কোথায় দেখলেন মশাই? দেখলেন না শুনলেন?"

"এক সঙ্গে দুই-ই হয়ে গেছে হে! শিউনাথের বাড়ির সেই দশ বছরের দুঃখী মেয়েটির চোখে আজ কৃতজ্ঞতার নীরব ভাষা পেলুম। যারা দুধে-ভাতে মানুষ, তাদের সহজ-লভ্য এডুকেশন আর উচ্চ শিক্ষার সার্টিফিকেট্‌গুলো অলঙ্কারের মত প্রায়ই ঝঙ্কার আর টঙ্কার দেয়, যেন যাত্রায় রানী কৈকেয়ীর অঙ্গে মুখর I mean 'খসখসে' বেনারসী। বেমানান বলছি না; তবে পরের বেড়ার বা বুদ্ধির মধ্যে বন্দী। মন্থরার কথা,—শিল্প-চাতুর্যেই সে সফল। কিন্তু যাদের কেতাবী-খেতাব নেই—অভাবে, দুঃখে, কষ্টে, দারিদ্র্যে—মানুষ হয়—তারা ভগবানের দিকে চেয়ে তাঁর প্রতি নির্ভর করে, দুর্ভর জীবন বেয়ে চলে, তাদের education-এ শিক্ষার ভেজাল

নেই—আপ্তবাক্যের মত খাঁটি। জগৎকে তাদের হাতে হাত্‌ড়ে পাওয়া কিনা! দুঃখ যে পেলে না, তার চেয়ে দুঃখী আর কেউ নেই মাণিক,—তার জন্মটাই বৃথা হয়ে…”

মাণিক অতিষ্ঠ হয়ে উঠছিল।—একবার আরম্ভ করলে ওঁর কি আর সময়ের জ্ঞান থাকে! এখন থামাই কি করে?—বললে—“ডোবালেন ডাক্তারবাবু—ঝোলে যে মাছ ছেড়ে এসেছি। একদম ভুলিয়ে দিয়েছেন! এতক্ষণে বোধ হয়—‘ঝালদে মাছ’ দাঁড়ালো।”

“ওঃ—সে খুব চলবে—বেশ চলবে। পুড়ে না গেলেই হোল।”

“এদিকে বেলা কত হোল সে খেয়াল আছে?”

বিনোদ ঘড়ি দেখে,—“তাই তো হে! আশ্চর্য, বাসায় যখন ফিরলুম—পেট খাই খাই করছে, খিদেয় দাঁড়াতে পারছি না! তার পর দেড় ঘণ্টা কেটে গেছে—সে কথা ভুলে গেছি। এই পেটের জন্যেই তো সব—চিন্তা, চেষ্টা, চাকরি, এতোক চুরি ডাকাতি খুণ পর্যন্ত। সে খিদে গেল কোথা?”

মাণিক আর দাঁড়ালনা। বললে—“এবার কিন্তু পুড়বে মশাই, আর নয় আমি চললুম। আপনি মাথায় একটু জল দিয়ে আসুন।”

“এই যে—এলুম বলে। আজ আর পুরো স্নান চলবে না। যাঁকে ভুলেছিলুম, তাঁকে বেড়ানেড়ে জাগিয়ে দিয়েছ দেখছি! খিদেটা আবার সবেগে এসে পড়েছেন।”

উভয়ে নিজের নিজের কাজে গেলেন।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বিনোদ এসে আসনে বসলো। দু'চার গ্রাস মুখে দিয়েই—“তুমি মিছে ভয় করছিলে মাণিক—ঝোলটার জল মরে আস্বাদ বেড়ে গেছে।”

“এখন তো আড্ডা নেই—খান ভাল করে।”

"হ্যাঁ, তুমিও বসে যাও, বেলা আর নেই।"

"তা বসছি, কিন্তু বাজারে যে কোথাও চাল পাওয়া যাচ্ছে না মশাই—"

"ও অমন হয়, মাঝে মাঝে ডুব মারে। ডুব না মারলে যে রত্ন আসে না। পরে কালো বাজার আলো করে। মরুভূমে জল পাওয়া যায়না, কিন্তু উটের গলায় লুটের মাল পাওয়া যায় হে। মাড়োয়ারী ভায়ারা বেঁচে থাকুন, বলেছি তো—তাঁদের বাড়ি case আছে—মা ভালো করে দিন—ভেবনা। চাল রাখবে কোথায়?"

"আজ্ঞে—পেলে তার উপায় হয়েই যায়।"

"না হে, ও জিনিস দশ সের করে আনাই ভালো, তুটো পেট বইতো নয়। বহু সাধু X'Ray নিয়ে ঘুরছেন—তাঁদের পাহাড়-ফোঁড়া দূরদৃষ্টি,—শেষ হাফ্-প্যাণ্ট না হারাতে হয়।"

"ভালো কথা, এদিকে যে আমার প্যাণ্টের খোল ভরাট্! এইবার আপনার পালা—"

"তবেই হয়েছে! কোথায় ফেলে আসবো!"

"পেণ্টুলেন আবার ফেলে আসবেন কি?"

"হয়—হয়, সময়ে সবই হয়। আমার মায়ের মরজি হলেই হয়। পোড়া শোল পালায়, পড়নি? মনে করনা—মিছে। মিছে কথা লেখবার জন্ত ব্যাসের মাথাব্যথা ধরেনি।—না হয় অনেকের জানা একটা ঘটনা, খেতে খেতেই বলি, শুনবে? বেশী দিনের কথা নয়—"

"শুনব না?—বলেন কি মশাই! শিক্ষা দীক্ষাও হয়নি, জানিও না কিছু সত্য বলতে কি,—আপনাকে পেয়েই তো আমার শিক্ষা সুরু হয়েছে। কত কথাই শুনলুম, কত কি জানলুম। এ সুযোগ আমার ভাগ্যে আর কবে মিলেছে! আপশোষ হয়—সর্বক্ষণ শুনতে পারি না—সময়ে কাজগুলো না সারতে পারলে আপনাকে যে ভুগতে হবে—"

বিনোদ বললে—'তুমি না থাকলে আমার দুর্দশার সীমা থাকতো না, সেটা আমাকে একদিনও জানতে দাওনি মাণিক। তোমাকে পেয়ে আমি আনন্দেই আছি। যাক্—এখন তবে শোন, আমি সংক্ষেপেই বলবো—"

—"হরিদ্বারে কুম্ভমেলা,—সেবারে পূর্ণকুম্ভ। হিমালয়ের উচ্চ শিখর ছেড়ে—বড় বড় সাধুরা, অর্থাৎ জীর্ণ, শীর্ণ, উলঙ্গ মহাত্মারা সব গঙ্গাস্নানে নেমেছেন। তাঁদেরও বিধিমত সঙ্কল্প করে ডুব দিতে হয়। পাণ্ডারা তাঁদের কাছেও কিছু নিয়ে সঙ্কল্প করাচ্ছেন। দক্ষিণা না দিলে নাকি স্নানের ফল হয় না। একটি সাধুর কাছে কিছুই ছিল না। তিনি বলেন—'আমার যে কিছুই নেই বাবা।' পাণ্ডার সেদিন Mail-day, সন্ধিক্ষণ, দেখবার শোনবার ফুরসুৎ নেই, অন্যের কাজ করাতে ব্যস্ত। সাধুর দিকে না চেয়েই বললে, 'ঢুঁড়কে দেখিয়ে না—কুছ মিল্ যায়গা।' সাধু উলঙ্গ, —না ট্যাঁক না পকেট—ঢুঁড়বে কি? বললেন—'পয়সা রাখকে হাম ক্যা করেঙ্গে,—হায় নেই বেটা।'—পাণ্ডা শেষ বিরক্ত হয়ে বললে—"কুছ দেনাই হ্যায়—পাত্তি, পাথর যো মিলে কুছ্ দিজিয়ে।'—'তোমার মঙ্গল হোক্'—বলে সাধু এক টুকরো পাথর কুড়িয়ে তার হাতে দিলেন। পাণ্ডা বোধ হয় সেটার মান-রক্ষার্থে পকেটে ফেলে, সাধুকে সঙ্কল্প করিয়ে দিলে, তিনি ডুব দিয়ে উঠে গেলেন। পাণ্ডার পকেটগুলি পয়সার ভার আর সইতে পারছিল না, আগন্তুক আমদানিরও স্থানাভাব। সাধুও চলে গেছেন। পাণ্ডা তখন সাধুর দেওয়া সেই হাবাতে পাথরখানা তাড়াতাড়ি বার করে—'দূর হো'—বলে গঙ্গায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে—লোকসেনে ভার কমিয়ে বাঁচলো। যখন সুবিধে হয় তখন সকল দিক থেকেই হয়। পাণ্ডা খোলসা হবার আরো একটা সুবিধে পেলে। একজন স্নানার্থী এসে—টাকা বার করে ভাঙানি পয়সা চাইলে—সঙ্কল্প করবে। পাণ্ডা হালকা

হবার আশায় তাড়াতাড়ি পয়সা দিতে গিয়ে দেখে পয়সা নেই, সব সোনা যে! একি! তখন পাগলের মত সেই সাধুকে খুঁজতে ছুটোছুটি! তাঁকে আর কোথায় পাবে! শেষ সারাদিন, পরে কয়েকদিন পর্যন্ত, সেই পাথরখানি খুঁজতে গঙ্গায় ডুব দিয়ে মরে। সে কি আর মেলে!"

শুনে মাণিক আশ্চর্য!—"পাণ্ডারা দিনরাত সাধু দেখে, সাধু একখানা বাজে পাথর দিতে পারেন কি, এটা তার মাথায় আসেনি!"

"তবে আর একটু শোনো। ও অহঙ্কার কেউ করতে পারেন না! জানা জাস্তো জিনিসও অনেকে ফেলে দিয়েছেন। মহারাজা দুষ্মন্তের চেয়ে জ্ঞান, বুদ্ধি-বিশারদ রাজাও—দুর্লভ প্রেম বিনিময়ে পাওয়া শকুন্তলাকে দেখে যিনি পাগল হয়েছিলেন, দু'দিন পরে সেই প্রাণসমা পত্নীকে দেখে তিনি চিনতে পারেন নি। সভার মধ্যে তাঁকে অকথা কুকথা বলে, অপমান করে' ফেলে দিয়েছিলেন। পাথরকে নয়, জীবন্ত স্বর্ণপ্রতিমাকে—নীরবে নয়, পূর্বকথা সব শুনেও।—কি বলবে? প্যান্ট ফেলতে কতক্ষণ হে! জগতে আশ্চর্য কিছুই নয় মাণিক।"

মাণিকলাল মাথা চুলকুতে চুলকুতে বললে—"গ্রহের কাজ ছাড়া আর কি বলবো।"

'Yes—come round—পথে এসো। গ্রহ মানো তো? তাকে তো আমরা আন্দামানে ফেলে আসিনি,—তিনি সঙ্গেই আছেন, যাক্— কথা বেড়ে যাচ্ছে, তার সঙ্গে আহারটাও। আবার তুমি শুনিয়েছ— চাল বাড়ন্ত! থাক—আমাদের চিঠির কথা ফুরোয়নি, সে ফ্যাসাদ সম্বন্ধে যা করবার তুমি যা ভাল বোঝ কোরো, আমাকে জড়িও না। বললে—যুধিষ্ঠির এখনো দিচ্ছে। কি সত্যবাদী হে। মা বাপ ছেলের নাম করণে ভুল করেন নি দেখছি। ভেব না,

এখানে আমাদের স্থিতি আর যদিনাই বা, প্যাক্টের মোল্লা বাড়ায়ার ভয় নেই—"

মাণিক মনে মনে আওড়ালে—"সব উলটো বোঝেন।" বললে—"আজ্ঞে আর দু'তিনটে instalment হলেই—"

"হলেই যুধিষ্ঠির বাঁচে বুঝি!"

"আজ্ঞে না,—একটু কারণ হয়েছে কিনা—তাই…"

বিনোদ ব্যস্তভাবে—"Loss দিতে হচ্ছে না কি?"

"রসের কারবারে Loss আবার কি মশাই—"

"বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে নাকি?—ওদের বাড়িতে আবার ডাকাতি করবে কারা?—"

"আজ্ঞে না, সে সব নয়।"

"তবে আবার কেন?"

মাণিকের ইচ্ছা ছিল না কথাটা বলে—কি মুস্কিল, এমন মানুষও দেখিনি—টাকা রোজগারে আবার 'কেন' থাকে নাকি!—শেষ বলতেই হোল—"আজ্ঞে কুমার সম্ভবের খবর পেয়েছে কি না। বলে—ডাক্তার সাহেবের যে খরচ রয়েছে অনেক!—"

"এ খবর তাকে কে দিলে?—তারই বা এত দুশ্চিন্তা কেন! কী পাপ—"

"পাপ কি মশাই। সুসংবাদ যে হাওয়ায় ফেরে, দেবার লোকের কি অভাব আছে?…"

"সে তো মথি-লিখিত সুসংবাদ হে—যা হাটে বাজারে নেচে ঘোরে। সে সব দেবতাদের কথা, যারা সবার হিতার্থে আসেন…"

"ভাগ্যবান ছেলেরাও বাপ-মাকে কষ্ট দিতে, দুর্ভাবনায় ফেলতে আসে না মশাই। তারা নিজের ব্যবস্থা নিজেরাই করে আসে।

বেশী নয়, যুধিষ্ঠির মাত্র গোটা দুই instalment বাড়াতেই বলে। বিষয়ী লোক, সব দিক ভাবে কি না! তারও তা'হলে এখানকার Contract বোধ করি শেষ হয়।"

"হলে যে বাঁচি, কি জালেই জড়িয়েছে! বেশ ছিলুম, আবার মাথাটা ঘোলালে দেখছি। এতো ভবিষ্যৎও তোমরা ভাবতে পারো!"

"মাপ করবেন Sir, আপনার চেয়ে আমাদের ভবিষ্যৎটা অনেকটা খাটো।—একখানা চালা বাড়ানো, না হয় রান্নাঘর সারানো পর্যন্ত। বিশ বছর পরে ছেলেকে ভিয়েনায় না কোথায় পাঠিয়ে সার্জন বানাবার কথা মাথায়ও আসে না মশাই।"

বিনোদ হো হো করে হেসে বললে—"ওসব শোনো কেন,—আমারি কি আসে! ওটা আমাদের বাঁচবার বিত্ত—আত্মপ্রসাদ হে! লম্বা লম্বা খেয়াল ভেঁজে বেশ থাকা যায়। কারুর অনিষ্টকর কিছু না হলেই হল। কিন্তু তাও হয় মাণিক! পরিবার তাতে বিগড়ে থাকেন—সুখী হন না। তাঁদের কাছে বসে—সংসারের কথা অভাবের কথা শুনতে পারলেই খুশি। তখন বলেন—'অমুকের বৌভাতে কিছু না দিলে ভাল দেখায়না—কি দেবে বলো দিকি!—ওদের জামাই এসেছে, কি মিষ্টি গলা! তাই কি ছাই বাড়িতে একটা হারমোনিয়ম আছে, একদিন খেতে বলে শুনতুম।' ইত্যাদি শোনা যায়।—থাক্, মনে আছে তো—কাল আবার সেই ক্ষুধিত পাষাণের ভাষা শুনতে যেতে হবে। নতুন যন্তরটা রাখলে কোথায়? তোমার জইপোকা না আবার আঁতুড় খোঁজে। নাঃ, load (আহারটা) বড় বেশী হয়ে গেল, উঠে একটু rest নিতে হবে।"

বিনোদ উঠে পড়ল'।

মাণিকের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। হাতগুটিয়ে ভাবতে লাগলো—কি অদ্ভুত লোকের পাল্লাতেই পড়া গেছে! যুধিষ্ঠিরের Contract

শেষ হচ্ছে শুনে বলেন—'বাঁচা গেল!' টাকা আসাটা যে বাঁচবার মহৌষধ, সে খেয়াল নেই। প্যাণ্ট যখন খালি পেটে ঝল্ ঝল্ করে ঝুলবে, তখন যেন আরাম পাবেন! এ লোক নিয়ে পরিবার সুখী হবেন কি—পাগল হয়ে যে যান না—সেইটাই আশ্চর্য! আমরাই সামলাতে পারি না!—

—বোঝেন কিন্তু সব—নিজেও সামলাতে পারেন না। ভাবেন সবই ঝঞ্ঝাট। কথা কিন্তু একটিও ভুল বলেন না,—লাগেও বেশ। থাক্—এখন রইলো। অনেক কাজ, আমিও সামলাতে পারছি না।

* * * *

পরদিন প্রভাতে মাণিক ঘুম ভাঙালে।—"এখনো ঘুমুচ্ছেন না কি? উঠে মুখটা ধুয়ে ফেলুন—চা প্রস্তুত।"

বিনোদ উঠে বসলো।—"তুমি দেখছি একটি wonder—কখন শুলে তাও জানি না, কখন উঠলে তাও জানি না—আবার চা'ও প্রস্তুত। স্বপ্ন নাকি!—দেখ মাণিক—আগে আগে চা-টা খেতুম, এখন ভাবছি ওটা খাবার জিনিস নয়, ঘুম ভাঙাবার একটা উপলক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। খেয়ে যে কি হয়, তা আজো বুঝলুম না, একটা বদ অভ্যাস মাত্র। ছেড়ে দেওয়াই ভালো, উচিতও।"—

"আজ তো খান,—করে ফেলেছি।"

পাতলা প্রচ্ছন্ন হাসির আভাস টেনে বিনোদ বললে—"বুদ্ধিমানেরা কেমন পাতা সেদ্ধ খাইয়ে মাথা খেয়ে দিয়েছে—না হলেও একদিন চলে না! জঙ্গলের মধ্যে তো বাস, দেশে পাতার তো অভাব নেই—অভাব কেবল বেস্পতির দশার, তিনি পশ্চিম মুখো!—দূর হোক্—দাও, খেতে তো হবেই।" মুখ ধুতে গেল।

মাণিক মনে মনে হাসতে হাসতে—"ঘুম না ভাঙতেই যে ডাক্তার বক্তার

হলেন ! কতক্ষণে থামবেন—জানি না ।”—চা আনতে গেল ।

(১২)

বিনোদ চায়ে চুমুক দিয়ে বললে—“আঃ, বাঁচলুম ! ওদের পাতা বাছায়ের বাহাদুরি আছে বটে । ‘কালকাসুন্দে’ পাতা কি আর এ আস্বাদ দিতো ? তাই না এখন তিনগুণ দাম দিয়েও ওদের rejected—ঝেঁটিয়ে ফেলা কাটিকুটি গুলো সবাই খাচ্ছি—”

মাণিক বললে—“তবে যে বলছিলেন…”

“সাধে কি বলি মাণিকলাল ! দেশে লোক ঘর ঘর ম্যালেরিয়ায় মরছে—আমাদের চিরকেলে মহৌষধ পাঁচনটা পেলেও বাঁচতো, সেও তো পাতা সেদ্ধ হে ! কিন্তু বড় বড় কবিরাজ মশাইরা অন্দর মহলে ‘সুগন্ধী তৈল’ বানাতে ব্যস্ত । পীলে বাড়লেই বা, কেশ না বাড়লে দেশ যে কৃতার্থ হবে না ! আবার নাকি সে কোঁকড়াবে—ঢেউ খেলাবে ! তারা তেলের নাম খুঁজে হায়রাণ । বিদেশী নামে টান পড়েছে । কেউ ভাবছেন—‘প্রেটি নাইট, কেউ ভাবছেন—‘বেড্ বিউটি ।’ এদিকে জীর্ণ দাওয়ায় শুয়ে উত্থানশক্তিরহিত জরক্লিষ্ট কঙ্কালেরা যদি তাঁদের দয়ায়—দু’বেলা দু’ভাঁড় পাঁচন দু’পয়সায় সহজে পেতো, অনেকে বাঁচতে পারত ! কুবেরেরা এ কাজটি অনায়াসে করতে পারেন । না হয় পঞ্চকুবের মিলেই করুন । তাতেও পয়সা নেই—তা নয় ! দেশে সখের ‘প্রভাত ফেরি’ চলে, পাঁচনের ফেরি চলে না কি ? মুখে মুখে মৃত-কবি রঙ্গলালকে টানাটানিও চলে । তাঁর ‘স্বাধীনতা হীনতায়’ আর সবই তো বেশ চলছে ! যাক্—দাও, আর একটু দাও মাণিক—”

মাণিক হাসি চেপে—"এই যে—নিন না। তারপর কি করবেন বলুন!"
"করব' আর কি! ওষুধ তো আর নেই,—ডাক্তারিই আছে। আমাদেরও রূপ দেখানো 'ফেরি' চালাবো। চলো একবার ঘুরে আসি। যার প্রমাই আছে, অর্থাৎ বহু কষ্ট আছে—সে বাঁচবে।"

সপ্তাহ তিনেক এই রুগী দেখা কাজটি বিনোদ নিয়মিত করে যাচ্ছে। যত্ন করে দেখছে, ব্যবস্থাও করছে। অনেকে ভালো হয়েছে, হচ্ছেও। মাণিককে কয়েকটা ওষুধ সঙ্গে নিতে বলে' উভয়ে বেরিয়ে পড়লেন। রুগীদের দেখে, ব্যবস্থা করে', হাল্‌কা হয়ে ফেরার পথে হঠাৎ শ্রীযুধিষ্ঠিরের সঙ্গে দেখা! "কি পাপ!"

যুধিষ্ঠির একটা গলিতে হাত জোড় করেই অপেক্ষা করছিল। চোখোচোখি হতেই—"দাস কি অপরাধ করেছে হুজুর? অত বড় সুখবরটা শুনতেও তার মানা! আমাকে অত পর ভাবলেন কেন দেবতা?"

বিনোদ আশ্চর্য—"আরে না না যুধিষ্ঠির। তোমাকে যে চিনেছি, তাই সাবধান হ'তে হয়। বিদেশে রোজগার করতে এসেছ, না লুটতে এসেছ? অবান্তরের খোঁজ কেনো। যা 'প্রত্যক্ষের বাহিরে', তার কথা ছেড়ে দাও। ও সব নমঃ নমো করে' সারাই উচিত। দু'একদিন আগে তোমাকে জানাতুম। তুমি শুনে বসে আছ দেখছি!"

যুধিষ্ঠির জিভ কেটে, বিনীত ভাবে বললে—"লুটের কথা বলবেন না হুজুর। এতো কারো দাবী নয়, এ আমার মা জননীর কাজ। এর প্রেসক্রিপসন্ আমরা লিখব'।"

"বিদেশে আর আমাদের অবস্থায়, বাড়াবাড়ি করা ভালো হবে না যুধিষ্ঠির।"

যুধিষ্ঠির একটু হেসে বললে—"আপনি কি বলছেন হুজুর, মাপ করবেন, এখন ভালো যে কিসে হয়, আপনার সে খবর নেই দেখছি। এখন চুলো-

পুঁটিরাও রাঘব বোয়াল গিলছে! ষষ্ঠী পূজোতেও পাঁচ হাজারের কম প্রণামী নেই। যাক্—সে সব আপনার শোনবার দরকার নেই…”

“না যুধিষ্ঠির, ও নিয়ে তুমি ভেবনা—কিছু করতেও যেও না। যেটুকু দরকার মাণিকলালকে করতে বলেছি, সেই করবে। এখন আমরা চললুম, আর একটি রুগীকে দেখে বাড়ি ফিরবো—”

“আপনার চেষ্টায় আর ব্যবস্থায় রোগ আর বাড়তে পারছে না। আরো দিনকতক থেকে নির্মূল করে যান হুজুর।”—যুধিষ্ঠির ডাক্তারের পায়ের ধূলো নিয়ে চলে গেল।

বিনোদ মাণিককে বললে—“চলো মাণিক, একবার শিউনাথকে দেখে যাব।”

শিউনাথ বাইরেই বসেছিল। তার সঙ্গে দু’চারটি কথা ক’য়ে, তার বৃদ্ধা মাকে অভয় দিয়ে এবং মায়ের অশ্রু ও আশীর্বাদের অবাধ স্রোতে তৃপ্ত হয়ে উভয়ে ফিরলেন।

মাণিক অনেকক্ষণ কথা কয় নি। বিমর্ষমুখে বললে—“মা থাকতে এতো বুঝি নি ডাক্তারবাবু। এখন আর মা নেই, আজ মনে হচ্ছে যেন কেউই নেই—কিছুই নেই।”

মাণিকের চোখে জল ভরে আসছে দেখে, বিনোদ আরম্ভ করলে—“কেই বা ভাবে, কেই বা বোঝে! ওহে—আমরা তাঁকে বুঝি না বুঝি, তাঁর পুঁজি ওই সন্তান, তাঁর সবটাই সন্তানের তরে—সন্তানই তাঁর সত্তা—প্রভেদ হীন সমতা-মমতা। আর কোথাও কারো কাছে তা পাবে না। শোননি—উদ্ধব মা যশোদাকে যখন বললেন—‘শ্রীকৃষ্ণ ভালো আছেন, তাঁর জন্যে ভেব না। তিনি যে সাক্ষাৎ ভগবান—জগৎ চিন্তামণি, তিনি সামান্য নন’—ইত্যাদি। শুনে মা যশোদা বিরক্তভাবে বলেছিলেন—“ওরে আমি তোদের চিন্তামণির কথা জিজ্ঞাসা করছি না।—চিন্তামণি

নয়—আমার গোপাল কেমন আছে, জিজ্ঞাসা করছি—চিন্তামণি না—আমার গোপাল।' মায়েই এ কথা বলতে পারেন। ছেলেকে ভগবান বলাতে মায়ের প্রাণ তুষ্ট হয় না, অনেকখানি রয়ে যায়। সে অনেকখানির কথা বুঝবে কে?"

বাসায় পৌঁছে গেলেন। মাণিক তখনো অন্যমনস্ক। ডাক্তারকে বর্তমানে নেবে আসতে হ'ল—"একটু চা খাওয়াবে মাণিক!" নিজেকে সামলে মাণিক বললে—"আজ্ঞে এখুনি। ভাতের জল চড়ানই আছে।"—পাঁচ মিনিটেই চা এসে গেল।

"—তখন চায়ের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলেছি—প্রায়শ্চিত্ত করি"—বলে বিনোদ হাসিমুখে চায়ে চুমুক দিলে।—"দেখো ভগবানের সৃষ্টির কোনো কিছুই ছোট নয়। গরীব দেশের পয়সা হুহু করে বাইরে চলে যাচ্ছে—তাই লাগে। মশা কামড়াচ্ছিল তো চিরকাল, কারো টনক নড়ে নি। যেই প্রশান্ত মহাসাগর পার হয়ে 'মস্‌কিটো কয়েল' (মশার ধূপ) আমাদেরি মতো মরা চীন থেকে এলো, আমরা বাহবা দিয়ে নিলুম। ফক্কড়ের লক্ষ লক্ষ টাকা দিলুম। বস্তুটি কিন্তু ওই পাতা-ছ্যাঁচা বই অন্য কিছু নয়। বোধ করি আমাদের আনাচে-কানাচে জন্মায়—খুবই পরিচিত—কিন্তু পরিচয় নেবে কে?"

মাণিক বললে—"কেবল কামড়ের কথাই বললেন—ম্যালেরিয়ার বাৎসরিক উৎসবটা—মড়কটা বাদ গেল যে।"

"ভুল নয় মাণিক। পশ্চিমের বড় বড় বিদ্বান মুরুব্বিরা—খাস্বাজে আওয়াজ দিচ্ছেন—ম্যালেরিয়াই অর্থাৎ মরাই আমাদের বাঁচবার শ্রেষ্ঠতম উপায়। এখানকার কোনো কোনো মোসাহেবও তাঁদের দোয়ারকি করছেন। আমাদের না কি ভাত কাপড়ের বড় অভাব নেই, অভাব হয়েছে লোক কমাবার। আমাদের লোক সংখ্যা যে অসম্ভব বাড়ছে!

ম্যালেরিয়া তবু কতকটা সাহায্য করে। এ অকাট্য যুক্তির ওপর আমার উক্তির স্থান কোথায়?"

মাণিক চাঙ্গা হয়েছে দেখে বললে—"এইবার নেয়ে ফেলি, কি বলো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, মাথাটা ঠাণ্ডা করাই ভালো।"

বিনোদ হাসি টেনে উঠলো—"মনে আছে তো—আমাকে আবার......"

"আজ্ঞে খুব আছে। আপনি খেয়ে নিয়ে একটু শুয়ে পড়ুন—rest নিন।"

"Rest? ভুলে যাও কেন! মনটা যে বাবুই পাখীর জাত। ঝড়-ঝাপটা এলেই বাসার মধ্যে আর থাকে না, বাইরে গিয়ে বসে।"—নাইতে গেল।

মাণিক ভাবছিল—কাজের সময় বিরক্তও হই, কিন্তু ভালও লাগে। ইনি যে কি রকম সংসার করলেন তা ভেবে পাই না। আচ্ছা,—সায়েস্তা খাঁ আসছে—সেই ঠিক করবে। মুখে হাসি ফুটলো। মাণিক ভাত বাড়তে গেল।

বিনোদ আহারাদির পর শুয়েছিল। এক ঘণ্টা পরেই ব্যস্তভাবে—"মাণিক কোথা গেলে হে?"

"এই যে, আপনার হাফ্ প্যাণ্টের থাপ্ ঠিক করছি!"

"আরে ও এখন থাক্। এদিকে যে চারটে বাজে!"

"এখনো দশ মিনিট বাকি, ঢের সময় আছে মশাই।"

"তুমি তো বললে ঢের সময় আছে! আমার রাজবেশ করাও তো আছে। সঙ্গে নিতে হবে আবার ছুটো বকাল। তুনিয়ার মজা দেখো—ফুটো জিনিস লোকে ফেলে দেয়—অকেজো বলে। সেদিন কিন্তু

টেথিস্কোপে ফুটো ছিল না বলে কি ঝুঠো অভিনয়ই করে' আসতে হয়েছে! বিধাতাকে নমস্কার। তাঁর ভুল যেন কখনো ধরতে যেও না—"

অন্য পথে গিয়ে পড়েছেন দেখে মাণিক বললে—"কিন্তু এখন তো আপনি সময়ের দিকে দেখছেন না?"

"ইস্ তাইতো—thank you—আর দেখছো—সময়টি কেমন তাঁর অদ্ভুত সৃষ্টি? তার না মোটর, না ট্রেণ না প্লেন—তার পাও দেখিনি, আবার না ঘুম না বিশ্রাম। সৃষ্টির মুহূর্ত থেকে সেই যে চলেছে তো চলেছে। ওকে থামাবে কে?"

"ঘড়ি—"

"তার মধ্যে নেই মাণিক। সে কবল—দাসেদের I mean চাকুরেদের থামায়, থামায় না—ছোটায়—"

"আপনি থামচেন কই?"

"তাও তো বটে। আর কথা বাড়িও না, এদিকে চারটে কুড়ি। মাথা খেলে! দাও—দাও সেই ডুষমনটা।

মাণিক টেথিস্কোপ নিয়ে এলো, বিনোদ পোষাক বদলালে।—"ওই যাঃ, খেউরি হওয়া হল'না তো।"

"এই তো পরশু কামিয়েছেন!"

"দিনগুণে কি ঘণ্টাগুণে কলের মজুরির মাপ হয় মাণিক, আবার কাজ দেখে, কাজের গুরুত্ব দেখতেও হয় যে! পরশুর কথা আর কোথাও বল'না। আজকাল না কামিয়ে ছেলেরা শবদাহ করতেও যেতে পারেনা, তা'তে মৃতের অসম্মান আছে। আর আমি যাচ্ছি সাহেব বাড়ি!"

মাণিক হাসিমুখে বললে—"মাপ করবেন, শুনেছি নবকেষ্ট বাহাদুরও

যেতেন, বিদ্যেসাগর মশাইও যেতেন।"

"সে সব পূর্বের কথা, সেদিন আর নেই। এখন পশ্চিমের কথা কও। বড়াল কবি লিখে গেছেন—বোধ হয় এইরকম—

'সকলেই পূরবেতে চায়,

দেখেনা পশ্চিমে চেয়ে—কি ডুবিয়া যায়।'

এখন পশ্চিমকে সামলাও। Excuse me—বাড়ি ফিরে না দেখো—তিনি Bob ক'রে (বাবরি-চুলো হয়ে) বসে' আছেন! যাক্, আর সময়ও নেই, তোমারি জিত্। কিন্তু মুখের দিকে চাইলে কি বলব?—অবশ্য ভরসা আছে, আমাদের মুখ কেউ চাইবেনা—তবে এঁর এখনো গুরু মেলেনি বোধ হয়—"

"বলবেন—বাজারে ব্লেড্ পাওয়া যাচ্ছে না Sir—"

"বেশ বলেছ—very appropriate—দেখ, একজন সব্-জজের বিপদের কথা মনে পড়েছে...

"এখন থাক মশাই, পরে শুনব', নিজের বিপদটা—"

"—ইস্—সেইটাই তো আগে বটে—"

ফুঁ দিয়ে দেখে বিনোদ টেথিস্কোপটা গলায় ঝোলালে—

"তবে দুর্গা বলি।"

মাণিকলাল চিন্তিতভাবে নিজের কথা ভাবতে বসল'। নিজের কথা মানে—বাড়ির কথা—স্ত্রীপুত্রের কথা। কিন্তু ডাক্তার বাবুর কথাই এসে গেল!—ওঁকে একলা ছেড়ে দিয়েও স্বস্তি নেই। কি করে' যে কাজ করে' চলেছেন—ভেবে পাইনা। নিশ্চয়ই ভগবান সহায় না হয়ে পারেন না। আমার মিছে ভাবা। থাক্—

—বাড়ির যে খবর পেয়েছি, মাথা খারাপ করতে তাই যথেষ্ট। ভিটে কি মিঠে জিনিস!—

—ভাগ্যে ডাক্তারবাবুকে পেয়েছিলুম, তাঁর দুটো কথা শুনলেই সব ভুলে যাই। সে দিন বললেন—বিদেশে যারা চাকরি করে, সামর্থ থাকতে দেশে ফেরা সম্ভব নয়, দেশে তাদের অতিরিক্ত বাড়িঘর, বিষয় সম্পত্তি বাড়ানো, কেবল চিন্তা আর অসুখ বাড়ানো। ছেলেদের চোষা আমের আঁটি দেখেছ তো, কসিতে না দাঁত ঠেকলে ছাড়ে না। আমাদের মালিকেরাও এমন হিসিবি, দেহে মাস থাকতে আমাদের রেহাই নেই। রসের কথা বলছিনা—retire করবার দিন কাছিয়ে এলেই চিন্তায় সব রস শুকিয়ে যায়। যিনি প্রভুদের হাতে পায়ে ধরে ষাট বছরের সনন্দ পান, I mean চেয়ারে বসতে পান ও ড্যাম, ডেভিল শোনবার সৌভাগ্য পান, তাঁর আনন্দের আর সীমা থাকেনা। ভাগ্যদোষে বেঁচে থাকেন তো, ভুরুর চুল পাকিয়ে, উৎসাহহীন কুব্জদেহে দেশে ফেরা তখন যেন বিদেশে ফেরাই হয়। গ্রামের তখন সবই বদলে গেছে। শ্রীনাথ জ্যাঠার সে গুলজার চণ্ডীমণ্ডপ, কোথায় যে ছিল বুঝতে পারা যায় না। নিজের জমিতে লাগানো সাতটা নারকোল গাছ সাবালক হয়ে কখন চলতে শিখে প্রতাপ খুড়োর বাগানের সীমানার মধ্যে ঢুকে পড়ে' বেশ ফল দিচ্ছে, কেউ তা জানে না। শতকরা ৯৫ জন চিনতে পারে না—পুরাতনকে নূতন দেখে বলে—'ইনি আবার কোথাকার কে এলেন?' তার পর সে অনেক কথা। সে মুখরোচক আলোচনা এখন থাক। তাঁদের আর দোষ কি?—আমাদের ভাগ্যেও তাই আছে মাণিক—

—শুনে বলেছিলুম—সত্যই বড় ভাবালেন—এখন উপায়? ডাক্তারবাবু বলেছিলেন—উপায় তিনটি-(১) সব সয়ে মিলে মিশে তাঁদের আপন ক'রে নেওয়াই সব চেয়ে ভালো। পয়সা থাকলে সকলে তা' করেনা

বা পারে না, (২) বালীগঞ্জ তাঁদের টানে, এই তো দেখছি। বিলম্বে বোধ হয় সেখানেও মিলবে না। আর পয়সা না থাকে, (৩) কাশী আছেন। যেবা ইচ্ছা হয়। তাও বেশী দিন নয়—বাঙালিটোলায় ঘুণ ধরেছে, দ্রুত উত্তরবাহিনী।

—ডাক্তারবাবুর একটি কথাও ফেলতে পারি না। বাড়ির চিঠির কথা সেদিন শুনিয়েছেন—খুললেই স্বর্গ নরক দুই ভোগ করায়, আবার দু'দিন না পেলেই দুর্ভাবনার অন্ত থাকে না!

মাণিক দু'দিন পূর্বে পরিবারের একখানি সণ্ডনওবর্জ্জিত দীর্ঘ পত্র পেয়েছে, এসব তারি স্ফুট। বানান বিশুদ্ধ হলে বিপদ বাড়তো।—খিড়কির পুকুরটা, যার পঙ্কোদ্ধার করতে গরীবের সেভিংস্ অঙ্ক ফুরিয়ে যায়, যাতে মাছের ছানা ফেলিয়ে আসে, সে পুকুরটি যেতে বসেছে—খুড়োর Unemployment এর দুঃখ নাই। তাঁর এখন নিত্যকর্ম্ম ছিপ-ফেলে মাছ ধরা, পুকুরটিও নাকি রাজু জেলেকে, নিজের বলে' জমা দিয়েছেন। সে মাছ ধরছিল, ছোট ছেলেটা একটা মাছ চায়। পেয়েছিল খুড়োর এক ধমকানি। বালক ভয়ে পালাতে গিয়ে পড়ে' নাক থেঁতো করেছে—জ্বর হয়েছে!—মাণিক যতই বাদসাদ দিয়ে ভাবতে যায়—খুড়োকে চেনে, তাই ভুলতে পারছে না। দেশের সম্পত্তির এই বিপত্তি!

—ভাবছে এখন উপায় কি? বিদেশীর তরে দেশের কারই বা দুর্ভাবনা। আমার হয়ে তাঁরা কেনই বা কথা কবেন? সেটা বুদ্ধিমানের কাজও নয়। ভেবে আর কি করব! এখন ডাক্তারবাবু এলে যে বাঁচি।

সহসা বাইরে মশ্ মশ্ শব্দ।—"মাণিকলাল" বলেই হাসিমুখে বিনোদের প্রবেশ।—"মা দুর্গার দয়ায় কেল্লা ফতে।"

মাণিক যেন নিশ্চিন্ত হোলো—"আঃ, বাঁচালেন মশাই। আপনাকে ছেড়ে

আর একা একদণ্ড থাকা আমার চলবে না। একটা না একটা দুর্যোগ উপস্থিত হয়—”

বিনোদ সবিস্ময়ে—“আবার কি হোলো? যুধিষ্ঠির খাওয়া করেছিল বুঝি! সেই ভাবাবে দেখছি—”

“কি যে বলেন! ওই একটিই তো সত্যিকার বন্ধু বলে পেয়েছি মশাই। সে কথা এখন থাক। সেই যে বলেছিলেন ‘বাড়ির চিঠি’—তা পেয়েছি এবং তার মধ্যে খুড়োর practical অভিনয়,—ছোট ছেলেটার নাক খেঁতো, পত্নীর অনুতাপ প্রভৃতি নরক ভোগও পেয়েছি ও করছিলুম। ভাগ্যে আপনি এসে পড়লেন। যাক্ সে পাপ কথা, এখন আপনার কথা শুনি।”

“তাইত’ বড় ভাবছো দেখছি—ভাববারই কথা বটে। কিন্তু উপায় কি? চাকরি যে আমাদের অদৃষ্টলিপি মাণিক। ভেবনা, দেখবার একজন আছেন—”

“না, আর ভাবছি না! আপনার আসার সঙ্গে সঙ্গেই বল পেয়েছি। দেখবার একজন আছেন মানি। কিন্তু—”

“কিন্তুটা এখন থাক মাণিক। মনে রেখো মানুষের ইচ্ছায় কিছু হয়না—ও সম্বন্ধে কথা দু-কাপ চা খাবার পর হবে,—এখন থাক।”

“বড় ভুল হয়ে গেছে—মাপ করবেন, আগে চা-টা আনি।” মাণিক উঠল। আজ কিন্তু পূর্বের মত ছুটল না।

চা শেষ করে বিনোদ বললে—"মায়ের কৃপায় সব মধুরেণ সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে মাণিক। আমাকে পেয়ে সাহেবের Thanks আর থামে না। যেন কি দয়াই করতে গিয়েছি, আমার প্রাণে কিন্তু তখন টেথিস্কোপের ফোঁকরে পড়ে আছে! বললুম—"আগে আপনার বুকটা দেখব Sir—"

শুনে ভারী খুশি। আবার সেই 'সাইড্-রুম্' আর একজামিনের ধুম। টেনিস্কোপও যেন মুকিয়ে ছিল। যেখানে ঠ্যাকাই, হাতুড়ির আওয়াজ! তখন আর আমাকে পায় কে! বলে' ফেললুম—"Pardon me Sir, yours is a Torpedo-proof chest—কোনো রোগই ওখানে প্রবেশ পথ পেতে পারে না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ওষুধ আনিয়েছেন দেখছি—ফেলে দিন। ও সব ইণ্ডিয়ানদের জন্যে। আপনার কেন যে ও সন্দেহ হয়েছিল বুঝতে পারি না।"

সাহেব বললে—"ইণ্ডিয়ায় এসেছি কি না, তাই সাবধান হতে হয় ডাক্তার।"

বললুম—"সেটা খুব ভাল কথা।"

"কেন বল দেখি এখানে এই রোগ?"

বললুম—"সে আর আপনার শুনে কাজ নেই। যারা দুবেলা খেতে পরতে পায়, তাদের রোগ থাকবে কেন? আপনাদের সে দুর্ভাবনা নেই। থাক Sir—"

কি বুঝলেন জানি না। একটু নীরব থেকে বললেন—"চলো অনেক কথা আছে।"

ঘর বদলে বসা গেল। ওদের ঘেঁশে বেশীক্ষণ থাকা অস্বস্তিকর। আবার অনেক কথা কি রে বাবা!

Infected area-র (ছোঁয়াচ-পল্লীর) খবর কি ?"

তাঁকে সব ঠিক কথাই বললুম—"রোগ কমে এসেছে। নতুন আক্রমণ আর দেখছি না। কয়েকটি পুরাতন রুগী, এক ডজন হবে—তারাও সেরে উঠছে। সব কয়টিই বাঁচবে বলে আশা করি।" বললেন—"Goodness Doctor—তাদের perfect recovery—সেরে ওঠা, দেখা চাই।"

"আমাকে অল্পদিনের জন্য—দু'মাসের কড়ারে, পাঠানো হয়েছে। সেটা শেষ হতে যে আর কয়েকদিন মাত্র বাকি!"

"Nonsense, it is question of life, not time—you can't go leaving your patients to dogs—এটা জীবন মরণের কথা—সময়ের কথা নয়। তাদের না সারিয়ে যেতে পার না।'

"কিন্তু কর্তারা যদি"—আমাকে আর এগুতে হল না, তাঁর মুখ চোখ লাল হতে দেখেই থেমেছিলুম।

কড়া কণ্ঠেই বললেন—"কর্তাটা কে ? Could they dare order, while I am here with my regiment ?" আমাদের চাকরির প্রাণ-নাড়ী যে কতো পল্‌কা, সে কথা সাহেব তো জানেন না, স্বরাজের তাড়ায় একটু নাড়াতেই সে ছাড়া পায়! মা বাপ মলে, মুখ অগ্নিটা রবিবারে করলেই কর্তাদের ধর্মসম্মত হয়। না মানলে চাকরির মুখ-অগ্নি হয়েও যেতে পারে!

তার পরিবর্তন দেখে ধীর হয়ে বললুম—"আপনার ইচ্ছা জানলেই তারা দিন বাড়িয়ে দেবেন, তার ওপর তাঁরা কি আর কথা কইতে পারেন ? আপনি এক লাইন লিখে দিলেই যথেষ্ট হবে Sir."

শুনতে শুনতেই তাঁর সে লালিমাটা লোপ পেলে।—"Oh! Alright, ক'দিন লিখি বলো দিকি? আমার তো ইচ্ছা—যে কয়দিন আমি এখানে আছি"—বলে' হাসলেন, বললেন—তুমি থাকলে আমি ভাল থাকি।"

—কথার মধ্যেই সব হে—rather তার accent এর মধ্যেই সব—গিরিশ ঘোষের সাজানো বাগান শুকিয়ে গিয়েও চির-সবুজ হয়ে রইল। মধু ও বিষ পাশাপাশি থাকে। কথাতে শক্তি দেয় তারাই। কর্তাদের একটি ভাল কথা শুনলে দাসেরা দুনিয়া ভুলে যায়, তাও তাদের ভাগ্যে জোটে না। কেবল—হুকুম, চড়া কথা আর জল্দি! মাথা, মন, প্রাণ ওই চাকের বাতির কাছেই বাঁধা। সামান্য একটি 'কিন্তু' আরম্ভ না করতেই Shut-up, do what I order—চুপ্ যা বলছি—কর্'গে—শুনতে হয়। যাক্—

সাহেবের কথা শুনে আমার প্রায় চোখে জল এসে গিয়েছিল। বললুম—"দাসের প্রতি আপনার অসীম দয়া। আপনার কাছে থেকে কাজ করবার ভাগ্য আমি আর কি করে পাব। আমাকে এই চাকরি করেই খেতে হবে হুজুর, আপাতক না সপ্তাহ দুয়ের জন্যে লিখে দিন।" তিনি বোধকরি আমার কণ্ঠস্বরে আর্দ্র হয়েছিলেন, বললেন—cheer up Doctor, do'nt be afraid, I may remain in India for some time—writing for three weeks—ভয় কি, আমি এখন কিছুদিন এই দেশেই থাকবে।—আমি তিন সপ্তাহ লিখছি।"

কথা কবার ক্ষমতা ছিল না, উচিতও হ'ত না। বললুম—"সেই ভালো Sir, খুব ঠিক হয়েছে।"

তখন মন কিন্তু বলছে—"আপিস কর্তারা ঠিক ভাববেন—আমিই সাহেবকে দিয়ে নিজের ইচ্ছামত লিখিয়েছি। উপায় কি, আমার কথা কে বিশ্বাস করবে।"

মাণিক বললে—"তবে ভাবছেন কেন ? ওতো আছেই।"

"ওটা চাকরেদের আপনিই আসে—ভাবতে হয় না মাণিক। ওটা দাস-মনোবৃত্তি, সে অন্তরেই কাজ করে। যাক্—মা আছেন। হ্যাঁ, শিউনাথ সাহেবের কাছে গিয়েছিল। দেখে খুশি হয়েছেন। এক সপ্তাহ পরে কাজে join করতে বলেছেন।—তার কাছে নাকি শুনেছেন আমি নিজের পকেট থেকে রুগীদের পথ্যাদির জন্যে সাহায্য করি, তাতেই অনেকে বাঁচে।"

তাঁকে বললুম—"আমার কতটুকু সামর্থ Sir, আপনার টাকাতেই কাজ করেছি।"

"সে আর ক'টা টাকা ? না, আমি ভাল লোকের কাছে শুনেছি —তুমিও সাহায্য করেছ। সেতো ভালই করেছ।"

"থাক Sir, I feel ashamed—তাদের ভাল হওয়ার সঙ্গে যে আমার স্বার্থ জড়ানো রয়েছে—তাতে আপিসে যদি একটু ভাল record থাকে —ভাল remark পাই—"

সাহেব বললেন—"ভেবনা, তার ব্যবস্থা আমি করব।"

এই সময় একটি গোঁফ কামানো লম্বা—অফিসারই হবেন—এলেন। আমি উভয়কে সেলাম ঠুকে পালিয়ে এসে বেঁচেছি। অন্যায় করলুম কিনা বুঝতে পারছিনা। ছাখো মাণিক, কর্তাদের হুকুমের মধ্যে থাকাই ভালো। তাতে চাকরির বাঁধন বজায় থাকে। নরম গরমেই আমরা অভ্যস্ত, তাই একটুতেই ভয় হয়।—নাঃ, চাকরি আর করতে পারবনা, দেখছি—কেবল ভয় আর মিথ্যা কথা—"

"কই একটাও তো মিথ্যা কথা পেলুম না মশাই, সবই তো ঠিক বলেছেন।"

"কথার মধ্যে যে উদ্দেশ্য গা ঢেকে থাকে ! নিরাকার চৈতন্য হে'।

"আপনিই তো বলেন—যতক্ষণ পাঁচজনকে নিয়ে থাকা—সংসারে থাকা, ততক্ষণ সে থাকবেই। সে কাকেও বলে দিতে হয়না, চেষ্টা করেও বলতে হয় না। বলেন না, Self preservation (আত্মরক্ষা) জিনিসটির ওটি ধর্ম।"

"কে জানে, কখন কি বলি, মনে থাকে না। তা বটে সে বেচারা অতশত ভাববার সময়ও পায় না। কিন্তু—"

"মাপ করবেন, ওর মধ্যে আর 'কিন্তু' আনবেন না। তা হলে গেরুয়া নিতে হয়। সংসারে ওটা রোকে না, রাজ্যে তো নয়ই। রাজকার্যে বরং deplomacy বলে খ্যাতি পায়।"

"তা দেখছি, কোর্ট আর কাটগড়াই ও সত্যের মর্য্যাদার মহাপীঠ। থাক্ মাণিক। তার চেয়ে আর একবার চা খেলে হোতো—"

"সেই ভাল—" বলে হাসতে হাসতে মাণিক চলে গেল। মিনিট পাঁচ সাতের মধ্যেই চা এসে গেল।

বিনোদকে কিন্তু কথায় পেয়েছে, সে জের টেনে চল্‌লো।—বুঝলে মাণিক, এগুলো কি ওরা সাধে বেখেছে—হাঁপ ছেড়ে বাঁচবার উপায়—মুস্কিল-আসান।—দেখনা কেবলি মনে হচ্ছে—'বলে এলেই ভালো ছিল'।—কি পাপ বল দিকি! এ তো শুধু দাসত্ব নয়—আত্মবিক্রয়। এই সব করতে হবে কিনা তাই বুড়ো ভীষ্ম মূড়ো যেয়ে নজির রেখে গেছেন, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ সভায় টুঁ শব্দটিও তাঁর মুখ থেকে বেরয়নি। শেষে বললেন কিনা—'আমি যে দুর্য্যোধনের অন্ন খেয়েছি—অন্নদাস!' তাই বোধহয় মহাভারত কথাটার সু-প্রয়োগ মাঝে মাঝে শুনতে পাই—যার বাংলা মানে—'আরে ছি!' ওতে বড়দের দোষ হয় না, বড়বাবু সাহেবের ঘরে 'hopeless' প্রভৃতি মিষ্ট কথা শুনে—বাইরে এসে বলেন—'আজ খুব জমেছিল হে—অনেক religious talk' হোলো

তাই দেরী হয়ে গেল, ইত্যাদি।"

খানিক হাসতে হাসতে বললে—"আপনি এ বিষয়টা কিন্তু মিছে ভাবছেন। না চলে এলে ওরা ভাবত্তো—ওদের এটিকেট্ আপনি জানেন না। ঠিক করেছেন, আর কি দাঁড়াতে আছে?"

"তাই না কি? আমাদের উপ-কর্তারা কিন্তু আলাপি এলে অবান্তর কথায় দু'ঘণ্টা কাটিয়ে তার পর ঠিক ডাকতেন। দেখতে না পেলে—কৈফিয়ৎ তলব হতই। ভাবি কি মিছে! তাঁদের কর্তামীর দাবী যে দরাজ! আমরা কি কেবল কাজ করবার জন্যে আছি, ওঁদের কর্তামী দেখাবার উপায় হয়ে থাকাই যে আমাদের প্রধান কাজ হে।—যাক্, আর ভাববো না। রোগের যেমন উপসর্গ থাকে, এ সবও চাকরির উপসর্গ।—"

"দেখনা আজ খুব ভাল মন নিয়েই সাহেবের কাছ থেকে বেরিয়ে এসেছিলুম। কোথা থেকে ওই একটা খট্কা এসে সব বিগড়ে দিয়েছিল। এখানকার দিন ফুরিয়ে এলো দেখে, আর ০/ওর মেজাজটাও ভাল দেখে, অনেক কথাই ক'য়ে ফেলেছি। যুধিষ্ঠিরের একটু কাজের,—কণ্ট্রাক্টের—জন্যেও সাহেবকে আভাস দিয়েও এলুম।"

"ভালই করেছেন। তবে তার তো শুধু ওই কইমাছের কারবার নয়, আর কেবল এখানেই নয়, ওর সঙ্গে অনেক কিছু আছে নিশ্চয়।"

"ভালই করেছেন,—হাফ্প্যাণ্টের হিসেবটাও তো ওকেই সামলাতে হচ্ছে।"

"সেই কথাই তো ভাবছিলুম হে,—কিন্তু একমাত্র কই বিনয়ে ও থই পায় কি করে? আমরা যে চার পায়ে সামলাতে পারছিনা, খোলগুলো ক্রমশঃ ঢোল হয়ে উঠলো। লোকটা হিসেব পত্তোর বোঝেনা দেখছি, instalment দিয়ে না শেষে insolvent যায়।"

"আপনি ভাবছেন কেন, এক কইয়ে কি অত টাকা ছাপ্তে? ওর সঙ্গে আরো অনেক কিছু জড়িয়ে থাকবে—আমরা জানি না।"

"জেনে কাজও নেই মাণিক। ও রাজা হোক্—তাতে দুঃখু নেই, শুধু আমাদের না ফাঁসালেই বাঁচি। যাক্ ও কথা—ওর অদৃষ্টে যা আছে হবে।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, ওসব কথা এখন থাক। কুমারের মঙ্গল কামনাই এখন প্রধান—"

"কুমার আবার কে হে?"

"যিনি আসছেন—ভুলে যান কেনো?"

"ওঃ, that ফ্যাসাদি fellow, যিনি ঋণ পরিশোধের তাগাদায় আসছেন! ভালো কথা মনে করিয়ে দিয়েছ—এই ফাঁকে তিন দিনের ছুটির কথাও বলেছি I mean—সাধের হাঙ্গাম সারা চাই তো!"

মাণিক মাথা চুলকে বললে—"ছুটির কথাটা কেবল ওঁকে বললেই হবেনা কিন্তু।"

"না—আপিসে জানাব বইকি—ঘরের দেবতা আগে। o/c-র অহেতুক ভালবাসা মনটা কিন্তু বড় বিচলিত করে' দিয়েছে হে।"

"আমি তো বলেছি Sir, যিনি আসেন তিনি ভাগ্য নিয়েও আসেন। এসব কুমারের ভাগ্যের পরিচয়—"

ডাক্তার হাসিমুখে—"কিন্তু—"

"দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়।"

"ওটি জ্ঞানের কথা হ'ল মশাই। ওর 'ফুট্-নোট' থাকা দরকার—অর্থাৎ পঞ্চান্নর পর। আপনি তো বলেন—'জ্ঞান আর চাকরি—বিরুদ্ধ বাক্য। অজ্ঞান আর চাকরি এক ঘরে থাকে।"

"ওঁদের ভালবাসার মোহ মাঝে মাঝে বড ঘুলিয়ে দেয় হে—বড় ভয়ের জিনিস। যাক্, সে পরের কথা,—এখন কোথায় কি?

কয়েকদিন কাজে অকাজে কাটছে। আপিস থেকে ছুটি মঞ্জুর হয়ে এলো।

মাণিক বললে—"এখন ছুটিটা কবে নেওয়া হবে? কাজ তো আসছে শুক্রবার—"

"হ্যাঁ হে—তাও তো বটে। সে আর কটা দিন? দেখো দিকি, বেশ ছিলুম, কি হাঙ্গামের কথা আবার তুললে!"

"একদিন তো করতেই হোতো! পুষে রাখলেই চিন্তা, সেরে ফেললেই শান্তি।"

"তা ঠিক বটে! আচ্ছা, এটা তো আমার উপনয়ন নয়—আমি নাই গেলুম।"

"তা কি হয় Sir! তা হলে আমার মায়ের সাথে বাদ সাধা হবে যে! মন নিয়ে কথা, তিনি কি ভাববেন বলুন দিকি! বাড়িতে মেয়েরা আসবেন, তিনি মুখ তুলে কথা কইতে পারবেন না।—অমন বিভ্রাট বাধাবেন না।"

"আমি না গেলে বেশ সুশৃঙ্খলে সব হয়ে যেত, তুমি বুঝচো না মাণিক।"

"কিছু কিছু বুঝছি Sir," বলে মাণিক মৃদু হাসলে।—কাজের দিকে আমি থাকবো, আপনাকে কিছু করতে হবে না—আপনার যাওয়াটি কেবল চাই।"

বিনোদ মাথা চুলকে বললে—"বেশ, আমাকে কিছু বলতে বা দোষ দিতে পারবে না।"

"আপনি কেবল বাড়িতে থাকবেন। 'গোল্ড-মেডল' এক জন এনেছি।

সে কাজে তো দোষের কিছু নেই। তবে রিপোর্টের মালিকদের নিজে গিয়ে বলে' আসবেন।"

"তা পারবো।"

মাণিক কাজে গেল, কথা থেমে গেল। ডাক্তার পোস্টকার্ডের প্যাকেট নিয়ে বসলেন।

বুধবার সন্ধ্যার পর গা-ঢাকা অবস্থায় বিনোদ নিজের পূর্ব আস্তানায় এসে পড়েছে—বাড়িতে ঢুকতে ইতস্তত করছে—যেন পরের বাড়ি! বাইরেই পা-ঘষছে। উৎসাহ নেই। এদিক ওদিক চেয়ে—

"ওহে মাণিক—তারপর?"

"তারপর আবার কি মশাই? ভেতরে যান দেখা-শোনা করুন, খবর নিন। আমি বাইরের ঘরেই আছি।"

"হ্যাঁ, কোথাও যেওনা, একসঙ্গেই খাওয়া-দাওয়া। তবে যাই?"

"যাবেন বই কি, অতো 'কিন্তু' হচ্ছেন কেন? কি করতে এলেন তবে?"

"তুমিই তো আনলে। এখন কি মুস্কিল বলোদিকি!"

"মুস্কিলটে আবার কি? মাকে তবে আমিই ডাকি?"

"না, না, আমিই যাচ্ছি।"

"টুপিটে খুলে যাবেন" বলে মাণিক নিজে নিজেই হাসলে।

ইতস্তত করা আর ভাল দেখায় না! বিনোদ সবেগে অন্দরে ঢুকে পড়লো। রানী দালানেই দাঁড়িয়ে সব শুনছিল, তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে পালালো।

বিনোদ দেখতে পেয়েছিল। বললে—"ওগো আমি—পালাচ্ছ কেন?"

রানী বললে—"রান্নাঘরে পিসিমা আছেন। যাও, আগে তাঁর সঙ্গে..."

"হ্যাঁ, ঠিক বলেছ" বলে বিনোদ রান্নাঘরের দিকে গেল।

রানী অঠিক বলেনি। মেয়েদের রকমারি লজ্জার মধ্যে প্রথম সন্তানের বিজ্ঞাপন হওয়াটাও একটা। রানীর ঠিক কথাটির পশ্চাতে সেটাও, ক্ষণিকের হলেও, ঠিক ছিল। যাক্—

ওদিকে বিনোদকে পেয়ে পিসিমার আশীর্বাদ ও আনন্দ আর শেষ হতে চায় না।

বিনোদ কি বলবে খুঁজে না পেয়ে বললে— এত রান্না আজ কেন পিসিমা ?"

"সে কি কথা বাবা—তোমরা আসছো—"

"আজ আসব—জানতে নাকি !"

"পাগল ছেলে—চিঠি লিখেছ জান না ?"

"ওঃ, আমার কম্পাউণ্ডার মাণিক লিখে থাকবে। ভালই করেছে। সেও এখানেই খাবে।"

"তা জানি। বউমার সঙ্গে দেখা করেছ ?"

"আগে তোমার সঙ্গে দেখা না করেই ?"

শুনে খুব খুশি হলেন, অন্তরটা জুড়িয়ে গেল। এমন মধুর কথা তাঁকে শোনাবার তো কেউ নেই। বললেন—"যাও বাবা, দেখা করগে। মেয়েদের এ অবস্থায় মন যাতে প্রসন্ন থাকে তা করতে হয় বাবা। যাও, দেখা করগে। বেঁচে থাকো, ভাল থাকো।" ইত্যাদি—

বিনোদ নিজের ঘরে ঢুকে দেখলে—মেঝের মাদুর পেতে একটা ছোট বালিস নিয়ে, একখানা সবুজ রংয়ের র‍্যাপার গায়ে, হাতে একটি বই নিয়ে—রানী শুয়ে। বিনোদ ঘরে ঢুকতেই র‍্যাপার সামলাতে সামলাতে রানী তাড়াতাড়ি উঠে বসলো। গোল্ড কলারের ঢাকন দেওয়া জুয়েল্ ল্যাম্পের আলোয় বিনোদ যেন প্রতিমা দর্শন করলে। স্বাস্থ্যে, বর্ণে—রানী কানায় কানায় পূর্ণ—নত চক্ষে নীরব।

কথায় পণ্ডিত হলেও বিনোদ কথা না পেয়ে বললে—"কেমন আছ ?"

একটু সলজ্জ হাসি টেনে মৃদু কণ্ঠে রানী বললে—"দেখতেই তো পাচ্ছ মোটা হয়েছি, নড়তে চড়তে কষ্ট হয়।"

"সে শুধু মোটা হবার জন্যে নয়।"

রানী একটি ছোট্টো 'যাও' বলে, গায়ের কাপড় টানলে।—"ডাক্তারি করতে কেউ বলছে না। নন্দবাবু বলে গেছেন—সেখানে তোমার খাবার শোবার বড় কষ্ট। সে দেশে কি মানুষ থাকবার মত ঘর মেলেনা ? আমি সব শুনেছি।"

"দিন তো কেটে গেছে রানী।"

"বেশী দূর তো ছিল না, এর মধ্যে কি একবার আসতে নেই।"

"বোধহয় আসতুম, কিন্তু পিসিমার পত্রে খোলসা সুখবরটা পেয়ে, সে রোগের রাজ্যি থেকে—ইচ্ছা করেই আসিনি। এখন যে আর একজনের কথাও—"

"যাও, কেবল ডাক্তারি। আর কাজ নেই, এখন মুখ হাত ধোও তো।"

"ওঃ, তাও তো বটে। মাণিক বাইরের ঘরে একা বসে আছে। চা-টা যে আগে দরকার—ইস্।"

"যাও না, নিজেই দেরী করছ।"

"হ্যাঁ—সে এখানে খাবে—"

"আঃ—সে জানি। কেবল বাজে কথা।"

"আজ যেন ষোল-পূর্ণিমে—দেহে স্বর্ণাভা, গায়ে সুন্দর সবুজ, পায়ে আলতা, কি সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে—"

রানী রাগতভাবে—"তবে তিনি একাই বাইরে বসে থাকুন।"

"না—এই যে চললুম। চা-টা—"

"বাইরে 'বটুয়া' আছে, শীগগির ডেকে দাও তাকে।"

"সে আবার কে?"

"আঃ, চাকর গো? একটা boy রেখেছি।"

"বাঁচালে—বড় ভাল কাজ করেছ"—বলতে বলতে বিনোদ বাইরে গেল।

"বড় দেরী হয়ে গেল মাণিক। তাইতো বাড়ি ঢুকতে চাচ্ছিলুম না।"—

"কই, দেরী তো হয় নি।"

"দেখছি আজ আমাদের আসবার কথাটা তুমি এঁদের জানিয়েছ, কই আমাকে তো বলনি?"

"আপনি যে এখানকার কোনো কাজ করবেন না বলেছেন।"

"তা তো এখনো বলছি। আমার ওপর ভার থাকলে চিঁড়ে খেয়ে থাকতে হ'ত। এইবার হাতমুখ ধুয়ে ফ্যালো, আমিও ধুই। জলটা আনি……"

"বটুয়া এক বালতি জল, লোটা, সাবান, তোয়ালে দিয়ে—চা আর জলখাবার আনতে গেছে।"

"ওহো, আমাকে যে তাকে শীগগির পাঠিয়ে দিতে বলেছেন। ইস্—বড় ভুল হয়ে গেছে—"

ভুল আর হয়েছে কই, সবি তো এসে গেছে।"

বটুয়াকে দেখে বিনোদ অবাক—"এমন expert ছেলে পেলেন কোথা!"

মাণিক বললে— পাবেন আর কোথা—তাঁর training-এ হয়েছে। সংসারের লক্ষ্মী যে ওঁরাই, আমরা তো অসারের ঝক্কি।"

"কেন চাকরিটে বুঝি……"

"থাক মশাই, সে বিরাট পর্ব আর আরম্ভ করবেন না, চা জুড়িয়ে যাবে।"

চা ফেলে জলযোগ চললো। সেই ফাঁকে বটুয়া বাইরের ঘরের তক্তপোষে ধপধপে শয্যা রচনা করে', মশারি খাটিয়ে রেখে গেল।

মাণিক বললে—"দেখছেন, অনেকদিন পরে আজ পা ছড়িয়ে শুয়ে বাঁচবো। আজ আর বাদুড়-ঝোলা নয়।"

"সব রকম অভ্যাস থাকা ভাল হে, কখন কি অবস্থায় পড়া যায়। নেপোলিয়ন ঘোড়ায় বসে ঘুমুতেন!"

"আজ তো ঘুমিয়ে বাঁচি মশাই।"

"ভোরে উঠতে হবে কিন্তু।"

"আপনাকে তো নয়!"

"কর্তাদের সঙ্গে দেখাটা যে আমার ওপর রেখেছ।"

"হ্যাঁ, সেটা আপনাকেই করতে হবে।"

কথাবার্তায় রাত দশটা হল। খাবার জন্যে ডাক পড়লো। পিসিমার আদরে, যত্নে, আহারও প্রচুর হল।

মাণিক বললে—"বিদেশে বেরিয়ে পর্যন্ত ব্যঞ্জনের এ আস্বাদ আর ভাগ্যে জোটেনি।"

শুনেছি মেয়েরা নাকি রান্নার খুঁৎ বা অপর মেয়ের রূপের সুখ্যাতি উপভোগ করতে পারেন না। মাণিকের কল্যাণে আজ পিসিমার আশীর্বাদ আদায় করে সব উঠলেন। শেষ তিনি বললেন—কাজটি যাতে ভাল হয় তাই কোরো বাবা।"

মাণিক বললে—"কিছু ভাববেন না পিসিমা, আপনার আশীর্বাদে সব ভালই হবে।" বাইরে এসে ডাক্তারকে বললে—"মাপ করবেন, আমি আজ আর দাঁড়াতে পাচ্ছি না—শুয়ে পড়বো—ধপ্ধপে বিছানা আজ আমাকে অনেকক্ষণ টানছে। আবার ভোরে উঠতে হবে। আপনিও শুয়েপড়ুন গিয়ে।"

বিনোদকে সে দাঁড়াতে দিলে না।

বিনোদ ঘরে ঢুকতেই রানী একটু হাসি টেনে বললে—"ইস্—এত শীগগির চলে এলে যে?"

"মানিকের বড় ঘুম পেয়েছে, বললে—ছ'মাস পরে মশারি ফেলা বিছানা পেয়েছি, একটু ঘুমুতে দিন—"

"খুব বুঝেছ তো!—সে তোমার কথাটাই বলেছে। ছিঃ, একটু বসতে হয়। কেবল ডাক্তারিই পড়েছ—"

"আহা, সে যে দাঁড়াতে দিলে না গো—শুয়ে পড়লো। তার যে অনেক কাজ। সকল ভার একাই নিয়েছে, ভোরেই যে উঠতে হবে তাকে।

"আচ্ছা বেশ করেছ, থাক।"

"আহা তুমি বুঝছ না!"

"যাতে হাত দিচ্ছি তাতেই বুঝছি। এখন দয়া করে' শুয়ে পড়।"

"কেন, কি হোলো? আবার কি পেলে? আমি তো কিছুতে হাত দিই নি।"

"হাফপ্যান্টগুলো সিন্দুকে তুলে রাখতে বললে। ও কি পাট করা যায়? আগাগোড়া কাগজের কাঁড়িতে ভরা! কাগজ রাখবার আর জায়গা ছিল না?"

"ও কাগজ নয়—কাগজ নয়। ওর মধ্যে আমাদের মগজ রয়েছে। ও যেমন আছে তেমনি থাকে, পাট করতে হবে না, কিন্তু সিন্দুকে বন্ধ রাখতে

হবে। খবরদার বাইরে রেখ না।"

"আপিসের কাগজ বুঝি?"

"বড় আপিসের—ব্যাঙ্কের। মাণিক জানে।"

"তবে যেমন আছে থাকুক—তোমার সামনেই রাখছি। এইবার আমি রান্নাঘরে যাচ্ছি—পিসিমা আমার জন্যে বসে থাকবেন। তুমি শুয়ে পড়ো। বড় খেটেছ—"

বিনোদ বেলা সাতটার পর উঠে বাইরে গিয়ে দেখে মাণিক নেই! কোথায় গেল?

রানীর কাছে শুনলে—"তিনি তো ভোর পাঁচটায় বেরিয়েছেন।"

"অ্যাঁ—চা খেয়ে গেল না।"

"এতো বেলায় উঠে তোমাকে আর ভাবতে হবে না! সে সব হয়েছে, বটুয়া, করে দিয়েছে।"

"আমাকে ডাকতে হয়।"

"তাও হয়েছিল মশাই—উত্তর দেবে কে? মাণিক বাবুও বারণ করলেন।"

বিনোদ সহাস্যে বললে—"সে ভুল করে না জানি। কিন্তু আমারো যে অনেক কাজ রয়েছে।"

"কেন, আবার ঘুমুবে নাকি? কাজের লোকদের লম্বা rest নেওয়াই তো ভাল—তোমরাই তো বলো!"

বিনোদ একটু হেসে বললে—"আমাকে একটু চা দেবে না?"

কথা শেষ না হতেই বটুয়া চা আর সিঙাড়া নিয়ে হাজির।

"আবার এখন সিঙাড়া কেন?"

"শুধু চা-টা খাবে। স্টোভে ও সব বটুয়াই করে' এনেছে।"

"এমন ছেলেটিকে পেলে কোথায়? বটুয়া নয়, সকল কাজেই ওকে 'পটুয়া'

দেখছি। খুব যত্ন করে' রেখো।"

"যে আজ্ঞে,—এখন খাও।"

"তুমি কিছু খাবে না?"

"থামো অত দয়ায় কাজ নেই। তোমার কাজ আছে বললে না?"

"সে যেমন কঠিন তেমনি বিষম—পরম শুভানুধ্যায়ীদের সঙ্গে কি না।"

"তবে সেটা আগে সেরে নিশ্চিন্ত হও। কথা কিন্তু বাড়িও না, চোখো-চোখিও কোরো না।"

রানী স্বামীকে চেনে, কথা মানবেন না, চা খেতেই দশটা বাজাবেন। নিজে সরে গেল।—বিনোদত াড়াতাড়ি আধঘণ্টার মধ্যে প্রস্তুত হয়ে, পা ঘষতে ঘষতে দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়লো।

—"মাণিককে তক্ষুণি বলেছিলুম—আমাকে জড়িও না। শুনলে না—"

* * * *

হসপিটেল কম্পাউণ্ডেই তার round সুরু হল। বিনোদ জানতো—বড়রা প্রায়ই সিভিল সার্জেনকে আপ্যায়িত করতে নিত্য আসেন, সব জঞ্জাল এক জায়গায় জড় হন। তাঁর ৭ বছরের ছেলে অনুরূপের বুদ্ধির প্রশংসা ও ভবিষ্যতের 'প্রফেসি চলে," কেবল 'কন্দর্প' কথাটি বলতে বাধে—পাছে সেটা উপহাসে দাঁড়ায়—ভগবানের মার। যাক্—

কেউ বলেন—"আর দেখুন—পরিবারের সেই মাথাধরাটা আর গেল না। বড় 'পিভিস্' হয়ে পড়ছেন—"

কর্ত্তা বলেন—"ও কিছু নয়—বয়সের সঙ্গে ওটা হয়। মেয়ের বিবাহের বয়স যতো বাড়ে. ওটাও ততো বাড়তে থাকে। বাড়িতে জামাই আনলেই কমে' যাবে। আমাদের ওঁরা তো আর এখন পত্নী বা প্রেয়সী নন—গৃহিনী!"

সকলের হাসির হল্লা পড়ে যায়। আরম্ভ হয়—"ওঁরা ও সম্বন্ধে আমাদের উদাসীন ভাবেন, এই দুঃখু। মেয়ের বিবাহটা সেরে ফেলুন। ও মাথা ধরা ওষুধে সারে না।"

"বলেন কি? তবে যাই কোথা?"

"কেন—পাত্রানুসন্ধানে।"

"পর পর—সাতটি যে!"

"তবে যাবৎ জীবনম্!"

"তাই তো দেখছি মশাই। প্রথম পাঁচ বছর কি আরামেই ছিলুম। একটু দেরী হলেই বলতেন—'এতো দেরী হ'ল যে, আমার ভয় করেনা বুঝি!'—এখন রাত একটা হলেও কথা নেই, যেন কে এলো। খেয়েছি কিনা, সে খোঁজও নেই!"

"জামাই এনে ফেলুন—জামাই এনে ফেলুন।"

"নগদ পাঁচ সাত হাজারের কমে কেউ যে কথা কয়না।"

"আরে ম্যান্, সবগুলির জন্যে তো বাঁচতে হবে না—দু'—তিনটিতেই দুর্গা বলা চলবে। এখন আশার মধ্যে তাই।"

"Exactly Sir—" বলে' সকলে হাসেন।

কেউ বলেন—"আর ভাবতে হবে না—ভগবান, কুম্ভকর্ণ নন, জেগে আছেন। দিন এসে গেছে। শুনছি কালা বাজার খুলেছে, প্রফিটিয়ারিং-এর ফিয়ারিংও ঘুচেছে। নাওনা কতো জামাই চাই!"

ইত্যাদি ইত্যাদি কথার পর, বিনা পয়সার ওষুধ নিয়ে সব ওঠেন। বিনোদের এসব জানা ছিল। গিয়েও তাঁদের এক মজলিসেই পেলে। নমস্কার করে দাঁড়াতেই, কর্তা-পদবাচ্যরা—"আরে—এসো এসো বিনোদ।"

চেয়ারম্যান দাঁড়িয়ে উঠে—"এসো এসো, বড় খুশি হয়েছি, আমার মুখ

রক্ষা করেছ। o/c যা লিখেছেন, বুক আমার দশ হাত বেড়ে গেছে। কিন্তু ভাবনাতেও ফেলেছেন। এখন তোমাকে কিসের চার্জ দেব ভেবেই পাচ্ছিনা।"

বিনোদ বিনীত ভাবে বললে—"ও সব কি বলছেন! যেমন আছি—আপনাদের দয়ায় তাই থাকতে চাই। আপনাদের দয়া ছাড়া আর কিছু চাই না Sir—"

একজন বললেন—"তুমি চাইনা বললেই তো চলবে না। সাহেব খুশি হলে স্বর্গ পর্যন্ত সিঁড়ি বানিয়ে দেয়। ওঁর ভাবনার কথা বইকি! তোমাকে তো উনি ঘোঁড়-রক্ষক করে দিতে পারেন না।"

"কি বলছেন বুঝতে পারছি না। তিনি কি লিখেছেন, তাও জানি না। ও সব ফাইলের জিনিস ফাইলে ফেলে দিলেই চলবে।"

"আরে তা কি হয়! তোমার ভালোতে আমরা সকলেই খুশি সেটা তো জানো। একটা কথা শোনাই ছিল—'স্ত্রীভাগ্যে ধন।' নিজেদের বেলায় তার প্রমাণ পাইনি, তোমার দৌলতে মিললো।"

আর একজন বললেন—"শুভদৃষ্টিটে নিখুঁৎ হবে বলে' 'ফোকাস্' ঠিক করবার জন্যে একটা চোখ বুজেছিলুম, ভাগ্যে 'বোগাস্' হয়ে গেল। সে দুর্বুদ্ধির ফল এখন কাঁদি কাঁদি ফলছে। আবার তুমি একটা বাড়ালে। এখন কথায় কথায় তো সব উপমার বুলেটিন বেরুবে।"—সকলে হাসলেন। "সাক্ষাৎ লক্ষ্মী প্রতিমা ঘরে এনেছ বিনোদ। এসব তাঁরি 'পয়ে'—সেটা মনে রেখো। তাঁর প্যাঁচাটা পেলেও বাঁচি। আমাদের এঁদের নিন্দে করছি না—নিঃসন্তান রাখেন নি, দয়া করে সাত মেয়ে দিয়েছেন। এখন প্রসবের পয়টি ক্ষয় হ'লে যে বাঁচি।"

পঞ্চমুখে—hear-hear ও উচ্চ হাস্য।

সিভিল সার্জেন বাধা দিলেন—"থাক, ও সব কথা।" বিনোদকে বললেন—

'সব শুনেছি বিনোদ—তোমার অনেক কাজ, সে সব সেরে ফ্যালো গিয়ে, আমাদের কিছু বলতে হবে না।"

সকলে বললেন—"হ্যাঁ, সেটা আগে, আমরা ঘরের লোক।" বিনোদ বেচারা কথা কবার ফাঁক পাচ্ছিল না, যেন বাঁচলো। ঢোক গিলে বললে—"আমি এখন আপনাদের বাড়িতে ব'লে আসতে যাচ্ছি—দয়া করে মেয়েদের পাঠিয়ে দেবেন। আমি একা মানুষ। নন্দকে অন্তত্রে বলতে পাঠালে—দোষ হবে কি ?"

"দোষ আবার কি, বৃহৎ কাজে এতো করতেই হয়। তায় সমারোহের ব্যাপার শুনছি।"

বিনোদ আর দাঁড়াল না। কর্তাদের হাসিখুশি ও কথার ব্যাঁকের মধ্যে যা ছিল তা সুস্পষ্ট না হ'লেও বিনোদের কাছে খুব অস্পষ্টও ছিল না। সে ভাবতে ভাবতে চললো—'মা দুর্গা আছেন।'

পথে যার সঙ্গে দেখা, যে হেসে কথা কয়েছে, তার বাড়ির মেয়েদের না বলে পারেননি, অর্থাৎ extra বিশ পঁচিশ ঘর মাত্র !

বেলা প্রায় একটায়, ফেরবার পথে কয়েক দোকান ঘুরে যে কয়টা মশারি মিলেছে—অর্থাৎ ডজনখানেক, নিয়ে ফিরলো।—বাড়ির সামনে ৩।৪ খানা গাড়ি দেখে এবং মাণিককে ভাড়া দিতে দেখে,—'এসব আবার কি ? মাণিক মজাবে দেখছি।' এতো গাড়ি কেন, কারা আবার এলো ?"

মাণিক বললে—"যাদের জন্যে পোস্টকার্ডের ভাড়া নিয়ে বসেছিলেন, Sub-Division-এর ডাক্তার পত্নীরা দয়া করে এসেছেন।"

"বল কি মাণিক, ১৮ মাইল, ২২ মাইল গরুর গাড়ির পথে, ভদ্র-পরিবারেরা আসবেন তা কি করে জানবো ! এও কি সম্ভব ? ছেলে-মেয়ে নিয়ে নাকি ?"

"মেয়েরা তাদের আর কোথায় ফেলে রেখে আসবেন ?"

"মাথা খেয়েছে ! বাঙালির যে সবই ফলন্ত পরিচয় হে ! কতগুলি ?"

"এক কুড়ি আন্দাজ। যুধিষ্ঠির দু' বালতি দুধ আনতে ছুটেছে।"

"যুধিষ্ঠির ? তাকে আবার—"

"ও কি কথা মশাই ! সে না এলে—ধর্মরক্ষা করবে কে ?"

"তোমরা আমায় পাগল করবে দেখছি।"

"আপনি ভাববেন না, কিছু মুখে দিন গে।"

"মেয়েরা সব থাকবে কোথা, এই তো কোয়ার্টার !"

"সেটা ভাববার সময় আর নেই। লেডি ডাক্তারের কোয়ার্টার এ বাড়ীর লাগাও।

সেইখানে সব চালান হয়েছে, তিনি নিজেই তাঁদের নিয়ে গেছেন। জলখাবার আনিয়ে দিয়েছি, বটুয়া চা দিয়ে এসেছে। আপনার বগলে ও সব আবার কি ?"

"মশার মোচ্ছোব দেখছ তো ? পরের বাচ্ছা-কাচ্চাদের এক রাতেই হাড্ডিসার করে দেবে—খোসা নিয়ে ফিরতে হবে। হতভাগা জায়গা—বেশী পেলুম না। যা ডজনখানেক পেলুম, নিয়ে এসেছি—"

"বলেন কি—ডজনখানেক ! থাক্, সব লাট করবেন না—আমাকে দিন।"

বটুয়া চা আর কচুরি দিয়ে গেল।

পরে বাড়ি ঢুকে দেখে—ঘিয়ের টিন্, চিনির বস্তা, চায়ের প্যাকেট, এঁচোড়, আলু, বালতি, বাসন, মশলা, পাঁচ খানা বঁটি। কোথাও পা বাড়াবার পথ নেই !

রানীর মুখ শুকিয়ে গেছে, কথা নেই। কেবল বললে—"আমার মাথা ঘুরছে, দাঁড়াতে পারছিনা। এ সব করতে তোমাকে কে বলেছিল।"

—ইত্যাদি—

যুধিষ্ঠির দু' বালতি দুধ রেখে প্রণাম করলে। বিনোদ বললে—"আমার মাথার ঠিক নেই যুধিষ্ঠীর, যা হয় তোমরা করো।

—"যে আজ্ঞে" বলে সে পাশ কাটালে।

মাণিক বললে—"মাথায় একটু জল দিন, অরে পেটে দুটি অন্ন দিয়ে শুয়ে পড়ুন গে।"

"কোথায়? তাই তো ভাবছি। স্থান কই?"

মাণিক বললে—"একটা 'ওয়ার্ড' পরিষ্কার করিয়ে বিছানা-পেতে রেখেছি।"

"আঃ, বাঁচালে।—সত্যি বলে' নিও না—মিথ্যাই হোক্—তোমাকে পেলে আমার মরেও সুখ আছে! 'হঠাৎ কান খাড়া করে'—"কে গায়?"

তখন লেডি ডাক্তারের কোয়ার্টারে, হারমোনিয়ম যোগে মেয়েদের মজলিস জমে উঠেছে—

—কত সুখেরি স্বপন করেছি বপন
রতন তরে,
সে আসিবে হাসিবে বেদনা নাশিবে—

—"আর যে শোনা গেল না হে—"

"সেটা দেখবার জন্যে রইল।"

মাণিকের মাথা তখন অন্যত্র ঘুরছে। সে ডাক্তার বাবুকে ভাল রকমই চিনেছে। তার ভাবনা তখন পাবনা পৌঁচেছে—extra নিমন্ত্রিতের সংখ্যা কত বাড়াবে তাই ভাবছিল।

* * * *

আজ শুক্রবার। সকলেই সমান ব্যস্ত। বিশেষ পিসিমাকে যেন বীর-বাতাস লেগেছে। বিনোদ পড়ে পড়ে কেবল দুর্গানাম করছে। লেডি

ডাক্তারের কোয়ার্টারে সুর সংযোগে সঙ্গীত চলছে। নানা সুগন্ধি একত্র হয়ে প্রজাপতিদের বিভ্রান্ত করে' ঘোরাচ্ছে। যার কেশে বসবার চেষ্টা করছে—ভীষণ হাসি তামাসার হল্লা উঠছে। সুন্দরীদের কলহাস্তে চারিদিক মুখরিত। চল্লিশ—উত্তীর্ণারাও আজ যেন—

"মুকুলিতা বালিকা বয়সী
—অনন্ত যৌবনা উর্বশী।"
"উড়িয়া অলক ঢাকিছে পলক,
কবরী খসিয়া ঝুলিছে।"

জাফরাণের সুঘ্রাণে Hospital Compound ভরপুর!

বেলা প্রায় একটা। মেয়েদের ডাক পড়লো। সকলেই আরসির দিকে ছুটলেন। সময় কম, তাড়াতাড়িতে চিরুণী বেচারির অঙ্গহানিও হল। নানা angle-এ মুখ দেখার পর, মহিলারা এসে আসন নিলেন। রব উঠলো রানী কোথা? সোনা ফেলে কাজ নাকি?

"এই যে গো" বলতে বলতে লেডি ডাক্তার কিরণশশী লজ্জানতমুখী রানীকে হাজির করে' দিলেন। পরণে সদ্যোগর্ভমুক্ত কচি কলাপাতা রঙের স্বর্ণাভ বেনারসী।—আড়াই ইঞ্চি চওড়া উজ্জ্বল জরির পাড়। মাঝে মাঝে নাগকেশর পুষ্প ঘিরে মুগ্ধ মৌমাছির ঝাঁক! একই বর্ণের ব্লাউসের উপর অভিনব একছড়া হার—পলকে পলকে বিজলী হানছে—রং বদলাচ্ছে।

মেয়েদের হাতের গ্রাস আর মুখে ওঠে না। সকলের দৃষ্টি সেইখানে আবদ্ধ। একজন বলে ফেললেন—"হ্যাঁ, পছন্দ বটে বিনোদের! আমাদের এঁদের চোখে সেই সে-কেলে মেনকা-মার্কাই জোটে! যাত্রার সং সাজা। কখনো পরতে আর হল না!"

তপতী বললেন—"আবার বলা হয়—ওর জরি বেচলেও ষাট টাকা

আসবে!" বলেছি—"বেচো আমার শ্রাদ্ধে!"

সকলের দৃষ্টিটা কিন্তু 'হারের' ওপর। একবার উঠতে পারলে হয়—না দেখে স্বস্তি নেই। সূক্ষ্ম শিল্প সকলকেই আকর্ষণ করে! পুরুষদেরও শিল্পের টান অল্প নয়। প্রথম যেই গুবরেপোকা-গোঁফ উঠলো, আমরা তা ব্যবহারে বিলম্ব করিনি। সম্প্রতি কপালে কাবুলী 'চ্যাপাল' মিলেছে। ইকনমিকে প্রণমী।

ভোজ শেষ হ'তে এক প্রকার অপরাহ্ন। হাতমুখ ধুয়েই হার। ওমা—শঙ্করচিলের লকেট।

সকলে বললেন—"হ্যাঁ, রানীর হারই বটে। কি সূক্ষ্ম কাজ!"—রানী আর দাঁড়াতে পারছিল না—কাঁপছিল। লেডি ডাক্তার তাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলেন।

মেয়েরাই মেয়েদের চেনেন। কয়েকটি বুদ্ধিমতি বর্ষীয়সী গিন্নি পিসিমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে—রন্ধন ও ভোজনের বহু প্রশংসা করে বললেন—"আপনাদের অবর্তমানে রান্নার এ আস্বাদ আর জুটবে না। কি ছ্যাঁচড়াই আজ খেলুম, ঠাকুমার গঙ্গালাভের পর এ আস্বাদ আর জোটেনি, আজ সে সব কথা মনে হচ্ছে। কোনটার কথা কইব, মোচার ঘণ্ট মুখ জুড়িয়ে দিয়েছে—ইত্যাদি ইত্যাদি। যে ভাবেই হোক—সব সত্য কথাই বেরিয়েছিল। পিসিমাকে তুষ্ট করে তাঁরা তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে ফিরলেন।

উল্লসিত—পিসিমা শেষে বলেন—"সকলে প্রাণখুলে আশীর্বাদ করো মা—বিনোদ যেন সুখী হয়, রানী নির্বিঘ্নে পুত্রবতী হয়," ইত্যাদি। যাক্।

ভদ্র গৃহস্থ ঘরের মহিলাদের এই সুমধুর সৌজন্যালাপ বাংলার প্রকৃতিগত এবং এখনো চলে আসছে, তাই উল্লেখ করা।

*   *   *   *

পুরুষদের ভোজের ব্যবস্থাটা মাণিক বাইরেই করেছিল। আর মহাপুরুষদের তাঁবুতে রহমৎ স্বয়ং বিদ্যমান ছিল। রাত ১২টার পূর্বেই সব সুচারুরূপে সমাধা হয়ে গেল। কর্মবাড়ি ঠাণ্ডা হতে রাত প্রায় তিনটে। পিসিমা ও মাণিক তখন একটু গড়াতে গেলেন।

মাণিকের আর বটুয়ার ব্যবস্থায়, সকালে চা খেয়ে মহিলারা সব স্ব স্ব স্থানে রওনা হলেন—গাড়ি হাজির ছিল। লেডি ডাক্তারের ওপর অনেকেরই অনুরোধ রইল—হারকার বা স্বর্ণকারের ঠিকানাটার জন্যে।

(১৬)

মাণিকলাল বেলা ৯টার সময় গিয়ে বিনোদকে খবর দিলে—উঠে পড়ুন, অনেক বেলা হয়েছে যে! সব রওনা করে দিয়েছি—বাড়ি খালি।"

বিনোদ এতক্ষণ কি অবস্থায় ছিল, সেই জানে।—"এঁ্যা, সত্যি বলছো, সত্যি সব চলে গেছেন?"

"আপনার সামনে মিছে কথা…"

"না, তা জানি, তবে—কিছু না খেয়ে সব…"

"রাতের খাবার পরে খেতে পারবেন কেন? চা আর জলযোগ যা করিয়েছি, দিনে আর তাঁদের খেতে হবে না। কচি কাচার জন্যে সঙ্গে দুধ দিয়েছি।"

"বাঁচালে"—বলে বিনোদ যেন স্বপ্নভঙ্গে উঠে বসলো।—আমাকে একটু চা দেবে না?"

"সব প্রস্তুত আছে—কোয়াটারে চলুন। মায়ের খবরটাও তো নেওয়া

চাই। আর লেডি ডাক্তারকেও শত ধন্যবাদ দেওয়া চাই। তিনি না থাকলে যে কি হোত, ভাবতে পারি না! যে ফ্যাসাদ করেছিলেন।"

"তাঁরা যে কষ্ট করে আসবেন, তা জানতুম না মাণিক। বড় সুখী করেছেন কিন্তু—"

"আজ্ঞে হ্যাঁ!—মেয়েরা কয়েদীর মত বিদেশে পড়ে থাকেন, একটা উপলক্ষ্য পেলে কষ্টের কথা তাঁদের মনেই আসতে পারে না—চলুন।"

বিনোদ অপরাধীর মত গিয়ে বাড়ি ঢুকলো।

সেখানে রানীও এইমাত্র যেন 'মেজর-অপারেশনের' পর ক্লোরোফর্মের আচ্ছন্নতা মুক্ত হয়েছে। সে আনন্দে মধুর মৃদুহাস্যে—"খুব যা হোক্," বলে মাথায় হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করলে। রাতের ক্লান্ত অবসন্ন অবস্থায় উৎসব বেশটাও তখনো বদলান হয় নি।

—"এ কি—এ সব কোথা থেকে এলো? একদম রাজকন্যা যে!"

—"আহা, কিছু যেন জানেন না! বাপ মায়ে তো মিছে রানী নামটা রাখেন নি।"

—"ধার করা রাজকন্যে?"

রানী অভিমানের সুরে বললে—"ইস্—তা'হলে আমি পরতুম কি না, সে মেয়ে আমি নই।"

—"সে কি আর আমি জানি না," বলে বিনোদ একটু হাসলে। অভিমান অপসৃত হোল।

বটুয়া চা আর একটা ডিসে একটা আপেল দিয়ে গেল।

"সকালে আবার ফল কেন?—নিয়ে যা বটুয়া—এর পরে দিস।"

লেডি ডাক্তার ঘরে প্রবেশ করতে করতে বললেন—"হ্যাঁ, সকাল বটে—

বেলা দশটা মাত্র। কাছারিতে বাবুদের কলম চলছে।”

বিনোদ তাঁকে দেখে উঠে দাঁড়িয়েছিল। ফাঁক পেয়ে বললে—“আসুন, আসুন, শত নমস্কার। খুব বাঁচিয়েছেন। যে ভুল করেছিলুম, আপনি না থাকলে, তা থেকে মান রক্ষার পথ আমার ছিল না। আমি নিমন্ত্রণ পত্রই দিয়েছিলুম—যেমন দিতে হয়। কেউ যে আসবেন, সে দুর্ভাবনা মোটেই ছিল না। উঃ, কি রক্ষাই করেছেন, নচেৎ কোথাও পালাতুম।”

লেডি ডাক্তার সহাস্যে বললেন—“পালানো আবার কাকে বলে তা তো বুঝলুম না। কাল রাত থেকে খুঁজছি, ডাক্তারের পাত্তাই নেই। রানীকে সাজালুম, রাজা কোথায়, দেখাই কাকে?”

—“এই তো দেখলুম—কোথায় গেলেন?”

—“এখন তো আওতানো বাসি ফুল দেখলেন। হ্যাঁ, বলুন তো, হার-ছড়াটি কোথা থেকে গড়ালেন? বেহারে ও হার জন্মায় না—কি মানিয়েই ছিল! কিন্তু তাতে আমার কাজ বাড়িয়েছেন, সকলকে শিল্পীর ঠিক ঠিকানা দিয়ে চিঠি লেখবার হুকুম পেয়েছি—শাড়ীখানি সম্বন্ধেও। তাঁরা বোধহয় ভাবেন, সকলকেই যেন রানীর মত মানাবে।”

এই বলে হাসলেন তিনি।

বিনোদ বললে—“কেন আর লজ্জা দিচ্ছেন!”

না ডাক্তারবাবু, আমি বাক্যিদত্ত হয়েছি,—এক্ষুনি চাচ্ছিনা, আপনারা কথা কন, আমি এখন চললুম।”—আর দাঁড়ালেন না।

বিনোদ হতভম্ব—মাণিক মাথা খেয়েছে দেখছি। কিন্তু—কটা টাকাই বা দিয়েছিলুম—এত সব করলে কি করে—পেলে কোথায়? যাক—সে পরে বোঝা যাবে, এখন একবার ভাল করে দেখি।

হার রানীর গলাতেই ছিল, পিসিমা খুলতে নিষেধ করেছেন। শাড়ী

বিছানাতেই ছিল, উল্টে-পাল্টে ভাল করে দেখলে।—"তোমার পছন্দ হয়েছে তো রানী—পিসিমাকে প্রণাম করেছ তো?"

"ইস্—ভাগ্যিস বললে, ওটা বুঝি মেয়েদের শেখাতে হয়!"

"না, তা বলছি না, হট্টগোলের মধ্যে পিসিমাও ব্যস্ত, আর তোমার অবস্থা নিজের হাল দেখেই বুঝতে তো পারছি।"

"নিজের সঙ্গে আর তুলনাটা কোরো না—পুরুষ বটে!"

"তাই ভাবছ না কি? আমার যশোভাগ্যিটে ঘষা পয়সার মত। খাঁটি তামা হলেও অচল! মাণিক ভীষ্মের শরশয্যা বানিয়ে আমায় শুইয়ে রেখেছিল, মন কিন্তু ত্রিভুবন ঘুরছিল, স্বস্তি ছিল না, এক মুহূর্তের।"

"ত্রিভুবন মানে?"

"তুমি, তোমার অবস্থা, লেডি ডাক্তারের বাড়ি ও ব্যবস্থা—আর বাইরের তাঁবু আমাকে হাবুডুবু খাওয়াচ্ছিল।"

"ইস্—মশায়ের বড় খাটুনি গেছে দেখছি!"

বাইরে কার ডাক শুনতে পেয়ে বিনোদ উঠে পড়লো।

বিনোদ বাইরে গিয়ে দেখে হাঁসপাতালের বড় কর্তা দাঁড়িয়ে। নমস্কার করে এগুলো।—"এসো" বলে, তিনিও তাঁর আপিসের দিকে চললেন! বিনোদ নানা কথা ভাবতে ভাবতে সশঙ্কে সঙ্গ নিলে।—কি ব্যাপার—এত গম্ভীর কেন?

আপিসে বসবার পর সিভিল সার্জেন বললেন—"তোমাকে cholera duty-তে পাঠান হয়েছিল। ভাল কাজ করেছ, o/c-কে খুশি করেছ তাতে আমাকেও ততোধিক খুশি করা হয়েছে। কিন্তু দু'মাস পরে এসেই নির্বোধের মত এমন ভুলটা করলে কেন? এত বাড়াবাড়ি করাটা কি ঠিক হয়েছে?"

বিনোদ কাতর ভাবে বললে—"আপনি আমার Boss, দয়া করে বিশ্বাস করুন।—এসব পিসিমার মেয়ে বুদ্ধিতে হয়েছে, আমাকে জানতে দেন নি। তাঁর হাতে কিছু ছিল—বিধবার সম্বল। বোধ করি সবই খুইয়ে থাকবেন। আমি এখনো সে সব খবর নিতে পারি নি। এসে আভাসেই একটু বুঝে, তাঁকে তখন বাধা দিতে যাওয়া বৃথা জেনে নিজে শরীর খারাপ বলে একটা খালি ওয়ার্ডে শুয়ে ছিলুম—কিছুতে join করিনি Sir—"

সিভিল সার্জেন বললেন—"আমি তা লক্ষ্য করেছি, কিন্তু তোমার আপিসের কর্তারা, সেকথা তো বুঝবেন না। অনেকেই সস্ত্রীক এসেছিলেন। সকলের মন তো সমান নয়। তায় বিদেশ। বুঝতে পারছো?"

"আমি আপনাকে আর কি বলবো—দেখে শুনে আমার বুদ্ধি লোপ পেয়ে গেছে Sir, আপনি বাঁচান, সৎ পরামর্শ দিন।"

"এখন too late বিনোদ,—তায় মেয়েরা দেখে গেছেন, সেটা কতগুণ magnified হয়ে কি আকার ধরেছে তা তো বোঝো! বিশেষ হারের বর্ণনাটা, আমি না দেখলেও বলতে পারি—এতক্ষণ তার ওজন পঁচাত্তর ভরিতে পৌঁছে থাকবে। মেয়েদের দোষ দিচ্ছি না, তাঁদের আন্দাজ বইত নয়, সুমিষ্ট ভুল করতেই পারেন।—সোনার দর এখন একশোর ওপর ভরি চলেছে—তার উর্দ্ধগতি—"

"বলেন কি, বিশ পঁচিশই জানি। ওর খোঁজের তো দরকার হয়না Sir, কি করে জানবো—" হঠাৎ একটু উত্তেজিত ভাবে—"আচ্ছা Sir—এটা যদি আমার শ্বশুর বাড়ির present হয়, তাঁরা তাঁদের মেয়েকে দিয়েছেন। এমন তো হয়েও থাকে।"

সিভিল সার্জেন সহাস্যে বললেন—"বলছিলে যে মাথা কাজ করছে না!

এই তো অনেক দূর চলে গেছ !"

বিনোদ অপ্রস্তুত ও বিনীত ভাবে বললে—"বিপদেও যে law নেই Sir—"

"যাক্ ও কথা। তোমাকে ভালবাসি, তাই সাবধান করবার জন্য ডেকেছিলুম। চাকরিই যখন মূলধন, সেটা বাঁচিয়ে চোলো। আপিসে ভাল মন্দ লোক থাকেন—আছেনও। একে o/c-র certificate jealousy Complex এনেছে, তার ওপর এই সমারোহের রসান আমার ভাল লাগেনি। তাই কথাগুলো বললুম। যাও, সাবধান হয়ে কাজ কোরো।"

সিভিল সার্জেনের কথাগুলো বিনোদকে খুবই চিন্তিত করেছিল। তাকে নমস্কার করে ধীরে ধীরে অন্যমনস্কভাবে বাড়ি ফিরলো।

* * * *

মাণিক মুখিয়েই ছিল। দেরী দেখে সে ছট্‌ফট্ করছিল। সিভিল সার্জেন অমন করে ডেকে নিয়ে গেলেন কেন, ভাল বোধ হচ্ছে না তো ?—বিনোদকে দেখেই বললে—"ব্যাপার কি বলুন দিকি ? এতক্ষণ কি কথা হচ্ছিল,—আপনাকে এমন দেখছি কেন ?"

"আমি তো বারবার তোমাকে বলেছি, চাকরি করা আমার দ্বারা চলবে না। তোমরা সেইটে এগিয়ে দিলে। বুঝছি, ভাল ভেবেই সব করেছ, কিন্তু—দেখছি—'গুণ হয়ে দোষ হইল'—"

"আমি যে কিছু বুঝতে পারছিনা। সব বলুন দিকি শুনি, শোনাতে যদি আপত্তি না থাকে—"

"তোমাকে বলতে আমার কোন আপত্তিই নেই। তোমাকে বলবো না তো কাকে আর বলবো। বোসো—শোন।—"

তার পর এক এক করে সব কথা মাণিককে শুনিয়ে, পরে বললে—"তুমি

তো জানো-o/c আমার সম্বন্ধে কি লিখেছেন তা জানি না—হারের কথা, শাড়ীর কথাও জানিনা, ওসব কি করে এলো কে আনলে কিছুই বলতে পারি না। কিন্তু তার charge আমার ওপরেই চেপেছে।—তা ছাড়া আর কার ওপরেই বা চাপবে ?"

মাণিক শুনছিল। এবার বললে—"কিসে আর কেন, তা তো বুঝতে পারছিনা মশাই। চাকরিতে ঢুকে একটা কথা বুঝেছি বটে,—'যদি অনিষ্টই না করতে পারলুম তো আমরা বড় কিসের ?' বড়দের বড় কাজই তো খোঁচা খোঁজা। যারা under-এ আছে তাদের জন্যে ওঁদের ভাণ্ডারে অনিষ্ট করবার অস্ত্র অগুণতি। কম পড়লে কারখানায় শিল্পীর অভাব নেই, তাদের কাজই অস্ত্র invent করা আর যুগিয়ে দেওয়া। বড়দের সন্তুষ্ট করে নিজের চাকরি বজায় রাখাই তাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

"—দেশে মধ্যবিত্ত সংসারে নেমকর্ম তো বাদ যায় না, দেনা করেই হোক বা যেমন করেই হোক তা করতে হয়, হয়েও আসছে। অনেক তো দেখা হয়েছে, তার চেয়ে বেশীটা কিসে হয়েছে ? তাতেও লোক একখানা গয়না দেয়, সিল্কের শাড়ীও দেয়, দশজন খায়ও। কি বেশীটা হয়েছে বুঝলুম না। প্রভেদ কেবল এটা বিদেশ, এই তো ?"

"তা তো সব বুঝেছি মাণিক। কিন্তু ও কথা বলা চলে না, বলে ফলও নেই—থাকে তো উলটো ফলই আছে।"

মাণিকের সব কথা শেষ হয়নি, সে উত্তেজিত ভাবেই বললে—"সত্য কথাটা 'জেলসি'—আমরা থাকতে তাঁবেদারের আস্পর্দ্ধা সইব নাকি ? তা হলে আর বড় হলুম কিসে ? আর তার পেছনে খানিকটা তুচ্ছ মেয়ে ব্যাপারও হয়তো আছে। মেয়েরা খেয়ে গিয়ে দু'একটা কথা বলে থাকবেন—তাতেই কর্তাদের গায়ে জ্বালা ধরেছে।—তানাত এই সামান্য

জিনিস নিয়ে এসব কথা কেউ ভাবতে পারে নাকি? এঁদের প্রথা নেই—এঁরা তাতে কিছু করেন না? রামের বেলা কথা নেই—শ্যামের ঘাড় ভাঙা চাই!"

"আহা, ভুলে যাচ্ছ কেন—এর 'প্যাথেটিক' সাইডও রয়েছে যে! বিভীষণেরাও যে আছেন, তার সঙ্গে তাদের চাকরি বজায়, উন্নতি, বাড়ির বেকারদের ব্যবস্থা, সব তো রয়েছে! আবার সংস্কৃত অক্ষরে লেখাও যে পড়া হয়েছে—'স্বকার্যম উদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞ'—তাঁরা তো অজ্ঞ নন। বেচারাদের কার্যোদ্ধারের ঐ একটি অর্থাৎ মণিবের মন বুঝে—অন্যের ছিদ্রান্বেষণ। স্বজাতির অনিষ্ট চিন্তা—"

"স্বজাতি কি মশাই! বাঙালি আবার কবে কার স্বজাতি হল'। থাক্, ও সব পাপ কথা—"

"সে কি হে,—নিজের সুবিধা আর জামায়ের চাকরির জন্যে মানুষ এ সব করবে না?"

"বলেন কি মশাই? অন্যের অন্ন মেরে?"

"ওর মধ্যে অন্যরূপ আনছো কেন—অন্য—অন্যই, নিজের চেয়ে তো তারা আপনার নয়—বড় নয়—"

"অন্যেরো যে প্রতিপাল্য আছে, আমাদের চাকরি তো কেবল নিজের জন্য নয়। কত জনের যে অন্ন মারা হয়! এত বড় পাপ—"

"পাপ কথাটা সাফ ভুলে যাও মাণিক। কখনো মাছ ধরনি বুঝি? লম্বা সুতো ছেড়ে খেলিয়ে তুলতে দেখনি? ভগবান long rope রাখেন, দেদার সুতো ছাড়েন—টেনে তোলেন না। মাছ তো হাতে আছেই, এক সময় হাতে আসবেই। তাঁর কাজ কে বুঝবে? সে বুঝতেও চাই না। ভাবছি—কালই রওনা হব। তার পর মা আছেন…"

"তবে আর কি? আমি আপনার মুখ থেকে ওই কথাটিই শুনতে

চাইছিলুম। ওর ওপর আর কথা নেই—থাকে তো সে সব বাজে। আমাদের সেই ভাঙা ঘরে চাঁদের আলোই ভাল। সেখানে বত্রিশ সিংহাসন পাতাই আছে—চলুন। আগে বুঝতুম না, আপনিই বুঝিয়ে দিয়েছেন।—আপনিও আর ভাববেন না।—চলুন মশাই—শুভস্য শীঘ্রম্—"

"না আমি আর ভাবছিনা মাণিক। ভাবছি এ 'হার' ছড়াটা এলো কোথা থেকে, আর তার পরিণাম।"

"পরিণাম আবার কি মশাই? ফেলে দিতে হবে নাকি? এ সব ক্ষেত্রে উপহার বলে উপদ্রব থাকেই। যুধিষ্ঠির নিজের মনোমত গড়া জিনিস উপহার দিয়েছে। একথা কোথাও প্রকাশ করতেও নিষেধ করেছে; মায়ের বড় পছন্দ হয়েছে—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

বিনোদ নীরব। বটুয়া চা দিয়ে গেল, বলে গেল—"স্নানের জল প্রস্তুত।"

"এ ছোকরার নাড়িজ্ঞান দেখে অবাক হয়েছি"—বলে' বিনোদ হাসলে।

মাণিক তাঁর হাসির অপেক্ষাই করছিল। বললে—"অনেকদিন কিছু শোনা হয়নি। আপনার সে সব কথা কোথায় গেল?"

উভয়ে হাসলেন।

বিনোদ বললে—"সত্যি মাণিক, তার চেয়ে আর ভাল কিছু নেই। কিন্তু নিজের জাত সম্বন্ধে বড় হতাশ হয়ে পড়ছি। বাংলার দুর্দিনই কেবল চোখে পড়ছে। কিছুদিন পূর্বের আমরা সেই বাঙালি তো—যারা একদিন গেয়েছিল—'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে'—ইত্যাদি। তখন দেশ আর জাতিই ছিল তাদের সব। দেশ বলতে তারা হিন্দুস্থানই বুঝতো। কতটা ভালবাসার টানে সেটা হয়েছিল—

সেটা ভাববার কথা। যাক্, আজ কেবল চাকরি নিয়ে কথাটাই—মনে আসছে, অল্পদিন মধ্যেই সেই 'স্বদেশ' বলে—মূল্যবান কথাটিকে 'প্রদেশ' বলে কথাটি এসে, কত বড় আগ্রহে ও প্রেমে গ্রাস করে' ফেলেছে! মন্দ বলছি না, যদি না তাতে বিভিন্ন 'প্রদেশ' বলে স্বাতন্ত্র্য এনে এক হবার 'দেশ বুদ্ধিটিকে' নষ্ট করা হোতো। লোভে পাপ বেড়েই থাকে—স্বাভাবিক সেটা। তার ফলও সকলে জানেন, কিন্তু সামলাতে পারেন না। যাক্, সে কথা। আমার কথা বাঙালি নিয়ে। পূর্বে তারাই সকল দেশের, প্রদেশ বলছি না, তখন তা ছিলও না—সকল আপিসেই কাজ করতেন, প্রধানও ছিলেন, তাঁদের সংখ্যাধিক্যও ছিল। পরে স্থানে স্থানে স্কুল কলেজ বাড়ায় সেখানকার Children of the soil যোগ্য হয়ে আপিসে ঢুকেছে। সেই অনুপাতে বাঙালিও কমছে। তাতে আক্ষেপের কিছু নেই, বরং সেইটাই উচিত ও দেশভক্তদের আনন্দের কথা। বেহারে, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে, পাঞ্জাবে এখনো পূর্ব সংস্রবে আপিসে কয়েকজন করে বাঙালিও আছেন এবং উচ্চস্থান অধিকার করেও আছেন—সময় হলেই যাবেন। কিন্তু নতুন লোকের যখন দরকার হয়, সকলেই নিজের নিজের জাত ঢোকাবার জন্যে প্রাণপণ প্রয়াস পেয়ে থাকেন—সেটা অস্বাভাবিকও নয়। কেবল লক্ষ্য করবার কথাটা এই, তাতে সকলেরি স্থান আছে, নাই কেবল বাঙালির। বাঙালি বড় বাবু থাকলে তিনি খিঁচিয়ে ওঠেন—বলেন—'এখানে কেন—তোমাকে কে আসতে বলেছে—আমার চাকরি খেতে এসেছ!' কিছুদিন পূর্বে স্বদেশী যুগে এই বাঙালির মুখ থেকেই moral courage কথাটি যখন তখন কানে আসতো। বোধ করি এ তারই reaction with vengeance, আত্মসম্মান বোধের স্রুদে আসলে শ্বাসরোধ! একেই বলে গোয়েবি চাল, সে সাত সমুদ্দুর পার হয়ে এসেছে—মন্ত্রী ছাড়লেই মাৎ।

"—তার জন্যেও ক্ষোভ নেই, ক্ষোভ ওই চাকরির লোভ যা আত্মসম্মানকে আত্মসাৎ করেছে—মনুষ্যত্ব রাখছে না, ভবিষ্যৎও থাকছে না। চাকরি করা আর চলবে না মাণিক।"

মাণিক বললে—"আবার যে কাজের কথা আনলেন! আমার দরখাস্ত ছিল—বাজে কথার যে!"

বিনোদ সহাস্যে,—"ভুলে গেছি। যেখানকার যা, সে আমাদের ফুসের ভবনে না শুলে আসবে না। তবে আজ থাক্, কালই বেরিয়ে পড়ি চল।"

"যে আজ্ঞে, আমি পা বাড়িয়েই আছি।"

"সেই ভালো, বাজে কথা এখানে জমবে না।"

বটুয়া এসে বললে—"নাইবার জল দিয়েছি বাবু।"

উভয়ে নাইতে উঠলেন।

বিনোদ আর মাণিক যখন সেই পূর্ব পরিচিত দৌলতখানায় পৌঁছলেন তখন বেলা পড়ে এসেছে। ডাক্তারকে চা খাইয়ে মাণিক বাজার করতে গেল। বিনোদ একটা সিগারেট ধরালে। যে দুশ্চিন্তাগুলোকে বাড়িতে কাছে ঘেঁশতে দেয়নি—পাছে তার আঁচে সেখানকার হাসি খুশি আনন্দ শুকিয়ে যায়, এতক্ষণে ফাঁক পেয়ে তারাও সহজেই এসে গেল। মাথায় ঘুরতে লাগল এই কটা দিনের কথা, তাদের নানা বিরুদ্ধ সম্ভাবনা। আবার ব্যথার প্রলেপের মত মাঝে মাঝে উঁকি মারতে লাগল রানীর স্নিগ্ধ হাসি, লেডি ডাক্তারের সহজ সহৃদয়তা।

মাণিক কখন এসেছে, ঘরে আলো দিয়ে গেছে, বিনোদ লক্ষ্যও করেনি। সেও কথা কয়নি, তার মনও আজ ঠিকানায় ছিল না। চটকা ভাঙলো মাণিকের ডাকে।

—'এইবার কাপড়টা ছেড়ে মুখ হাত ধুয়ে নিন, আমার রান্না হয়ে গেছে।"

"তুমিও খেয়ে নাও—এক সঙ্গেই বসবো।"—মাণিকের মনের অবস্থা বিনোদ বুঝতে পারছিল, তাই এক সঙ্গেই বসলো।

"একি মাছ কোথায় পেলে ?"

সঙ্কুচিত স্বরে মাণিক বললে—"কি করে খবর পেয়েছে জানি না—যুধিষ্ঠিরই পাঠিয়েছে।"

"লোকটা সর্বজ্ঞ নাকি হে ? যাক্, ভালই করেছে, চলুক। সবই মায়ের ব্যবস্থা। যতক্ষণ তাঁর কৃপা আছে—সবই আছে।"

আহারাদির পর, সেই অপরিচিত খাটিয়ায় শুয়ে হাসতে হাসতে—"আর কিছু দেবে নাকি মাণিক ?"

"আজ্ঞে—এই নিন না"—বলে মাণিক গোল্ড-ফ্লেকের টিন খুলে এগিয়ে দিলে।

"দাও—যতক্ষণ মেলে সদ্ব্যবহার করাই উচিত, আজ দরকারও আছে। তোমার কাছে বাক্যদত্ত আছি—বত্রিশ সিংহাসনে না বসলে—বাঁচবার কথা—I mean বাজে কথা আসবে না।"

"আজ থাক মশাই—আপনি শুয়ে পড়ুন।

"সে কি কথা! আমার যে ঘুম হবে না। আমি ডাক্তার মানুষ, তুমি অমন মুষড়ে গেলে মকরধ্বজ চাই যে।"

মাণিকের মুখে দুঃখের হাসি দেখা দিলে।

ওসব কিছু নয় মাণিক, ভেবনা। কাল বলছিলে না—একটা তুচ্ছ মেয়ে ব্যাপার নিয়ে আমরা বিপন্ন হয়েছি! কিন্তু সত্যিই তুচ্ছ কি? মেয়েদের শাস্ত্রীয় নাম শক্তি—জানো তো?—আমাদের, পুরুষদের কথাটাই আগে বলি। দু'চার জন rare exception ছাড়া আমরা দেশের চিন্তা বড় কেউ করিনি। দেশ তো চিরদিনই আছে। দেশ যে কি ও কাদের সে খোঁজে দরকারই ছিল না। লোক একটা দেশে জন্মাবে না তো কোথায় জন্মাবে—তাই জন্মেছি। চারটি খেতেও হয়, তাই খাওয়া। এর দোকানে ওর দোকানে গুড়ুক খেয়ে আর গল্প করে দিন কেটে যেতো, ঘুমুলেই রাত কাবার। মিছে দেশ দেশ করে মরা কেন? দেশ তো পড়েই আছে! এই ছিল আমাদের পউনে শতবর্ষ পূর্বের সাধারণ কথা।

"গ্রামে তাঁকে সকলে 'পিন্-গোবিন্দ' বলে ডাকতো, বোধ করি তাঁর pin-এর মত সূক্ষ্ম বুদ্ধি ছিল বলে—শুনেছি তাঁর প্রার্থনা ছিল—'মা', আমি কিছুই চাই না, আমার কিছুই কাজ নেই। সকালে ঘুম ভাঙলে বালিশের নীচে হাত দিলেই যেন একখানি করে দশ টাকার নোট পাই—বেশী চাই

না, তোমাকে বিরক্ত করতেও চাই না বাপ। আকাঙ্ক্ষা তাঁর ওইটুকুই ছিল। তাই ছিল তখনকার দিনের পুরুষদের পরিচয়। দেশ বলে বালাই জোটেনি। পুরুষদের রোজগার করতে হয়, ডাকা টাকা পয়সাই বোঝে ও চায়, দেশ নিয়ে কি ধুয়ে জল খাবে?"

"তারপর ছেলেরা ইংরিজি পড়ে 'দেশ দেশ' সুরু করলে। শিক্ষিতদের ওটা আর পাঁচটা কাজের মধ্যে একটা দাঁড়িয়ে গেল, কিন্তু তাতে অন্তরের সাড়া ছিল না, ছিল ভদ্রতা বজায় রেখে, ভদ্র সেজে, ভদ্র বুলিতে অর্থাৎ ইংরিজিতে বাচা বাচা 'ফ্রেজে' বক্তৃতা করা—বাহবা পাওয়া। তাতে যে-কিছু কাজ হয় নি তা বলছি না—দেশের মানেটা প্রাণে অল্প সল্প পৌঁছুতে থাকে, যেমন জগন্নাথের রথ টানতে অনেকেই দড়িটা কেবল ছুঁয়ে থাকে, ভাবে পুণ্যের Share পাবে। ফাঁকিটা কিন্তু জগন্নাথের অগোচর থাকে না। তাতে অনেকে তাঁর চাকার মুখেও যায়। গেছেও।

"তাই আমরা So Called (নামে) পুরুষেরা defeated, আমরা অনেক বড় বড় লম্বা লম্বা কথা কয়েছি, তার চেয়েও পেল্লায় পেল্লায় Statement বার করেছি। পরে নানা পণ্ডিতের নানা মনোরথ একরাস্তে চলবার পথ পায় নি, ওস্তাদের বৈঠকখানাতেই ডন বৈঠকের পর তা মচকে গেছে। আমরা defeated হয়েই গেছি। তখন গাঙ্গুলী মশায়ের পুরাতন অমরবাণী নূতন করে দেখা দিয়েছে—'না জাগিলে আর ভারত ললনা',—বুঝলে মাণিক?"

"একটু খুলে বলুন Sir—মেয়েরা রথ চালাবে না কি?"

"কেন, সুভদ্রার কাজটায় কি অভদ্রা পড়ে গেল? ঝাঁন্সীর লছমী বাঈ যে এই সেদিনের কথা হে! শক্তির জাত কি চিরদিন রান্না আর কান্না নিয়ে থাকতে পারেন না কি? পথেঘাটে কি চোখ বুজে চলো মাণিক? মায়েদের কপালের রক্ত টিপগুলোর বাড়বৃদ্ধি লক্ষ্য করছো না?—

একেবারে যে কাপালিক মার্কা—অরুণোদয়। আর আমরা খোল ঘাড়ে করে হরিবোল ধরেছি। কিন্তু খত্তাল বিনা বেতালে কাজ হয় না, হয় কেবল দাসত্ব। কিন্তু চুল ধরেছে—এবার শুয়ে পড়। ভেবনা—মা আছেন।”—বলে বিনোদ পাশ ফিরলে।

(১৮)

“উঠুন উঠুন, অনেক বেলা হয়ে গেল যে!”

“তাই তো হে, এতক্ষণ ডাকনি কেন?”—বিনোদ উঠে বসলো।

“কয়েকবার ডেকেও সাড়া পাইনি। তারপর নন্দবাবু এলেন, তাঁর সঙ্গে কথা কইছিলুম। বসতে চাইলেন না—চলে গেলেন—”

“এ আবার কোন নন্দ হে? ‘ত’য়ের কোটায় যার ছন্দ পতন হয়?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ, তিনিই। আপনি আগে মুখটা ধুয়ে নিন—আমি চা আনি, তারপর হবে।”

—সকালবেলাই আবার নন্দ কেন?—মাণিকের গলাটাও যেন বেসুরো ঠেকলো—ব্যাপার কি?

বিনোদ ভাবতে ভাবতে মুখ ধুতে গেল।

এসে দেখে মাণিকলাল চা আর রুটি নিয়ে দাঁড়িয়ে।

—“হ্যাঁ, এইবার বলতো—নন্দ ভোর না হতেই কি শোনাতে এসেছিল।”

মাণিক বিমর্ষমুখে বললে—“খবরটা সুবিধের নয়। তাঁর সর্বত্রই যাতায়াত আছে কি না। আমাদের দু’জনকে প্রসিদ্ধ দু’জায়গায় বদলির প্রস্তাব টাইপ্ হচ্ছে দেখে এসেছেন। তাতে আবার আমাদের কাজের বিশেষ সুখ্যাত করে বলা হয়েছে—এ সব কাজের লোককে এখানে ফেলে

রেখে তাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা নষ্ট করা হচ্ছে। আমি যোগ্যতার অসম্মান করতে চাই না, তাদের Chance দিতে চাই। ইত্যাদি—"

বিনোদ সহাস্তে বললে—"বল কি মাণিক? এত বড় খুশখবর শুনে তুমি অমন হয়ে রয়েছ কেন?"

মাণিক সবিস্ময়ে—"আপনি কি বলছেন Sir? আপনার মন বোধ হয় অন্যত্র ছিল, ভাল করে সব কথা শোনেননি, দূরে যেতে রাজি আছি কিন্তু আপনাকে ছেড়ে অন্য কোথাও নয়। ফলে—চাকরিই ছাড়তে হোলো।—একটা দীর্ঘনিশ্বাস তার অন্তরের ব্যথা জানিয়ে দিলে।

—"ভগবান আছেন।"

"তবে আর কি, তাঁর উপর সব ছেড়ে দাও।"

"আমি কি আমার জন্তে ভাবছি!" বলে মুখ নত করলে। কথাটা বিনোদ বুঝেছিল। সত্যটা তার মনে জাগ্রতই ছিল। মাণিকের পিঠে স্নেহ বিজড়িত হাতটা বুলিয়ে বললে—"দুঃখ কষ্টই মানুষকে মানুষ করে মাণিক—ভেবনা, আমাদের উভয়েরই এক পথ, তুমি যাবে কোথা?"

তারপর মুখে একটু হাসি টেনে বললে—"এইবার আমার রাজবেশটা একবার বার করো দেখি, সাহেবের সঙ্গে দেখা করে আসি।—ভাগ্যটা তো নিজেদের গো—সব ঠিক হয়ে যাবে, চিন্তা নেই।"

বিনোদ আর দাঁড়াল না।

* * * * *

সাহেবের সঙ্গে কথাবার্তায় বিনোদের দুশ্চিন্তার ভার অনেকটা হালকা হয়ে গিয়েছিল। তাঁর সহানুভূতি আর আশ্বাসের কথা ভাবতে ভাবতে বাসায় ফিরে দেখে মাণিক মাথা নীচু করে বসে আছে।

—"ও কি মাণিক, অমন করে বসে যে—ওঠো ওঠো, তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও। এখন আমাদের যার যা কাজ আছে সেরে প্রস্তুত হয়ে থাকা চাই। কালই বেরুতে হবে।"

মাণিক বিমর্ষভাবে বললে—"তাহলে সাহেবের কাছেও চিঠি এসে গেছে?"

"আরে না না সেখানে নয়—"

মাণিক সবিস্ময়ে—"তবে কোথায়? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না Sir—একটু খুলে বলুন। o/c-র সঙ্গে কি কথা হোলো?"

"o/c নয় o/c নয়, দেবতা। মায়ের কৃপায় কি মানুষই পেয়েছিলুম মাণিক! তিনি আমাদের এক মাসের ছুটি দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। সব শুনে বললেন—'তোমাদের ভয় পাবার কিছু নেই। আমি দিনকতকের জন্যে বাইরে যাচ্ছি, সেই সময়টা তোমরাও ছুটি নিয়ে বাইরে থাক, তারপর ফিরে এসে ব্যবস্থা করবো। যতদিন এখানে আছি কেউ কিছু করতে পারবেনা—তোমরা নিশ্চিন্তে থাক।' এই বলে আমার কাছে একমাস করে ছুটির দরখাস্ত নিয়ে রাখলেন, নিজেই পাঠিয়ে দেবেন।"

মাণিক একটু ইতস্তত করে বললে—"সবইতো ভাল Sir, কিন্তু—"

"আবার কিন্তু কি হে?"

"আজ্ঞে না, ভাবছি—এর পরে ও আপিসে চাকরি করা চলবে ত'?"

বিনোদ হাসিমুখে বললে—"সাহেবের সঙ্গে সে কথাও হয়েছে মাণিক। সব শুনে তিনি বললেন—'যা শুনছি তাতে বোর্ডের চাকরি আর না করাই ভাল। আজকাল চাকরির অভাব নেই, বিশেষ তোমাদের কাজে। বল তো সে চেষ্টাও করতে পারি নয়তো তোমাদের ইচ্ছামত অন্য কিছু, তার জন্যেও আমার সাহায্য পাবে।' কেমন আর কিন্তু নেই তো!"

মাণিকের চোখে জল এসে গিয়েছিল—ধন্য ভগবান, ধন্য তোমার কৃপা।
বললে—"এখন যে কি করবো ভেবে পাচ্ছিনা Sir—"
"কি আবার করবে? একবার চা খাওয়াও, তার পর অন্য কথা।"
উভয়ের হাসি দেখা দিলে। মাণিকলাল চা করতে গেল।

দিনটা নানা কথায় কেটে গেল। বিনোদ মাণিককে বললে—"কালই নিজের নিজের কাজ সারতে বেরিয়ে পড়তে হবে কিন্তু, এখানে মিছে বিলম্ব করে ফল নেই। আমি ভাবছি রানীকে তার বাপের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে পিসিমাকে নিয়ে একবার কাশী ঘুরে আসবো—তাঁর কাছে বাক্যদত্ত আছি,—কি বল মাণিক?"
"আজ্ঞে হ্যাঁ,—এ সময় আমার মায়ের তো সেইখানেই থাকা উচিত, তাই করুন। পিসিমাকেও যখন বলে রেখেছেন, এই সুযোগে সে কাজটাও সেরে ফেলুন। এর পর কোথায় যাব—কতদূরে থাকবো—তারও তো ঠিক নেই!"
"তুমিও অনেকদিন বাড়ি যাওনি, একবার যাওয়া দরকার। সবাইকে দেখে শুনে নিশ্চিন্ত হয়ে এস।"
"দেখছি একবার যেতেই হবে, সেই কথাই ভাবছি।"
"কেন? অমন ভাবে বললে যে? বাড়ি যাবার একটা আনন্দও তো থাকে!"
মাণিক বললে—'ঠিক কথা Sir—আনন্দই তো বাড়ি যাবার সঙ্গী হোতো—এবার চিন্তা নিয়েই চলছি। 'আপনি সব জেনেশুনে ও কথা তুলছেন কেন? হয়তো গিয়ে দেখবো নিজের বাড়িটা পর্যন্ত খুড়োমশায়ের দখলে চলে গেছে।"
"আশার নজর ছোট রাখতে নেই মাণিক, তার বাড় বড়র দিকে। ও

চিন্তা এখন ছেড়ে দাও, অবস্থাটা কেবল দেখে এসো। কেউ না কেউ ভাল লোক আছেনই—কিছু সাহায্য সৎপরামর্শও পেতে পারো।"

"আমি সেই আশাতেই যাচ্ছি, নিবারণ রায় আছেন, তাঁকে গ্রামের মাতব্বরেরা—নিবে পাগলা, নিবে পাগলা বলেন। তিনি কারো মুখ চেয়ে কথা কন না, যা সত্য বলে' জানেন—তাই বলেন, মতলবের মধ্যে থাকেন না। আমায় ভাইয়ের মতই ভালবাসেন, যদি শোনবার কিছু থাকে তাঁর কাছেই পাবো।"

"তুমি আমাকে যে ভয় দেখালে হে। একটা কথা আমার সংস্কারে দাঁড়িয়ে গেছে, ভুলতে পারি না। নিবারণ নামের আমি কয়েকটি পাগল দেখেছি। বললে না—এঁকেও লোকে পাগলা 'নিবে' বলে। শুনে আমি হতাশ হচ্ছি যে। ঠিক চেনো তো?"

মাণিক হেসে বললে—"ইনি তা নন Sir, বড় ভাল লোক, সত্যটা স্পষ্ট বলেন বলে মতলবিরা পছন্দ করেন না—পাগল বলেন। সাহস করে কিছু জিজ্ঞাসা করেন না। জিজ্ঞাসা না করলে তিনিও কারো কথায় থাকেন না।"

"বুঝেছি, কিন্তু সাবধান হয়ে কথা কোয়ো। স্পষ্টকথা বা সত্য কথার চেয়ে ভয়ঙ্কর কথা নেই, বুদ্ধিমানে কবে আর সত্য কথা কয়? তাদের নাম-ডাক খাতির প্রতিপত্তি যে মিথ্যা নিয়েই! ওটাও বড় আর্ট জেনো, কিন্তু শিখে কাজ নেই। তোমার নিবারণকে তুমিই জানো। যা ভাল হয় কোরো। সর্বাগ্রে পত্নীর বক্তব্যটা শুনো। এ যাত্রায় সকলের সঙ্গে প্রীতি সদ্ভাবের মাত্রা ঠিক রেখে ফিরো আর ভবিষ্যতের কথাটাও একটু ভেবে রেখো। পরে যা হবার হবে।—এখন দোলায় উঠে দোল খাওগে, কাল মাছের ঝোল খেয়ে দুর্গা বলে যাত্রা।"

"আপনার কথা ভুলবো না। কিন্তু ও কয়দিন যে কি করে কাটবে জানিনা।"

:কন, খুড়ো আছেন, খুব কাটবে। তাঁর সব কথায় 'যে আজ্ঞে' বললেই ব। ওর চেয়ে সহজ কিছু নেই। আমার অবস্থা তোমার চেয়ে যে 'ন হে। আমি যে কি করতে কাশী যাচ্ছি ভেবে পাইনা; না ধর্ম তে, না অধর্ম ঢাকতে। এই দুই কারনেই তো লোক কাশী যায়। রানি টেলে কাজ নেই। ভাল লোককেও হতাশ হতে দেখেছি। ওখানে বি পট্ মরতে পারলেই জিত, অন্তত সুনাম।—এ আমার পিসির বি লতে যাওয়া। যাঁদের আন্তরিক কিছু থাকে, তাঁদের সুবিধা হয়ে দু য়। ভদ্রেশ্বরের রামদত্ত রামপ্রসাদের প্রসাদ পেয়েছিলেন, গাইয়ে বাজিয়ে লোক ছিলেন। সুর সংযোগে মগ্ন মনে মায়ের নাম করতেন। কাশী এলেন আর গেলেন, অষ্টাহেই শেষ, ফিরলেন না।"

—"থাক মশাই, এইখানেই ছুটি কাটানো যাক্।"

বিনোদ সহাস্যে—"ভয় পেও না—সে ভাগ্যও নেই—ভয়ও নেই। অসুরদের সে সুর নেই।"

"সুর বাইরের জিনিস, সকলের থাকে না। অন্তরটাই তো সব। পিসিমাকে আমি নিরস্ত করতে পারবো—কাজ নেই মশাই—"

"একছড়া হারের কাছেই হার মেনেছি মাণিক, আমাদের ও কথায় লাভ কি? এখন যা বলি শোনো। আমাদের দুজনের যাত্রারম্ভটা একদিনে হলেও, ফেরবার দিনের ঠিকানা নেই। আগে ফিরলে আমাকে উপোসের মুখ চেয়েই ফিরতে হবে কিন্তু? মুড়ি চিবনোই ভরসা—"

"ভাববেন না, আমি আগেই আসবো।"

"আচ্ছা, এখন তবে ঝুলে পড়ো—দোল খাওগে। দোলু খেতেই জন্ম, ওটা রপ্ত রাখা চাই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, পর্বের মধ্যে ওইটাই পছন্দ করেন। বিনা মতলবে অনর্থক কিছু করেন না, ভয়ঙ্কর চতুর ছেলে। যাও, ঝোলায় যাও।"

মাণিক ভাবতে ভাবতে তার যথাস্থানে গেল।

সকালে ঝোল ভাত খেয়ে উভয়ে স্টেশনে হাজির। কারো মুখে কথা বার্তা বড় নেই চোখো-চোখিও কম। মাণিক টিকিট কিনতে গেল ত ভীড়ের মধ্যে তার সঙ্গে বিনোদ একবার যেন যুধিষ্ঠিরকেও দেখলে —ও আবার কোথা থেকে এসে জুটলো! লোকটা যে পিছু ছাড়েনা দেখছি—এক হারেই অস্থির করেছে, আবার কেন···

মাণিক ফিরতেই—"তোমার সঙ্গে মহাভারতের সেই সত্যবাক 'হীরো'টিকে দেখলাম না মাণিক?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, যুধিষ্ঠির এসেছিল। আমরা কে কোথায় যাব কতদিন থাকব, এই সব খোঁজ নিচ্ছিল। ও সব কথা শুনেছে, বড় লজ্জিত হয়ে আছে। আপনার সঙ্গে সঙ্কোচে দেখা করতে পারলে না—প্রণাম জানালে।"

"যুধিষ্ঠির কিছু ভোলেনা দেখলে ত'? লোকটা সত্যই বুদ্ধিমান মাণিক, —যদি না মন্দের টান থাকে। যাক্ তার কল্যান হোক তাই চাই। হ্যাঁ, আজ বেস্পতিবার না? দেখচো, তাতে আমাদের ভুল হয়না! ভেবনা—লক্ষ্মী আমাদের প্রতি বিষম সদয় হে"—বলে হাসলে। গাড়ি দাঁড়িয়েই ছিল, শেষ ঘণ্টা দিলে। দু'জনেই উঠে বসলেন। মাণিকের মুখ থেকে স্বতই বেরুলো— জয় বাবা বিশ্বনাথ।" নিজের কথা তার এলনা, ডাক্তারের জন্যই তার চিন্তা।

বিনোদের নাববার স্টেশন এসে গেল।

"কটা দিন বইতো নয়—কোন চিন্তা রেখ না, মা সব ভালই করে দেবেন। আমি এসে সব শুনবো।"

"আমার মাকে আমার প্রণাম জানাবেন। আর সঙ্গে চাকরটিকে দবেন।"—মাণিক পায়ে মাথা ঠেকালে।

"ওঠো ওঠো, গাড়ি ছাড়ছে।"

ণিক উঠলো। গাড়ি ছেড়ে দিলে।

রানী

বিনোদ সন্ধ্যার পর চোরের মত নিজের কোয়াটারে গিয়ে ঢুকলো। বি।নীকে ও পিসিমাকে খুব সংক্ষেপে খানিকটা আভাস দিয়ে—তাঁদের ঢু প্রস্তুত হতে বললে। অন্য কারো সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছা ডাক্তারের নি ছিলনা। বাসাতেও দু'চার কথার বেশী কথা নয়।—কেউ কোনো প্রশ্ন করতেও সাহস পেলেন না।

রানী বললে—"কাপড় ছেড়ে মুখ হাত ধুয়ে চা খাও।"

বিনোদ বললে—"এ বেলা আব কিছু করতে হবে না, অবেলায় খেয়ে বেরিয়েছি, কেবল চা-টা খাবো?"

Boy চা আর পাঁপরভাজা নিয়ে এলো। রানী বললে—'ও বড় বিমর্ষ হয়ে পড়েছে, কেবল কেঁদে কেঁদে মরছে—"

"কেনরে, তুই তোর মার সঙ্গে যেতে চাস?"

সে সবেগে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে।

"তবে তোর মার কাছে টাকা নিয়ে জামা, গেঞ্জী যা দরকার, পছন্দমত কিনে নে।"

বটুয়া রানীর দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে চলে গেল।

রানী বললে—"ও সত্যি যাবে না কি?"

"যাবে না, ছেলে নেবে কে—বাহন চাইতো?"

"আঃ, পিসিমা শুনতে পাবেন।"

"দু'দিন পরে দেখতেও পাবেন"—বলে বিনোদ এই প্রথম হাসলে।

"তুমি থামো না—"

মেয়েদের অলক্ষ্যে শোনা আর না-চেয়ে দেখার শক্তি অদ্ভুত।

পিসিমা যেন কাজে যাচ্ছিলেন, বললেন—"কিছু খাবেনা বাবা, এখনি হয়ে যাবে।"

"না পিসিমা—এ বেলা আর নয়, মাণিক বড় খাইয়েছে।"

"বড় ভালো ছেলে, যেন এই বাড়িরই কেউ। তবে আর মিছে রাত করে কাজ নেই বাবা, তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়গে।"

বিনোদ উঠলো।

ঘরে গিয়ে রানীর বিছানায় বসলো। স্বামী-স্ত্রীর কথায় আমাদের অধিকার নেই; শুনেও কাজ নেই।

———

রানীকে তার বাপের বাড়ি পেঁছে দিয়ে, boy-কেও তার কাছে রেখে বিনোদ পিসিমাকে নিয়ে আজ কাশী রওনা হচ্ছে। ট্রেণ এসে গেল। বিনোদ পিসিকে যেয়ে কামরায় তুলে দিয়ে, পাশের বগীখানাতেই ঢুকলো। ভীড়ে স্থানাভাব বললেই হয়।

নিয়মমত বা অভ্যাসমত একজন হাসিমুখেই বললেন—"এই খানাই পছন্দ হ'ল ?"

"মাপ করবেন—অকারণ হয়নি। অনেকগুলি বাঙালি দেখলুম, দুটো বাংলা কথাও তো শুনতে পাব। তাই লোভ সামলাতে পারিনি—পছন্দই করেছি। একলা এক বেঞ্চে শুয়ে যাবার লোকও নেই—তাতে সঙ্গী থাকেন কেবল দুশ্চিন্তা।"

"আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন—বসুন—আসুন"—বলে কয়েকজন জায়গা করে দিলেন।

কথাবার্তা ও গল্পে পথটা ভালই কাটল।

কাশী পৌছে আত্মীয়ার বাসায়,—মানে—রৌদ্র ও আলোকহীন, একখানি কুটুরিকে দেড়খানি করে নিয়ে তিনি থাকেন। দাওয়ায় রান্না আর বসা দাঁড়ানো চলে। বাসা খুঁজে বার করতে বিলম্ব বা কষ্ট হয়নি—সম ভাগ্যবতী বা ভাগ্যহীনা কয়েকটি বিধবা, সঙ্গ নিয়ে সাগ্রহে সাহায্য করলেন। বোধকরি ভাবলেনও—আর একটি পোড়া কপালীকে পেলুম। পিসি হাসতে হাসতে—"নির্মলা দিদি কোথায় গো"—বলে ডাকলেন।

—"এই যে, এসেছিস—বাঁচলুম। চিঠি পেয়ে পর্যন্ত পথ চেয়ে রয়েছি। সঙ্গে কে ?

"আমার ভাইপো বিনোদ—ডাক্তার।"

নির্মলার মুখে একটু চিন্তার ছায়া না পড়তে পড়তেই পিসি বললেন—"ওর তরে তোমাকে ব্যস্ত হতে বা ভাবতে হবে না। বিনোদ ওর বন্ধুর বাড়িতে থাকবে।"

"পাগল, তা কি হয়, আমি এখনি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, একটু না হয় কষ্ট হবে।"

বিনোদ অদূরেই দাঁড়িয়ে শুনছিল, এসে প্রণাম করে বললে—

"আপনি দুঃখিত হবেন না, আমি দিনের বেলা আপনার রান্নাই খাব, কেবল থাকাটা সেখানে। তাতে আপনাদের কাছে থাকাও হবে, তাঁদের মন রাখাও হবে।"

"আচ্ছা, যা ভাল হয় এব পর কোরো, এখন মুখ হাত ধোও—চা খেয়ে স্নান করে এসো। আহারাদি করে একটু ঘুমিয়ে, বেলা তিন-চারটের পর যা করবার কোরো।"

বিনোদ চা খেয়ে স্নান করতে গেল। ফিরে এসে দেখে আহারের ঠাঁই,—ছোট ঘরে শোবার শয্যা প্রস্তুত। নির্মলা কাছে বসে মায়ের মত খাওয়ালেন।

"—এইবার একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর বাবা।"

বিনোদ শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলো—আশ্চর্য জাত, এঁরা না থাকলে আমাদের দুর্দশার সীমা থাকত না। এই সব বঞ্চিতারা সকল সাধ সকল ইচ্ছা বুকে চেপে জীবন্তে মৃতের মত দিন যাপন করাকেই স্বীকার করে পড়ে আছেন। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বিনোদ পাশ ফিরলে, নিদ্রাও এসে গেল।

বেলা প্রায় চারটে, ঘুম ভাঙাতে নির্মলার মন চাইছিল না। কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে যাবে! একটু কাসতেই বিনোদ উঠে পড়লো।

"ইস্ বড্ড ঘুমিয়েছি।"

"ভালই করেছ বাবা, গাড়িতে তো ঘুমুতে পারনি। মুখটা ধুয়ে ফেল —আমি চা আনি।"

নির্মলার হাতে চা, আর পিসির হাতে কাশীর দু'টি সন্দেশ এসে গেল, খেতেও হ'ল।

"এইবার আমি একবার বন্ধুর বাড়ি দেখাটা করে আসি।"

"কিন্তু আজ কোথাও থাকা কি খাওয়া হবে না। কথাবার্তার পর চলে আসবে। বন্ধুর ওখানে থাকা তোমার দরকার বলছো, তাই আমার কিছু বলবাব মুখ নেই—"

"না না, আপনি দুঃখিত হবেন না, আমার যখন বা যেদিন ইচ্ছা হবে আপনার এখানেই চলে আসব। এটা হ'ল আমার নিজের বাড়ি।"

"সেইটি মনে রেখ বাবা। নতুন জায়গায় এসেছ, রাত কোরো না, সকাল সকাল চলে এসো।"

বৈকালে মেয়েরা দশাশ্বমেধ ঘাটে শীতলা মন্দিরের চাতালে গিয়ে বসেন —সংকীর্তন ও কথকথাদি শোনেন, সুখ দুঃখের কথাও চলে। সন্ধ্যা হলে অবস্থামত কেউ মুড়ি, কেউবা দু'য়েকটি সন্দেশ নিয়ে ফেরেন— তাই খেয়ে শুয়ে পড়েন। শেষ রাতে কারো বা জপতপ থাকে।

নির্মলাকে পিসি বললেন—"আজ তো তোমার নিয়ম ভঙ্গ হল, কীর্তনে--"

"ছেলে এসেছে আজ আবার নিয়ম কি বল্? কিছু নেই তাই ও সব। —দুটো ভাল কথা শুনে সময় কাটানো। চল্ আজ কেবল মা কালী, মা গঙ্গা আর শীতলা মাকে প্রণাম করে আসি চল্।"

বেরিয়ে পড়লেন।

"ফেরবার সময় বিনোদের জন্তে কিছু মিষ্টি নেব, বাসায় দু'খানা লুচি আর বেগুণ ভেজে দিলেই হবে। পো দেড়েক দুধ এনেও রেখেছি। কি খেতে ভালবাসে আমাকে বলিস।"

"তুমিও যেমন, ওরা কি কিছু বলে? তোমার ওই দুধ খেলেই বাঁচি।"

"খাবে খাবে,—কাছে বসে খাওয়ালেই খাবে।"

ইত্যাদি কথার পর ঠাকুর প্রণাম সেরে, আর কেনবার যা কিনে, সন্ধ্যার পরই ফিরলেন। একটু আমের আচারও নিলেন।

—"তোরা আসায় আমার যে কেমন লাগছে তা বুঝতে পারবিনি, বুঝে কাজও নেই। মায়া কি যায়রে?"—ছোট একটি নিশ্বাস পড়লো— জয় বাবা বিশ্বনাথ! বাসায় পৌঁছে গেলেন। পিসির প্রাণটা বোধ হয় কেঁদে উঠেছিল, তিনি মুখ ফিরিয়ে চোখ মুছলেন।

নির্মলা গিয়ে উনুনে আগুণ দিলেন, পিসিকে ময়দা মাখতে দিলেন। কথাবার্তা উভয়েরি কম।—"বেগুণ চাকা চাকা করিসনি, চিরে দুখানা করে দিস।—বিনু রাস্তা ঠিক জানে তো, বাসা চিনতে পারবে তো?"— এইরূপ দুয়েকটা কথা। এতক্ষণে পিসির মুখে হাসি এলো, বললেন— "বিনোদ এর আগেও একবার কাশী এসেছিল, পুরুষদের জন্তে অতো ভাববো কেন—খুব পারবে।"

"আমাদের কাছে তো সে ছেলে—ভাবব না!"

বাইরে থেকে বিনোদের আওয়াজ এলো—"পিসিমা।"

"ওই নাও, বিনোদ এসে গেছে।"

"এই যে বাবা"—বলে নির্মলা দোর খুলে দিলেন।—"আমি যে তোমার বড় পিসিমা।"

বিনোদ একটু জিরিয়ে আধ ঘণ্টাটাক পরে খেতে বসলো। পিসিরা

বসে খাওয়ালেন। বন্ধুর বাড়ির কথা শুনতে চাইলেন। বিনোদ বললে —"সে আর কি শুনবেন প্রকাণ্ড বাড়িতে দুটি বিধবা মাত্র থাকেন। বাড়িতে কর্তাদের প্রতিষ্ঠিত দু' তিনটি মাতৃমূর্তি আছেন—তাঁদের সেবা নিয়েই তাঁরা কাটান।—কাশী নরেশের দরবারে কালীবাবু, পরে তাঁর পুত্র জ্ঞানবাবু সম্মানের সহিত কাজ করতেন। নামী ও বিখ্যাত ছিলেন—প্রকৃত হিন্দু পরিবার যাকে বলে। জ্ঞানবাবুর সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় ছিল, আমি তাঁদের বার বাড়ির উপর তলায় কয়দিন কাটিবে, নচেৎ তাঁর বিধবা স্ত্রী দুঃখ করতে পারেন, তাই এই ব্যবস্থা।"

নির্মলা বললেন—"আমিও তোমাকে সেইখানেই থাকতে বলবো বাবা। আহা, তিনি দুঃখ করতেই পারেন—তুমি এসেছ শুনলে করবেনও। বাবা বিশ্বনাথ কি বিধবাদের জন্মেই কাশী বানিয়ে রেখেছেন? 'বিধবা-পুরী' নাম দেন নি কেন? দেবতাদের দয়াকেও নমস্কার। যাক্, ও কথা আর শুনতে চাইনা। ওকি—দুধটুকু খেয়ে ফেল বাবা—"

"মাপ করুন—দুধ আমি খাইনা—পিসিমা জানেন।—তাছাড়া দুধ তো দেশে নেই, কোলের শিশুরাও দুধের স্বাদ জানে না। আপনি পেলেন কোথা?"

"সে তোমার শুনে কাজ নেই। নাঃ, সত্যি কথা বলাই ভাল। যাদের বাড়ি গরু আছে তাদের কিছু কাজ করে দিয়ে চেয়ে এনেছি।"

"খেটে এনেছেন?"—বলেই বিনোদ চোখ বুজে দুধটা গলায় ঢেলে দিয়ে উঠে পড়লো—"আর আনবেন না।"

পিসি নির্মলার দিকে চাইলেন—বলেছিলুম তো?

নির্মলা বুদ্ধিমতি, বললেন—"তাই হবে বাবা, আর আনবো না।"

নির্মলা যদি ক্ষুণ্ণ হয়ে থাকেন ভেবে বিনোদ তাঁদের ডেকে গল্প করতে বসলো।

নির্মলা বললেন— দিনের বেলা নাওয়া খাওয়ার পর শোয়া অভ্যেস আছে কি?"

"কাজ না থাকলেই আলিস্যি ধরে, কাজ থাকলে শোবো কেন? এখানে আর আমার কাজ কি?—পিসিমা যা দেখতে শুনতে চান তার ভাব কিন্তু আপনার উপর রইলো, আমি জানিই বা কি?"

"না না, সে সব তোমাকে ভাবতে হবে না। সে সুবিধামত আমরা পাঁচ সাত জন দল বেঁধে তোমার পিসিমাকে নিয়ে বেরুবো। বেলা একটা নাগাদ সব এসে জোটেন, এ-কথা ও-কথা করে দিন কাটাই বইতো নয়।"

"সেই ভাল কথা বড় পিসিমা।"

"আচ্ছা—এখন যাও, রাত্তির হয়েছে, শুয়ে পড়গে।"

বিনোদ তৃতীয় দিন হতে রাত্রে বন্ধুর বার বাড়িতেই থাকতে লাগলো—অন্দর মহলের সঙ্গে কোন সংস্রব নেই। ভোরে উঠে বেরিয়ে যায়। গঙ্গার এ-ঘাট ও ঘাট দেখে বেড়ায়। কোনো কোনো ঘাট যেন পাতালে পেঁছবার সিঁড়ি—৬০।৭০ পইটে! একটির পর আর একটি, উঁচুতেও অস্বাভাবিক, খুব বলিষ্ঠ জোয়ান ভিন্ন ওঠা নামা করা কসরতের কাজ। সেকালে বোধ হয়—সহজ ছিল। ধনী মহাত্মারা অর্থ সার্থক করে গেছেন। কিন্তু একালে সে সিঁড়ি ভাঙা বিশেষ একটা সাজার মত। দেখে আশ্চর্য হতে হয়, সেই সিঁড়ি ভেঙে ৬০।৭০ বছরের বৃদ্ধারা স্নানান্তে কক্ষে জলপূর্ণ কলস নিয়ে উঠছেন, কেহ বা মধ্যে মধ্যে বসতে বাধ্য হচ্ছেন। উপায় কি? পেট আর ধর্ম ই বোধহয় বল জোগায়।

দেখে বিনোদ থাকতে পারেনি। জুতো জামা ঘাটোয়ালের কাছে রেখে, বৃদ্ধাদের বলে—"কলসিটা আমাকে দিন মা—আপনি উপরে

দাঁড়ান আমি জলটা তুলে এনে দি।”—তাঁরা ইতস্ততঃ করেন—“তুমি কেন কষ্ট পাবে বাবা, আমার অভ্যাস হয়ে গেছে।”

—“তা হোক, রোজ তো দেখতে আসবো না—আজ দেখেছি, ছেলের অকল্যাণ করবেন না মা—দিন।”—এই রকম দশ বারোটি বৃদ্ধার জল তুলে দিয়ে কিছু বাজার নিয়ে পিসির বাসায় ফেরে। প্রথম দিনই নির্মলা দেখে বলেন—“তুমি আবার ওসব আনতে গেলে কেন বাবা? দু'দিনের তরে এসেছ, তোমার পিসির কোনো সাধ কি নেই? এখানেও আমাকে দু'কথা শোনাবার লোকের অভাব নেই, সে সব ঠিক আছে বাবা। আনলে যদি তো মাছ আনলেই হোতো।”

“আমার ভুল হয়েছে পিসিমা, আপনি কিছু মনে করবেন না—বাজারের শোভা দেখে থাকতে পারিনি। আর আনব না। মাছ ত নয়ই—শেষ আপনি বাসন পর্যন্ত বদলাবেন।” বলে বিনোদ হাসে।

—“না বিনু, আমি সে রকমের গোঁড়া নই—” বলে তিনিও হাসেন।

বিনোদ ভোরে উঠে মুখ হাত ধুয়ে বিশ্বনাথ দর্শনে যায়। পরে শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গিয়ে—সেবকদের কার্য্যাদি, রোগীর সেবা, ঔষধ বিতরণ দেখে। আলাপ পরিচয় হবার পর নিজেও সাহায্য করে। শেষ অদ্বৈতাশ্রমে গিয়ে ঠাকুর প্রণাম সেরে দশাশ্বমেধ ঘাটে যায়। কোনো দিন বা কেদার ঘাট ও অন্যান্য ঘাটেও যায় ও জল তুলতে বৃদ্ধাদের সাহায্য করে। ঘাটের দৌড় ও সিঁড়ির সংখ্যা দেখে ভাবে—কি হলে এই কষ্টকর জল তোলাটা সহজ হতে পারে। ঘাটোয়ালদের সঙ্গে কথা কয়ে দেখেছে—‘পাইপের’ সাহায্য নেবার কথা মুখে আনবার জো নেই। তাতে যে জল অপবিত্র হয়ে যায়—ব্যবহার চলে না! বহুকালের প্রাচীন সংস্কার যাবার নয়। ভাবে—সময়ে সহজেই যাবে।

বেলা হলে স্নানান্তে বিনোদ বাসায় ফেরে। নির্মলা বলেন—“বাবা চা

খাবে কখন, দশটা বাজে যে!"

"এই যে দিন না পিসিমা। ডাক্তারের অন্তকে ব্যবস্থা দেয়, নিজেরা নিয়ম রক্ষা করেনা"—বলে' হাসে। দু'কাপের মত ছিল, সবটা শেষ করে বলে—"চা-টা খেয়ে বাঁচলুম।" তখন পিসিমাও হাসেন, বলেন—"খাবার কিন্তু বিলম্ব আছে বাবা।"

বিনোদ বলে—"এখন একটা বাজলেও ক্ষতি নেই। চায়ের ওই গুণটি আছে, তাই গরীব দুঃখীরাও খায়। দেরী হোক, আমি শুয়ে 'বসুমতি' পড়িগে।"

এই ভাবেই দিনগুলো কেটে যায়।

আহারের পর বিনোদ ঘুমুচ্ছিল। মেয়েদের গলা কাণে যেতেই ঘুম ভেঙে গেল।—"বড পিসিমা"—বলে ডাকতেই নির্মলা মুখ ধোবার জল দিলেন।

—"ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, আপনাদের কথার আওয়াজ পেয়ে ঘুম ভেঙে গেল। কি গল্প হচ্ছিল?"

দোরের বাইরে কয়েকজন বসেছিলেন। নিমলা তাঁদের বললেন—"বিনোদ তো আমাদের ঘরের ছেলে, তোমরা ভেতরে এসে বোসো না।"

বিনোদ বললে—"হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনারা গল্প করুন,—আমি শুনি।"

—"আমাদের কথা আর কি শুনবে বাবা, সবই দুঃখের কথা"—

বললে বলতে সকলে ঘরে এসে বসলেন।

"না পিসিমা, আমি ওকথা বলিনা! যারা দুঃখ পেলেনা—ভাল খেলে পরলে, আমোদ করলে, হেসে খেলে চলে গেল, তারা যে কেন এসেছিল বুঝতে পারি না। কোনো অভাব নেই—করবারও কিছু নেই। হাবাতে বন্ধুই তাদের জোটে, ভালো লোক পায় না।—'খোসামুদে' বলে মিছে বদনাম নিতে কে ভাল লোক তাদের বাড়ি যাবে? তারা তো জড়পদার্থের মত—তফাৎ কেবল বাড়িতে চলতে ফিরতে পারে। জগতে তারা করলে কি, জানলে কি, শিখলে কি, পেলে কি?—"

—"ওতে কারো কারো সুখ থাকতে পারে, আর তা আমাদের মত অলস জাতের মধ্যেই বেশী। তার সঙ্গে আমরা নিজেদের অবস্থা তুলনা করতে গিয়েই বোধহয় বেশী কষ্ট ভোগ করি। আবার যখন

সাঁওতালদের দিকে তাকাই—যারা খেটে খায়, তাদের হাসিখুশি, নাচগান ও স্বাস্থ্য দেখে হিংসে হয়। ও নিয়ে বেশী ভেবে আর হতাশ হয়ে কোনো ফল নেই, কেবল মনকে কষ্ট দিয়ে—অসুখী হওয়া। তবে এ বলছি না যে দুঃখকে ডেকে এনে ইচ্ছে করে কেউ কষ্ট পাক বা পাই।"

নির্মলা বললেন—"কিন্তু সব সময় তো পারা যায়না বাবা! আমাদের নিত্যকার সাথী উষা আজ আসতে পারেনি। ক'দিন জ্বর নিয়েই সব করছিল, তানাত' থাবে কি?—আজ আর উঠতে পারে নি।—তার দুঃখের কথাই হচ্ছিল। বড ঘরের মেয়ে, পড়েছিলও বড ঘরে। নিঃসন্তান অবস্থাতেই কপাল পোড়ে, বয়স তখন তিরিশ হবে। মাস কয়েক পরে বড় বউ স্বামীকে বললেন—'ছোট বউ একবার বাপ মাকে দেখতে যেতে চায়।' ভাসুর বললেন—'তা একবার যাবেন বই কি, আমাদের আপত্যি নেই।' বড় বউ বললেন—'আমি তোমাকে আগেই বলতুম, কিন্তু ছোট বউ ও সম্বন্ধে কিছু বলে না দেখে বুঝেছিলুম, কোনো গোপন কারণ থাকতে পারে, সে স্থলে জেদ করা আমার উচিত নয়। ছেলেমানুষ, এইটাই তো হল' ওর নিজের বাড়ি—তুমি রয়েছ. ওর নিজের যা আছে—গয়না টাকাকড়ি বাক্সে বন্ধ করে তোমার কাছে রেখে গেলেই হবে, তার তরে ভাবনার কি আছে? বাপ-মার কাছে গিয়ে কিছুদিন থেকে, মনটা শান্ত করে আসাই উচিত। কিন্তু মেয়েদের যে কত রকম জ্বালা তোমরা কি বুঝবে? এখন বাইরে থেকে আমাদের কানে আসছে—এ অবস্থায় ছোট-বউকে একবার তার বাপ-মার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া কি ওঁদের উচিত ছিল না? বেচারী যে কি অবস্থায় আছে, অপরে কি বুঝবে!—অর্থাৎ আমরা 'অপর'। তুমি কালই ব্যবস্থা করে পাঠিয়ে দাও, কিছুদিন বাপ-মার কাছে থেকে

আসুক।' বড় বউয়ের কথাগুলো সব নিজের কথাই ছিল, উষা একটি কথাও কয়নি। তার নিজের হাজার দুই টাকা আর হাজার দেড়েকের গহণা ভাসুরের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে বাপের বাড়ি চলে যায়। কেউ খোঁজ নেন না দেখে বছর দেড়েক পরে নিজেই চলে আসে। তখন শ্বশুরবাড়ির আর পূর্বভাব নেই। বড় বউ একদিন বলেন—'বসে বসে কেবল মন খারাপ করা বইতো নয়, মেয়েদের যা কাজ—রান্না বাড়া নিয়ে থাকাই ভাল, মিছে একটা রাঁধুনী রাখা আর কেন?'—রাঁধুনীকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়। তার দিন কতক পরে ছোট বউয়ের সামনেই স্বামীকে বলেন—'ওর টাকাকড়ি যা আছে সেগুলো সুদে খাটানোই ভাল নয়কি? ওর তো এখন ওই সম্বল,—বাড়ুক না!'—ও আর কি বলবে—'ভাসুর যা ভাল ভাবেন করুন'—ছাড়া একটি কথাও কইতে পারেনি। বছর সাতেক টাকার কথা কারুর মুখে আসেনি—সে সুদেই বাড়ে। বাপ-মাও ইতিমধ্যে মারা যান। উষার জগৎ অন্ধকার। আরো বছর কয়েক রান্না বাড়া চলে। ক্রমশঃ চাপ বাড়তেই থাকে। ম্যালেরিয়া ধরে, কাজও করতে হয়, কারণ ম্যালেরিয়া আবার অসুখ নাকি। কার না আছে। পরে শয্যাশায়ী। তখন একজন ডাক্তার ডাকা হয়। তিনি বলেন—'রোগ যে এখন কঠিন দাঁড়িয়েছে, কোথাও পাঠাতে হবে, অনেক আগেই উচিত ছিল। দেখছিলেন কে? ইত্যাদি।

"—বড় বউ মুখ বেঁকিয়ে বলেন—'ম্যালেরিয়ায় আবার দেখবে কে, খুব ডাক্তার এনেছ তো। এখন আমি যা বলি কর, দুবেলা ওঁর সাবু রাঁধতে আর পারি না, রাঁধুনীকে ডাকো। নগেনদের বাড়ির সব কাশী যাচ্ছে, তাঁদের সঙ্গে ওকে কাশী পাঠিয়ে দাও। জায়গা বদলালে উপকারও হতে পারে। ওরতো টাকা রয়েছে ভাবনা কি, যতদিন না

সারে—মাসে মাসে ৭।৮ টাকা করে পাঠিয়ে দিলেই হবে। সারলে আসবে। বিদেশে থাকা—গয়নাগাঁটি সঙ্গে নেবার দরকার নেই; যেমন আছে থাক। আর টাকার সুদ থেকে সেখানকার খরচ চলবে, কম পড়ে তুমি দেবে।' ইত্যাদি।

"করাও হ'ল তাই, সেটা বছর চারেকের কথা। তাঁদের হিসেব মত মাস সাতেক ছ' টাকা করে এসেও ছিল, তাতে চলেনা। আজকাল ৮।১০ টাকাতেও কষ্টে চলে। কাকে জানাবে, আর জানিয়েই বা ফল কি? আগে আগে অনেক লিখেছে, এখন জবাবও দেয় না। সর্বস্ব খুইয়ে ঊষা এখন—আর কি বলবো? বুঝতেই পারছো—"

বিনোদ সদ্য আহতের মত বলে উঠলো—"না পিসিমা—আর বলবেন না। নিজেদের জাতের, নিজেদের ঘরের কথা আর শুনতে চাই না। কি পাপে ভগবান আমাদের প্রতি এমন বিরূপ হলেন! কোন অপরাধে আমরা এমন অধঃপতিত হলুম—নীচ ও হীন বুদ্ধির আশ্রয় নিলুম! যে ভারতের এত মাহাত্ম্য শুনি বোধকরি এটা সে ভারত নয়। মহাপাপ হয়ে থাকবে, না হলে ভগবান দেখেন না! থাক্, আর শোনাবেন না পিসিমা।"

"না, আমিও আর শোনাচ্ছিনা বাবা। কেবল বলে রাখি, যাঁরা আজ উপস্থিত, সকলেরি সমান দশা, সকলেই ভদ্রঘরের মেয়ে—নানা অছিলায়, কাশীবাসের লোভ দেখিয়ে, আত্মীয়েরা বা পাষণ্ডেরা এই পাপ করেছে, যা কিছু সামান্য ছিল নিয়েওছে। বেশ জানে তাদের সঙ্গে মেয়েরা কি আর মামলা মকদ্দমা করতে আসবে। কিছুদিন কিছু কিছু পাঠিয়ে সব চুপ। কেউ কেউ দয়া করে বলে থাকেন—সব চুরি হয়ে গেছে, আমরাই খেতে পাচ্ছি না, ইত্যাদি অনেক কথা। কি আর শুনবে, তফাৎ কেবল—অনাথাদের তাড়াবার রকম রকম ফিকির ফন্দিতে।"

বিনোদ বলে—"একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, এখানে মহাপ্রাণ লোকদের অনেকগুলি ছত্রের কথা শুনেছিলুম, সে বুঝি মেয়েদের জন্যে নয়?"

"আমি ঠিক জানি না বাবা, মেয়েদের জন্তে নয় বোধহয়। আর সে কথাই বা কেন, এখন অক্ষম পুরুষেও খেতে পায় না। দেশ থেকে যত সব নিষ্কর্মা আত্মীয়েরা ও বন্ধুবান্ধবেরা এসে পড়েছে—তারাই খায়, আর আড্ডা দিয়ে বেড়ায়। যাদের জন্তে দাতারা করে গিয়েছিলেন, শুনতে পাই তারা কেউ ঢুকতে পায় না।"

বিনোদ একটি নিশ্বাস ফেলে বললে—"থাক পিসিমা, আর নয়। শুনেছিলুম কাশীতে মলেই মুক্তি। কথাটায় বড় বিশ্বাস হ'ত না, আজ আমার সে সন্দেহ গেল। বুঝলুম ওর চেয়ে সত্যি কথা আর নেই। ওটা কেবল অনাথা, উপায়হীনা বিধবাদের জন্তে। যাঁরা এই সত্যটা প্রকাশ করেছেন, তাঁরা ও-কথার সঙ্গে ধর্মের নেকামী একটুও রাখেন নি। পেটই জানিয়ে দিয়েছে—তারা মুক্তি পায়, মানে—মরে বাঁচে। অর্থাৎ জোচ্চোরদের দ্বারা বঞ্চিতা উপায়হীনা বিপন্না বিধবারা মলেই বেঁচে যান। সেই তাঁদের মুক্তি।"

সকলে একস্বরে বলে উঠলেন—"খুব সত্যি, খুব সত্যি, ওর চেয়ে আর সত্যি নেই বাবা।"

নির্মলা বললেন—"তুমি ওই যে কাজকর্মের কথা কইলে, ওদের সে দিনও আর নেই যে বাবা, এখন আর কি করবে। চরকা কাটাতেও পয়সার দরকার—কোথা পাবে? কে এনে দেবে—কে সাহায্য করবে—উদ্যোগী লোকও তো চাই। ওই যে মুক্তির কথা বললে, তা ছাড়া সব দিকই যে তাদের অন্ধকার।

"আমি ওঁদের কথা বলছিলুম না। আচ্ছা, এখন সব কীর্তন শুনতে যান, সময় হয়েছে। বাবা বিশ্বনাথ ঘুমুচ্ছেন না, একটা কিছু করে দেবেনই—

এ বিশ্বাস আমার আছে। আমিও উঠি; শঙ্কটমোচনকে একবার দেখে আসি।”

“সেই ভাল কথা। চা হয়ে গেছে, খেয়ে যাও।”—বলে নির্মলা হাসলেন। সকলে বিনোদকে আশীর্বাদ করতে করতে উঠলেন, বিনোদও বেরুলো! মাথায় চিন্তার পাহাড়।

সন্ধ্যার পর বিশ্বনাথের গলির হালোয়াইদের দোকানের গরম গরম কচুরি, তরকারি আর জিলিপি খায়; বেশ লাগে। পরে বন্ধুর বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়ে। সকালে সেবাশ্রমে আর গঙ্গার ঘাটে জল তোলার কাজ চলে। চিন্তা তো সর্বক্ষণের সঙ্গী আছেই।

দিন দিন ফেরবার দিনও সন্নিকট হয়ে আসে। পিসির দেখাশোনাও এক প্রকার শেষ হয়েছে।” নির্মলার হাসিখুশিও কমে আসছে। এত স্নেহ-যত্নের পর বিনোদ চোখোচোখি আর করতে পারে না।

মেয়েরা নিত্যই আসেন, তাঁরা যেন আপন জন পেয়েছেন। বিনোদ সযত্নে তাঁদের সকল কথাই শোনে; সান্ত্বনার কথা কয়। তাঁদের মনের মত গল্পাদিও করে। যাবার কথা শুনে নির্মলার মত তাঁরাও বেদনা-বিধুরা।

* * * *

বিনোদ পিসিকে নিয়ে আজ ফিরবে। সকালে বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দর্শনান্তে, সেবাশ্রমে দেখাশোনা করে। ঘাটে বৃদ্ধাদের জল তুলে দিয়ে বন্ধুবাড়ি বিদায় নিয়ে নির্মলার বাসায় ফিরে দেখে পরিচিতাদের ভীড়। সকলেই শোক বিমর্ষ, চক্ষু জলভারাক্রান্ত। কারো মুখে কথা নেই। বিনোদই কেবল কথা কইলে—“বাবা বিশ্বনাথের পাদপদ্মে থাকুন; যা জানাবার তাঁকেই জানাবেন—কারো মন্দটা মনে রাখবেন না। তিনিই সব ব্যবস্থা করে দেবেন।”—একটু হাসি টেনে বললে—“আমার কথাটাও জানাতে

ভুলবেন না, মনে রাখবেন আমিও আপনাদের একজন। আমার বড পিসিমাকেও দেখবেন। আপনাদের আশীর্বাদই আমার সম্বল,—এখন বিদায় দিন"—বলে মাটিতে মাথা ঠ্যাকালে।

যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা ধীরে ধীরে চোখ মুছতে মুছতে বাসায় ফিরলেন। পা আর ওঠে না—

জিনিসপত্তর গুছিয়ে, আহারাদি শেষ করে, বিনোদ নির্মলার কাছে গিয়ে বসলো—"পিসিমা—এই যাতায়াতই চিরদিন, আমারই কি যেতে ইচ্ছে করছে, কি করব' চাকরি করি, যেতেই হবে। সেখানে আমিও একটু বিপন্ন, নইলে আরো দিনকতক থাকতুম। বোধকরি শীঘ্রই ফিরবো। কথাবার্তায় ওঁদের সান্ত্বনা দেবেন। আর এই সামান্য কিছু আপনার কাছে রাখুন, যেমন বুঝবেন—নিতান্ত আবশ্যকে ও থেকে ওঁদের কিছু কিছু দেবেন।"

—এই বলে কয়েকখানি নোট তাঁর হাতে দিলে। আবার দেখা হবে—এখন আশীর্বাদ করুন"—বলে প্রণাম করলে। নির্মলা মঙ্গলঘট পেতেই রেখেছিলেন। প্রণাম করে পিসিমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। কারো মুখে কথা নেই, ট্রেণ ছেড়ে দিলে পিসি কেবল বললেন—

"যেতে ইচ্ছে করছে না বাবা, নির্মলার তরে প্রাণ কেমন করছে।"

"তা করবে বইকি—কি স্নেহ, কি আদর যত্ন, কি কথাবার্তা, তেমনি বুদ্ধিমতি। কেবল বললেন—আবার এসো।"

"সে কি আর আমার ভাগ্যে আছে বাবা!"

"আছে আছে। পোলের ওপর গাড়ি চলেছে এইবার কাশীর শোভাটা ভাল করে দেখে নাও।"—তারপর উভয়েই নিশ্বাস ফেলে নীরব হলেন।

মোগল-সরায়ে পিসিমাকে মেয়েদের গাড়িতে বসিয়ে দিয়ে নিজে অন্য

কামরায় গিয়ে বসলো। বলে এলো—"কোনো ভয় নেই—আমি কাছেই আছি, মাঝে মাঝে এসে দেখে যাব। মেয়েদের সঙ্গে আলাপ কর—বাঙালি মেয়েরাও আছেন।"

বিনোদের এইবার নিজের চিন্তার পালা। কাশীতে সে চিন্তা মাথায় ঘেঁশবার অবকাশ পায়নি। রাস্তায় দু'জন বিধবা পিসি, তাঁরাই সেটা থামিয়ে রাখতেন। তাঁদের দুস্থা পরিচিতারা reminder-এর মত নিত্য উপস্থিত হতেন। তাঁদের অন্য কথাই বা কি ছিল। লোক প্রকৃতির বশ, বিনোদ স্বভাবতই দুর্বল প্রকৃতির, একলা থাকলেও তাঁদের দুরবস্থার কথাই তাকে পেয়ে থাকতো। কি উপায়ে তাঁরা সহজে একবেলা খেতে পান। আজ তাঁদের ফেলে চলেছে। সে চিন্তার কামড় কমলেও, কিছুটা আছে বইকি। তার ওপর সেই হতভাগা হার আজ আবার তাকে পেয়ে বসলো।—যা হয় মা করবেন, আর সাহেব আছেন।—আবার চিন্তা আসে!

—দূর করো—একটা সিগারেটই খাই। পকেটে হাত দিলে। পরক্ষণেই হেসে ফেললে—সিগারেট কোথায়? মাণিকও নেই। কেমন আছে কে জানে। এসে গিয়ে থাকবে।

গাড়ি একটা ছোট স্টেশনে থামতেই—দূরে 'পান-বিড়ি-সিগারেট'—কানে এলো। গাড়ি থেকে মুখ বার করে ডাকতে না ডাকতেই সে ছুটে বেরিয়ে গেল! একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক প্ল্যাটফরমে নেবেছিলেন—নমস্কার করে বললেন—"কেনবার সময় পাবেন না—মোশন দিচ্ছে। আগেই দিলদারনগর, সেখানেই পাবেন—"বলেই ছুটে নিজের কামরায় উঠে পড়লেন।

বিনোদ অবাক। কি ভদ্র ব্যবহার নমস্কার না করে কথা কইলেন না। এটা প্রায় সব জাতেরই আছে, কেবল আমাদের মধ্যে বড় দেখতে

পাইনা। লোকটি বাংলা কথা কি সুন্দর বললেন, উচ্চারণ দোষও নেই। স্টেশনের কি মিষ্টি নামটি বললেন—হ্যাঁ—'দিলদারনগর', কি মধুর শুনতে। আমরা সাহিত্য সাহিত্য করে মরি, আর গর্ব করি,—স্টেশনের নাম দিয়েছি 'ভূতছাড়া', 'ঘুশকরা'।

—পাঞ্জাবীদের পোষাক দেখলে নিজেদের উলঙ্গ বলে বোধ হয়। ওরা নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে—কোমরে কৃপাণ রয়েছে, হাতে লোহার কড়াটা পর্যন্ত রেখেছে। আজো গুরুগোবিন্দের হুকুম মেনে চলে। আমরা—ইংরিজি পড়োরা ওটা অভদ্রতা বলে আগেই দূর করতুম। ব্যবহার কিন্তু সুন্দব। গাড়ির মোশন কমেছে, এইবার বোধ হয় সেই সুশ্রাব্য স্টেশনটি। কি নগর বললেন—হ্যাঁ, 'দিলদারনগর', খাসা নাম। মাণিক মুখ খারাপ করে দিয়েছে, Gold Flake নিশ্চয়ই ভেঙে ব্যাচেনা!

গাড়ি না থামতেই পাঞ্জাবী এসে হাজির!—"নিন, নাবুন—সঙ্গে কি আছে দিন। ওই সুটকেসটা আর বিছানা বুঝি? সরুন আমি নিচ্ছি—আমি একটা 'কুপে' একলা যাচ্ছি—দু'জন কথা কইতে কইতে বেশ যাওয়া যাবে।"

বিনোদের ভ্যাবাচাকা লেগে গেল।—"করছেন কি, আমার সঙ্গে—"

"হ্যাঁ আমি জানি, যান মেয়েদের গাড়িতে দেখা করে আসুন।"

—বলে বিনোদের জিনিসপত্তর নিয়ে 'কুপে' গিয়ে রাখলেন। বিনোদ অগত্যা পিসির সঙ্গে দেখা করতে গেল। ফিরে এসে—"আমার তো ও টিকিট নয়।"

"ওটা পুরো আমার, আসুন। কিছু খাবেন কি?"

—"না, এইতো খেয়ে আসছি।"

"পিসির অত কাঁদাকাটির মধ্যে সে কি আর খাওয়া হয়েছে!"

বিনোদ চমকে গেল—ভয়ও পেলে—"কার হাতে পড়লুম ?"—ভদ্রলোক বুঝতে পেরে, একটু হাসি টেনে বললেন—"ভয় নেই, চিনতে পারলেন না ! আমি আপনাদের যুধিষ্ঠির।"

"সে কি, না—আমি এখনও চিনতে পারছিনা—"

"তবে ঠিক হয়েছে, তা নাতো ওরা আমায় রাখবে কেন ?"

"আমি কিছু বুঝতেও পারছিনা, চিনতেও পারছিনা।"

"বলছি"—বলে হঠাৎ উঠে ল্যাভেটারির দোরটা খুলে—ভেতরটা ভাল করে দেখে, আবার বন্ধ করে দিয়ে পাগড়ী, দাড়ি, গোঁফ, চুল খুলতে খুলতে বললেন—"এইবার তো চিনতে পারবেন ?"

বিনোদ দেখে স্তম্ভিত।—"একি, কোথায় গিয়েছিলে, মাথা মুড়ুলে কেন ?"

"প্রয়াগে মাথা মুড়ুতে গিয়েছিলুম"—বলে যুধিষ্ঠির হাসলে।—"রকম রকম সাজ রাখতে হয় কিনা।"

"এখন চিনতে পেরেছি বটে, কিন্তু বুঝতে পারছিনা। খুলে বলতে আপত্যি নিশ্চয়ই থাকতে পারে। আমি বিস্তারিত শুনতেও চাইনা, মোটামুটি বলতে চাও—বলো। কিন্তু পিসিদের কথা পর্যন্ত যখন জান, ব্যাপারটা আমার উদ্দেশ্যেই হবে—কাজ নেই শুনব না, থাক।"

"আপনাকে বলাটা যে আমার নিজের উদ্দেশ্য।—কই আপনি সিগারেট খেলেন না ?"

বিনোদ হেসে বললে—"আমার দিয়েশলাই নেই।"

"অভাব কি"—বলে যুধিষ্ঠির পকেট থেকে দিয়েশলাই বার করে দিলে ! —আগে ছুটো খান, পরে কথা হবে।"

"না যুধিষ্ঠির—যা আমাকে নিয়ে—তাতে কাজ নেই।"

"বেশ, আপনি সিগারেট তো খান। পরে আমি নিজের কথা আর

অন্য কথাই কইব। গল্পের মতই শুনবেন। জগতে দিনরাত কত কাণ্ডই চলছে, তা জানতে আর ক্ষতি কি, পথের দৌড়টাও কমবে, সময়ও কাটবে।"

বিনোদ বাইরের দিকে মুখ করেই সিগারেট টানছিল। একটা শেষ হতেই বললে—"খুব খাওয়া হয়েছে, এখন আর নয় যুধিষ্ঠির।"

বেশ পরেই খাবেন। আগে আমার কথাটাই বলি। বিশ্বাস করবেন—আমি এখন আপনাকে পরম আত্মীয় ও গুরুর মতই জেনেছি ও দেখি। 'এখন' কথাটা বললুম, তার কারন—আগে অনেক প্রকারে পরীক্ষা করেছি রোগীদের ঘরে ঘরে বেড়িয়ে অনুসন্ধান করেছি, এই ক'মাস সর্বদা আপনার পিছনে ঘুরেছি, আপনার সব কাজ লক্ষ করেছি, বিপক্ষে কিছুই পাইনি। শেষে কাশীতে আপনার সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গার ঘাটে সেবাশ্রমে গিয়েছি—বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দর্শণও করেছি—সর্বত্রই লক্ষ্য ছিলেন কিন্তু আপনি।—তাতে পাপ হয়েছে কি পুণ্য হয়েছে জানিনা"—বলে যুধিষ্ঠির হাসলে।

—"কিন্তু এসব শুনে আমার লাভ কি যুধিষ্ঠির ?

"আমি নিজের কথাই গল্প করছি। আপনাকে যে আমার সব কথা বলতেই হবে—গল্প শুনবেন বইতো নয়—" বলে যুধিষ্ঠির আরম্ভ করলে।

—"বয়স আমার তখন ১৫।১৬, ছিলুম ডানপিটে, শক্তি অসীম। জাতে আমরা সত্যিকার স্বর্ণকার। বাবার দোকানে কাজ করি। কাজের হাত আমার বরাবর ভাল। বাবার কাছে কারা সব রাতে আসতো। সোনা, রূপো, জহরৎ, সোনার গহণা, বাসন—এই সব বেচতে আসতো। বাবা আমায় ছুটি দিতেন, আমি লুকিয়ে দেখতুম—শুনতুম। তারা বেরুলে সঙ্গ নিতুম। তাদের হাতে মুঠো মুঠো টাকা। বলতো—

দেখছিস, ছুদিন পরে মোটরে বেড়াবি। মজুরি করে আর এই ঠুক ঠাক্ করে, দুঃখীর মত দুটি ডাল ভাত মেরে সারাজীবন কাটাতে হবে না। তারা আমার শরীর আর স্বভাব দেখে লোভে পড়েছিল, আমিও তাদের টাকা দেখে লোভে পড়েছিলুম! বয়স যখন ১৯।২০ তখন বড় কারিগর হয়েছি। বাবা মারা গেলেন। আমারও সেকরার কাজ আর ভাল লাগছিল না,—নতুন কিছু খোলবার নেই। দেখবার মত দোকানখানা রইল কেবল। তারাও আসে যায়, সে কাজও চলে। শেষ তারাই টানলে, তাদের সঙ্গে মিশে পড়লুম।"

—"থাক না যুধিষ্ঠির, আর নাইবা শুনলুম।"

"দয়া করে শুনুন, আপনাকে বলা আমার বিশেষ দরকার, তাতে আমার উপকার আছে, আমি শান্তি পাব। কিন্তু আপনি আগে একবার পিসিমার খবর নিয়ে আসুন।"

"ঠিক বলেছ, ভুলে গিয়েছিলাম।"

গাড়ি একটা স্টেশনে থামতেই বিনোদ নেবে গেল।

বিনোদ মেয়েদের গাড়িতে পিসির সঙ্গে দেখা করে ফিরে আসতেই যুধিষ্ঠির বললে—"নিন, আর একটা সিগারেট ধরান—টানতে টানতে শুনুন।"

—বেশ—দাও।"—বিনোদ সিগারেট ধরালে। যুধিষ্ঠির বলতে লাগলো —'দলের বা দলের কাজের কথা বোধ হয় খানিকটা বুঝতে পেরেছেন। আমি বিস্তারিত বলবনা, সে সব আপনি শুনতেও পারবেন না। শুধু এইটুকু বললেই হবে যে জাল জুচ্চুরি ডাকাতি থেকে খুন পর্যন্ত যারা নির্বিচারে করে তাদের দলেই আমি ছিলুম আর অন্যে যে কাজে এগোয়না, বড় হবার জন্যে—সত্বর উন্নতির আশায়, আমি সেই সব ভীষণ ও কঠিন কাজ স্বেচ্ছায় করতুম। তাই দলের মধ্যে আমার খ্যাতি বাড়তে বিলম্ব হয়নি, আর সেই কারনেই আপনার—ডাক্তার বিনোদের সর্বনাশ করবার ভারটাও আমার ওপরই পড়ে।"

"আমার সর্বনাশ—তুমি করবে?"—বিনোদ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়—কিছুই বুঝতে পারে না—

"শুনুন না,—কোনো কাজের ভার নিয়ে কোথাও গেলে আর একটা কিছু নিয়ে থাকা আমাদের নিয়ম। তাতে স্থানীয় লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের সুবিধে হয়, আসল উদ্দেশ্যটা গোপন রাখা যায়—চট্ করে কেউ সন্দেহ করে না। আমিও এখানে এসে মাছের ব্যবসা আরম্ভ করলুম, তার কিছুদিন পরেই আপনি এলেন। দিন কতকের মধ্যেই আপনার সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগও এসে গেল। কি করে, তা আমার চেয়ে আপনিই ভাল জানেন।"—

যুধিষ্ঠির একটু হেসে বললে—"মাছ আদায়ের খুব ফন্দি বার করেছিলেন কিন্তু......"

নিজের বিপদের কথা ভুলে বিনোদও হেসে ফেলেছিল—"কি সব ছেলে মানুষীই করা গেছে যুধিষ্ঠির! কিন্তু কি করি বল, শুনেছ তো আমরা যশোর ঘেঁষা—তোমার 'কই' তখন নেশার মত পেয়ে বসেছে, বুদ্ধি লোপ করেছে, কাজেই টোপ গিলতে দেরী হোলো না।"

তাতে আমার কাজও সহজ হোলো, মাছ আর টাকা দেবার সুযোগ পেয়ে গেলুম। আমার কার্য সিদ্ধির জন্যে বিশেষ বেগ পেতে হবে না ভেবে তখন খুশি হয়েছিলুম। টাকা দিয়ে যাকে কেনা যায় সে তো হাতে এসেই গেল! কিন্তু তারপর ধীরে ধীরে আমার ধারণা বদলাতে লাগল। আগেই বলেছি, কাজের ভার নিয়ে এসে পর্যন্ত আপনার পিছনে ছায়ার মত ছিলুম। আপনাকে যত দেখেছি, বুঝেছি বা বোঝার চেষ্টা করেছি, আমার উদ্দেশ্য ততই শিথিল হয়ে গেছে। যে লোক রুগী দেখতে গিয়ে তাদের অভাব মেটাতে নিজের টাকা দিয়ে আসে, পরের দুঃখ যে নিজের করে নেয়, হাতে আসা টাকার খোঁজটাও যার নেবার ইচ্ছা নেই, এমন স্বার্থশূন্য আত্মভোলা লোকের অনিষ্ট করি কি করে? পারিনি,—নানা অছিলায় দলের কর্তার কাছে সময় নিয়েছি। শেষ পর্যন্ত কিন্তু পারলুম না, হুকুম মানতেই হোলো—কারন তানাত আমার বদলে দলের আর কেউ আসতো, তা আমি চাই নি! যাই হোক, কর্তার নির্দেশ মত তখন আমি ওই হারছড়াটা দিলুম, উদ্দেশ্য—ওটি যে চোরাইমাল এবং তা ডাক্তারই করেছেন বা করিয়েছেন তা প্রমাণ করা। কর্তা বলেছিলেন—'কিছু শক্ত কাজ নয়, সহজেই ডায়েরী হয়ে থাকবে—সাক্ষ্য প্রমাণেরও অভাব হবে না। শুধু লোক বুঝে কিছু টাকা খাওয়ান আর একটা লোক দেখান অনুসন্ধান চালাবার ব্যবস্থা করলেই হবে। ডাক্তারকে না

ফাঁসালেই নয়, সে আর কোনো অনিষ্ট না করতে পারে তার ব্যবস্থা যেমন করে হোক করতেই হবে—এমন কি দরকার হলে—বুঝেছো ?'—ইত্যাদি ।"

বিনোদ এতক্ষণে বললে—"জেনে শুনে কারো অনিষ্ট করেছি বলে তো মনে পড়ে না। এ যে কিছুই বুঝতে পারছি না যুধিষ্ঠির।"

যুধিষ্ঠির বললে—"সব শুনে কি হবে—তাতে আপনার কোনো লাভও নেই। শুধু একটা কথা জেনে রাখুন। কিছুদিন আগে এখানকার মিলের কর্মীরা আপনার সঙ্গে পরামর্শ করার জন্যে যাওয়া আসা করত—না ? তাদের দু'চারখানা চিঠিপত্রও আপনি লিখে দিয়েছিলেন। সে সময় মালিকদের সঙ্গে তাদের একটা হাঙ্গামা চলছিল, মনে পড়ে ?"

"পড়ে বই কি। ওদের ওপর বড অন্যায় জুলুম হচ্ছিল যে যুধিষ্ঠির, অনেকের অন্ন যেতে বসেছিল। ওখানে আমার পরিচিত কয়েকজন আছে, একটি গ্রামের ছেলেও কাজ করে। তারা বিপদে পড়ে আমার কাছে আসে, ঐ ছেলেটিই নিয়ে এসেছিল। তাদের গোলমাল না মেটা পর্যন্ত মাঝে মাঝে আসতো, আমিও যা ভাল বুঝেছি—বলেছি, আর কিছু তো করিনি ! তাতে......"

"হ্যাঁ, তাতে অর্থবান মালিকদের স্বার্থে আঘাত লেগেছে—লোকসান হয়েছে, তাই তাঁদের চোখে আপনি একটি বিপজ্জনক বাধা যা এখনই সরিয়ে ফেলা দরকার। আমাকেই সে ভার দিয়ে পাঠান হয়েছিল আর আপনাদের চেয়ারম্যানকে বলে আপনাকে এখানে আনা হয়েছিল আমার কাজের সুবিধার জন্যেই, তিনি এঁদের আলাপী লোক কিনা।"

"বলকি যুধিষ্ঠির,—এ সব কথা জেনে চেয়ারম্যান আমাকে পাঠিয়েছিলেন ?"

"তা ভাবছেন কেন ? তিনি হয় তো কিছুই জানেন না। এঁরা বলে থাকবেন—'চারদিকে কলেরা ছড়িয়ে পড়ছে,—তোমার বিনোদ ডাক্তারের

খুব সুনাম শুনেছি, এ সময় তাকে পাঠালে ভারি খুশি হব।'—এতে বলার কিছুই থাকতে পারে না আর বন্ধুত্বের খাতিরে এই সামান্য অনুরোধ-টুকু রাখাই তো স্বাভাবিক!"

"তা না হয় হোলো, কিন্তু এঁদের সঙ্গে তোমাদের—"

"সম্বন্ধটা কি, ঠিক বুঝতে পারছেন না—কেমন?" যুধিষ্ঠির হাসলে।—"এঁদের মত বড় বড়দের নানা রকম মহৎ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির তরেই তো আমরা আছি, তা না তো আমাদের চলে কি করে!—এখন খানিকটা বুঝলেন?"

* * * *

মিলের মালিক, হার চুরি আর ইচ্ছামত ডায়েরী করানর কথা শুনে পর্যন্ত বিনোদের সিগারেট হাতেই পুড়ছিল, টানবার কথা মনেও ছিল না। ভাবছিল—রেহাই আর নেই। যা হবার আমার হোক, গরীব মাণিক বেচারা না মারা যায়। পাপ হয়েছে বই কি, তাতে সন্দেহ নেই—টাকা এসে ঘরে ঢুকেছে। সে আর কিসের টাকা,—কাকে উদ্দেশ করে দেওয়া? আমাকেই তো! কিন্তু আমি তো নিজের জন্যে নিই নি।—মাণিকের যে বড় অভাব,—সে যেন রক্ষা পায় মা!

যুধিষ্ঠির কথা কইতেই—বিনোদ চমকে উঠলো—"হ্যাঁ, কি বলছো?"

"বলছি—অত ভাবছেন কি—কেন?"

বিনোদ ঈষৎ দুঃখের হাসি টেনে বললে—"ভাববো আর কি, ভাববার আছেই বা কি? অপরাধ করলে সাজা নিতেই হয়। জেল তো নিশ্চয়ই। ভাবছি মাণিক বেচারার কথা। আমার সঙ্গে থেকে, সে না বিপদে পড়ে।"—বিনোদের দীর্ঘশ্বাস পড়লো।

যুধিষ্ঠির বাধা দিলে,—"বলেছি তো আমাকে দিয়ে আপনার কোনো অনিষ্ট হতে পারে না। কিছু হবে না, আপনি দেখে নেবেন। আপনার এ

দাসও একটু আদটু বুদ্ধি ধরে। আপনি শুধু সত্বর এ স্থান ত্যাগ করে দূরে কোথাও চলে যান তা হলেই হবে। এখানে থাকা আর নিরাপদ নয় কারন আমি ছাড়াও দলে অন্য লোক আছে অন্য দলও আছে, স্বার্থের জন্যে তারা অনেক কিছুই করতে পারে। আপনাকে এই কথাটিই জানিয়ে দেওয়া দরকার ছিল তা না তো এ সব কিছুই বলতুম না—তবে আজ সব কথা আপনাকে জানিয়ে নিজে অনেকখানি শান্তি পেয়েছি।—সাহেবের সঙ্গে কথা তো হয়েই আছে, আপনি এবার গিয়ে সেটা পাকা করে ফেলুন গে।"

বিনোদ অবাক,—"ও কথা তুমি জানলে কি করে।"

যুধিষ্ঠিব হাসলে—"বলেছি তো, আমি সব খবরই রাখি।—সে কথা থাক, এখন যা বললুম সেইটুকু করে বাখবেন আর এ নিয়ে মিছে ভাববেন না। কিন্তু আমাব সময় হয়েছে, আব দুটো স্টেশন পরেই আমাকে নেবে যেতে হবে। পোশাকটা বদলে নি। আপনি আর একটা সিগাবেট ধবান।"

"না—ওটাও আর খাবনা ভাবছি, সেখানে আব কে আমাকে"—বলতে বলতে হাসলে।

—"না যুধিষ্ঠিব থাক্।"

"না—ও কথা কবেন না। যেমন ছিলেন ঠিক সেই সহজভাবেই থাকা চাই। কেন, কি হয়েছে কি? সহজ লোকের মত সরাসরি বাসায় ঢুকবেন। আমি কদিন পরেই হাজিব হব। আমার রাঁধুনী বামুন আছে তাকে বলাও আছে, মাণিক বাবু না আসা পর্যন্ত সে নিয়মিত আপনার খাবার দিয়ে আসবে।"

"কি অপদার্থ হয়েই ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মেছিলুম, রান্নাটাও আসে না। ভগবানের কৃপা আর তোমাদের পাঁচজনের—"

"ভুল করছেন কেন ? ব্রাহ্মণ রাঁধতে জম্মায় কি ? তিনি আশীর্বাদ করবেন —সংপরামর্শ দেবেন। থাক, আমার হয়েছে—"

"দাঁড়াও দাঁড়াও, যেওনা"—বিনোদ চঞ্চল ও অশান্তভাবে বললে— "যুধিষ্ঠির, আমি দেখছি পাগল হয়ে যাব।"

"কিছু হতে হবে না, আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি—কিছু হতে হবে না—"

"আমি নিজের কথা বলছি না যুধিষ্ঠির, আমি ভাবছি—তোমার কথা। কই সে সম্বন্ধে কিছু বললে না তো। তোমার ওপর যে কাজের ভার আছে তা না করলে তোমার সাজা নেই ?"

যুধিষ্ঠিরের মুখটা মুহূর্তে বিবর্ণ হয়ে গেল কিন্তু তখুনি নিজেকে সামলে নিয়ে বললে—"আপনাকে মিছে বলতে পারব না তাই বলছি। যে কাজ করতে পারলে লাভের গোনা গুণতি নেই তার অন্য দিকটাও আছে তো। দুদিন আগে বা পরে কর্তাকে হিসেব নিকেশ বুঝিয়ে দেবার ডাক আসবেই। কিন্তু সে সব কথা আপনার শোনাব নয়,—দরকারও নেই— সে যা হয় আমি বুঝবো। গাড়ি থামছে—এবার আমায় অনুমতি দিন।"

যুধিষ্ঠির আর কথা বাড়াতে দিলে না, 'ল্যাভেটারিতে' ঢুকে পড়লো। বেরুলো একেবারে পোষাক বদলে। আবার সেই পাঞ্জাবী।—"কোনো চিন্তা রাখবেন না, সব ভালই হবে"—বলে যুধিষ্ঠির পায়ের ধূলো নিলে— বেরিয়ে পড়লো।

বিনোদ দুর্গা দুর্গা বলেতে বলতে—একি, তার দেয়াশলাইটে যে ফেলে গেছে। থাক—আর পিছু ডাকবো না। পিসিমাকেই দেখেআসি—"

পিসি বললেন—"এবার শুয়ে পড়গে বাবা। ঘুম ভাঙে তো বর্ধমান থেকে কিছু মিষ্টি নিও।"

ফিরে এসে বিনোদ শুয়ে পড়লো। কোথায় ঘুম, আর কেইবা ঘুমোয়।

—যুধিষ্ঠির কি সব বকে গেল—কিছুই বুঝলাম না ! যাক্—যা হবার হবে, ঘুমনো যাক্—ঘুম এখানে আসবে কেন ? তার তরে—জেলে যে কম্বল পাতা আছে। মুখে একটু হাসি ফুটলো।—দূর করো, মায়ের নামই করা যাক্।—মুখে এলো—মাণিকের নাম। মাণিককে পেলে যে হয়, তাকেই দরকার। পাপ—হাফ্‌প্যান্টের হিসেবটা মিটেই আছে—তার জন্যেই নিয়েছিলুম—ওসব তার। সে না আবার গোলমাল করে, যুধিষ্ঠিরও ফেরৎ নেবেনা।—অপরাধ নিয়ে খেলাও করতে নেই—তাতে না স্বস্তি, না শান্তি। একি—আলো দেখা দিয়েছে যে। কানে গেল—বর্ধমান। কিছু মিষ্টি নেবার ফরমাস আছে যে।

প্ল্যাটফরমে নামতেই দুটো লোকের লাল পাগড়ি দেখে—বুকটা কেমন করে উঠলো। সামনে কয়েকটি ভদ্রলোক খাবার কিনছিলেন। বিনোদ 'সীতাভোগ' চাইতেই, একজন হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলেন—"পশ্চিমে থাকেন বুঝি ? ওগুলো নামেই সীতাভোগ, ওতে দ্বাপরের সীতার সম্পর্ক নেই, কেবল ক্রেতার ভোগটা আছে। বরং মিহিদানা নিন।"—বিনোদ মিহিদানাই নিলে।

দেখে পিসি খুশি হয়ে বললেন—"ঠিক করেছ বাবা। গেরস্তর বাড়ি শুধু হাতে যেতে নেই—এইটি আমাদের চিরকেলে প্রথা। বাড়িতে ছেলেপুলে তো থাকেই, হাতে একটা কিছু দিলে কত আনন্দ পায়। কিছু হাতে করে যাওয়াটা এখন সব অভদ্রতা ভাবেন। প্রাচীনেরা বিনা কারনে কিছু করে যাননি।"

বিনোদের মন তখন অন্যত্র। শুনে বোধ হয় ভাবলে—"শুধু হাতে যাবো কেন—হাতে হাতকড়া থাকবে। তার মাথায় ওই চিন্তাই সর্বক্ষণ। পিসিমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে বিনোদ রানীর সঙ্গে দেখা করতে গেল। কাশী থেকে ছোট চাকরটির জন্যে একটি বাঁশি এনেছিল—দিলে।

ফেরার আগে রানীকে বললে—"সময়টা খারাপ, সাবধানে থেকো। সেখানে গিয়ে আমাকে নানা ঝঞ্ঝাটের মধ্যে কাটাতে হবে। পত্রাদি পেতে বিলম্ব হলে ভেবনা।"—বলে হাসলে।—

বিনোদের হাসিটা রানীকে আনন্দ দেয়নি, যেন তার আড়ালে আরো কিছু আছে, সে না বলে থাকতে পারলেনা—"হাসলে যে বড়ো ? বুঝতে পারলুম না"—

"ভাবনার কোন কারন নেই গো।"

শুনে রানী অশ্রু ছলছল চোখে গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করায়—বিনোদ বললে—"আমিও যে এটা বুঝতে পারলুম না।"

এবার রানী হাসলে—বললে—"ওটা তোমাকে নয়গো—তোমাকে নয়। যাঁর ওপরে দু'জনের বোঝাবুঝির ভার গিয়ে পড়লো, আমি তাঁকেই প্রণাম করেছি," বলেই মুখ ফিরিয়ে চোখ মুছলে।"

বিনোদ আর দাঁড়াল না।

মাণিক ভিন্ন বিনোদের মনে কি মাথায় আর কোনো কথাই ছিল না। নিশ্চয়ই এসে থাকবে—মা এ অক্ষম ছেলের কথা ভেবেই থাকবেন! কোনো দিকে না চেয়ে, বাসার দিকে দ্রুত পা চালালে। নির্মলা পিসিকে মনে পড়লো।—তাঁর বাসা আমার স্বর্গ ছিল…

—"দাঁড়ান—দাঁড়ান, পায়ের ধূলোটা নি," বলে মাণিক পথেই বিনোদের পায়ে মাথা ঠ্যাকালে। বিনোদের চোখে জল এসে গেল।

উভয়ের কুশল প্রশ্নাদির পর মাণিক বললে—"ঠিক সময়েই এসেছেন, আমি ভাতের জল চড়িয়ে বেগুণ আর নুন কিনতে যাচ্ছিলুম—"

বিনোদ বললে—"ছেলেরা বলে—কান টানলে মাথা আসে। আমার তেমনি পেট টানলে মাণিক আসে! দয়াময়ী তোমাকেই আগে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তাঁকে আর কি বলবো…"

"বলাবলির সময় রাত্রে, যত ইচ্ছা বলবেন, এখন বাসায় চলুন। কেনার কাজ পরে দেখা যাবে।"

"না না, তোমার বেগুণ পোড়ার প্রোগ্রাম নষ্ট কোর না। ভারি মুখ-রোচক—বেশ হবে। তুমি কাজে যাও, আমি বাসা চিনে নিতে পারবো।"

"চিনবেন না কেন, সে বাসা যে একবার দেখেছে সে কি এ জন্মে তা আর ভুলতে পারে Sir—আমার selection—আপনার confirmation—চলুন—হাত মুখ ধুয়ে কাপড় ছাড়বেন চলুন। আমি আপনাকে চা খাইয়ে তার পর যা হয় করবো।"

মাণিক বাসার পথ ধরলে। বিনোদের একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়লো—সাধে কি আর মাণিক মাণিক করি?

বিনোদ মাণিককে অনুসরণ করতে করতে বলে উঠলো,—"খুব বড় কথাটা বলেছ মাণিক—'বলাবলির সময়টা রাত্রে, যত ইচ্ছা বলবেন। খুব ঠিক কথা। ওটা আমাদের দাস জাতের জন্যে—যাদের দিন নেই, রাতই আছে। বেশ কথা!"

"আমি অত ভেবে বলিনি Sir—"

"ভাল মন্দ উভয়েই অন্তরঙ্গ মাণিকলাল, ওরা একা একা থাকেনা—মিশিয়ে থাকে। বেশ ছিলুম—আনন্দে ছিলুম। কাশীতে এমন একটি পিসি লাভ করে এসেছি যাঁর তুলনা হয়না। আবার তাঁরই কাছে কাশীবাসিনী বিধবাদের এমন সব কথাও শুনে এলুম, কিছু কিছু দেখেও এসেছি, যা মনে পড়লে—এ জীবনে আর সুখও পাব না।"

"আমাদের অসুখের কথার অভাব নেই, তা আর বাড়াবেন না—শোনাবেন না, ও থাক Sir—যা আছে তাই আগে সামলানো যাক। আপনি ভাল করে চা খান।"

"সেই ভাল। তুমি বেগুন-পোড়ার ব্যবস্থা করতে যাও।"

মাণিক বেরুলো, কিন্তু চার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ফিরে এলো। সঙ্গে একটি ধোয়ামোছা—ফোঁটাকাটা লোক। হাতে ধবধবে তোয়ালেতে বাঁধা থালা।

বিনোদ লোকটিকে দেখে—"বলতো ভাই—কোথা থেকে আসছ—কার কাছ থেকে? তোয়ালেতে বাঁধা ওসব কি?"

"আজ্ঞে আমি ব্রাহ্মণ, যুধিষ্ঠির বাবুর রাঁধুনী। তিনি ডাক্তারবাবুর জন্যে লুচি, তরকারি, বেগুনভাজা আর মিষ্টি—পৌঁছে দিতে বলে গেছেন। আজ্ঞা করলে দুধ দিয়ে যাব।"

"আমি এইমাত্র আসছি, বড় খুশি হলুম। আর কিছু পাঠাতে হবেনা—মাণিকবাবু এসে গেছেন। দুধের দরকার নেই। আচ্ছা বাবা, তোমাদের থালা আর তোয়ালে নিয়ে যাও। মাণিক,—ওসব খাবার

জিনিস রেখে আড়াল করে দাও।”

ব্রাহ্মণ থালা তোয়ালে নিয়ে চলে গেল।

মাণিক অবাক্!—“ব্যাপার কি মশাই, স্টেশনে দেখা হয়েছিল নাকি?”

হাসতে হাসতে বিনোদ বললে—“না আজকের দেখা নয়। সে অনেক কথা,—পরে শুনো। অদ্ভুত লোকের হাতে পড়েছি মাণিক!”

শেষের কথাগুলো বলতে বলতে বিনোদের মুখের ভাবের পরিবর্তন দেখে মাণিক চিন্তিত হ’ল।—কারন কি? আবার নতুন কিছু ঘটলো না কি? বললে—“পারে কেন, এখন বলতে বাধা আছে কি?”

বিনোদ হেসে বললে—“মন্দটা শুনতে কেউ এগিয়ে যায় কি—না কারো তাড়া থাকে?”

“কেবল মন্দ মন্দই করছেন। আর ভাবাবেন না, দয়া করে খুলে বলুন। কখনই মন্দ হবেনা—”

“বেশ তোমাকেই জিজ্ঞাসা কার—ও অপয়া হার যদি চুরির জিনিস বলে প্রমাণ হয়ে যায় তা হলে তার ফলটা কি রকম হবে মনে হয়?”

মাণিক অবাক।—“সে কি মশাই—চুরির জিনিস! একথা আপনাকে বললে কে?—যেই বলুক, এতবড় মিথ্যা ট্যাকে না—টিঁকতে পারে না;—গড়ার সময় প্রতিদিন আমি নিজে দেখেছি যে!”

“তা বেশ করেছ, কিন্তু তুমি কে, কোর্টে তোমাকে পোছে কে? তুমি বললে—একজনের জায়গায় কেবল দু’জন হবে।”

মাণিকের মুখ শুকিয়ে আসছিল—তবু বললে, তাতে মাণিক খুশিই হবে। কিন্তু এ বাজে কথা কোথা থেকে আনলেন বলুন তো? একটা মিথ্যা নিয়ে, মিছে মন খারাপ করা—”

বিনোদ হাসিমুখেই বললে—“আমিও তো তাই বলছিলুম হে! থাক্, আহারাদির পর সব শুনো—সে অনেক কথা।”

—"তবে স্নানটা সেরে ফেলুন—আমি জল ঠিক করতে চললুম।"

মাণিক চলে গেল। তার মন—ঠিকানা ছাড়িয়ে গেছে। চিন্তার সঙ্গে দুর্ভাবনাও যোগ দিয়েছে।

বিনোদের আহারাদি ভাল করেই হ'ল। মাণিক কিন্তু কি যে খেলে তারও খোঁজ রাখেনি। আস্বাদের ভাল মন্দও পায়নি। বিনোদের কথায় হাঁ হুঁ-ই দিয়েছে।

বিনোদ সেটা বুঝলেও কোনো কথা কয়নি।

আহারের পর মাণিক নিজের কাজ সেরে দশ মিনিটের মধ্যেই উপস্থিত।

—"এইবার আপনি শুয়ে শুয়েই বলুন—আমি শুনি।"

"শোব না মাণিক, আমি বসে বসেই বলছি।"

"কেন", বলে প্রশ্ন করে মাণিক উত্তর পেলেনা ; ডাক্তার তখন আরম্ভ করে দিয়েছেন। কাশী পৌছনো থেকে নির্মলা পিসির বাসা, সেবাশ্রমে ও গঙ্গার ঘাটের কথা, বিধবা কাশীবাসিনীদের অবস্থার কথা, বিদায় ও ফিরতি ট্রেণে বসা পর্যন্ত কিছু বাদ দিলে না।

মাণিক বললে—"আমি যে অসাধারণের অপেক্ষায় উদগ্রীব হয়ে রয়েছি।"

বিনোদ বললে—"আমি তো শেষ করিনি—শোন। ট্রেণ তার কাজ করে চলেছে। একটা ছোট স্টেশনে একজন 'পান-বিড়ি-সিগারেট'—হাঁকতে হাঁকতে ছুটে চলে গেল। অভ্যাস কি পাজি জিনিস, তার শেষ কথাটা কাণে যেতেই সিগারেট খাবার ইচ্ছা আমাকে দোরের কাছে টেনে নিয়ে গেল। সামনেই দেখি প্ল্যাটফরমে একজন ভদ্রবেশী পেল্লায় পাঞ্জাবী ! চোখোচোখি হতেই হাসিমুখে নমস্কার করে বললেন—'এটা ছোট স্টেশন, সময় আর নেই। তাকে আর পাবেন না। আগের

স্টেশন—দিলদারনগর, সেখানে অনেকক্ষণ থামে, যা দরকার নেবেন’—বলতে বলতেই গাড়ি মোশন দিলে, তিনিও ছুটে গিয়ে নিজের কামরায় উঠলেন। আমি অবাক। পাঞ্জাবীর মুখে কি সুন্দর বাংলা কথা শুনলুম,—কোথাও একটু আড় পর্যন্ত নেই।—

“দিলদারনগরে গাড়ি পৌঁছতেই পাঞ্জাবী ছুটে এসে বললেন—‘যান পিসির সঙ্গে দেখা করে আসুন। ঐ ট্রাঙ্ক আব বেডিংটা কেবল আপনার, না?—আমি পাশেব ‘কুপে’ আছি, আর কেউ নেই, আমার একলার—বেশ গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে। এ দুটো আমি নিয়ে চললুম।’—কথা কইতে দিলেন না—চলে গেলেন। অগত্যা আমি পিসির খবর নিতে গেলুম। কিন্তু পাঞ্জাবী পিসির কথা জানলেন কি করে? ফিরে গিয়ে তাঁর ‘কুপে’ই উঠলুম। তিনি পকেট থেকে Gold Flake-এর টিন বার করে দিলেন। ফিরে গিয়ে তোমাকে দেখতে না পেলে আমার আহারাদির ব্যবস্থার ভার তিনিই নিয়েছিলেন। এখন বুঝেছ বোধ-হয়—তিনিই আমাদের পরম হিতৈষী যুধিষ্ঠির। আমার পশ্চাতে কাশী কাঞ্চী ধাওয়া করে ফিরছিলেন।”

ডাক্তারের মুখে যুধিষ্ঠিরের এই আকস্মিক পবিবর্তনের কথা শুনে মাণিক স্তম্ভিত। বলবার কিছু না পেয়ে কেবল বললে—“বলেন কি? Wonderful lamp-কেও নিবিয়ে দিলে যে?—তারপর?”

বিনোদ হেসে বললে—“এখনো তারপর? তারপর আর শুনে কাজ কি—সে আরো Wonderful—এখন কম্বলখানা মেজেয় পেতে দাও—একটু গড়াই। জেলে তো আর খাট বিছানা কেউ দেবে না!”

মাণিক ভেবড়ে গেল। শেষ বললে—“সে চিন্তা করছি না Sir, ভগবানের দয়ায় যে বাসা খুঁজে বার করতে পেরেছিলুম, সে জেলের ওপর যায়।

কোথাও আমাদের আর কষ্টের কারণ হবে না। যাক্—তারপর যুধিষ্ঠির কি বললে, সেইটাই বলুন।"

"বলেছি তো—সে আরো Wonderful—"

বিনোদ যুধিষ্ঠিরের ভীষণ জীবন কথা, দলের কথা, বিনোদের সর্বনাশ করার ভার নিয়ে অপেক্ষার কথা, যথাযথ সব মাণিককে শোনালে।—"বুঝলে মাণিক, বিপদে ভদ্রলোকে যেমন অভয় দেয়, উৎসাহ দেয়—যুধিষ্ঠির ভদ্র না হলেও, ভদ্রতা জানে, রাখেও। সে বললে—কোনো চিন্তা রাখবেন না, ভাববেন না। আমি আছি, ও সব ঠিক হয়ে যাবে। —শুনলে? পাপীও রাম নাম করে!"

মাণিক সোৎসাহে বললে—"তবে আপনি এত ভাবছেন কেন?"

"তোমার মাথা খারাপ হ'ল নাকি? তুমি আমাকে ওই খুনে দুরাত্মাদের বিশ্বস্ত এজেন্টের কথা বিশ্বাস করতে বলো না কি?—যে লোক আমার সর্বনাশ করবার ভার স্বীকার করে এখানে এসে রয়েছে ও আমার পশ্চাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, জলের মত টাকা ছড়াচ্ছে—আবশ্যকে নরহত্যা পর্যন্ত যাদের সহজসাধ্য, তোমার যুধিষ্ঠির তাদেরি একজন বিশিষ্ট কর্মী। যাদের ওই সব কার্য্যসিদ্ধির ওপর মান-মর্য্যাদা, মাইনে বাড়ে—উন্নতি নির্ভর করে, অন্যথায় কঠিন সাজা নিতে হয়, তাদেরি একজন আমাকে নিশ্চিন্ত থাকতে বলেছে, অভয় দিয়েছে। তা জেনে-শুনেও তুমি বলছো—তবে এত ভাবছেন কেন?"

মাণিক সবিনয়ে বললে—"আমি এখনো তাই বলবো Sir—আমার দৃঢ় বিশ্বাস যুধিষ্ঠির আপনাকে বাঁচাবে, নিজেও বাঁচবে, তাই আপনাকে বারবার বলেছে—নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

"তাহলে তোমার কথামত যুধিষ্ঠিরের অভয়বাণী স্বীকার করে' এবার শুয়ে

পড়াই উচিত। বেশ তবে কম্বলটা তুলে খাটেই পাতো,—নিশ্চিন্ত হওয়া যাক্।"—বিনোদ হাসলে।

মাণিক নীরবে উঠে গেল। তার অবস্থা তখন কথা কবার মত ছিল না। সে যুধিষ্ঠিরের কথাই ভাবছিল।—এও কি সম্ভব! যুধিষ্ঠিরকে এতদিন দেখছি, মেলামেশা করছি, একথা সত্যি হলে কখনো কি চোখে কিছু পড়তো না? কিন্তু ডাক্তারবাবু যা সব শোনালেন তারপর মিথ্যাই বা বলি কি করে,—জগতে কিছুই আশ্চয নয় দেখছি। কিন্তু তবু যুধিষ্ঠির ডাক্তারবাবুকে বিপদে ফেলবে—এ কথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না। ওঁকে সে আন্তরিক ভক্তি করে,—এ যে আমি দেখেছি;—সবই কি মিছে? না,—তা হতেই পারে না। যুধিষ্ঠির নিশ্চয়ই তার কথা রাখবে।—

এই সব চিন্তা নিয়ে দিনটা কেটে গেল। মাণিক ইচ্ছে করেই ও প্রসঙ্গের উত্থাপন কবলে না,—যাক্ একটা দিন, ডাক্তারবাবু আর একটু শান্ত হোন তারপর দেখা যাবে।

বিনোদেরও কথা কবার উৎসাহ ছিল না।

পরদিন সকালে বিনোদ চা খেয়ে বসেছিল। বেলা প্রায় আটটা হবে, মাণিক এসে বললে—"০/c-র ফেরার সময় হয়েছে—এতদিনে এসে থাকবেন, একবার খবরটা নিয়ে আসবেন না।"

বিনোদ বিমর্ষভাবে মাথা নাড়লে।—"না মাণিক, সাহেবের সঙ্গে আর দেখা করব না ভাবছি।"

"সে কি মশাই, তাহলে যে অভদ্রতার সীমা থাকবে না। যিনি আমাদের জন্যে এত করলেন, আপনাকে আন্তরিক স্নেহ করেন, তাঁর সঙ্গে একবার দেখাটাও করবেন না ?"

"সেই জন্যেই তো যাব না বলছি,—তাঁর বিশ্বাসের মর্য্যাদা রাখতে পারলুম কই ? এত বড দুর্নাম নিয়ে তাঁকে মুখ দেখাব কি করে ?"

"কেন, অবিশ্বাসের কাজটা কি করা হয়েছে ? আপনি তো অন্যায় কিছু করেননি। দোষ না করেও দোষী হতে হবে না কি ?"

বিনোদ একটু দুঃখের হাসি টেনে বললে—"তাই তো হয়ে দাঁড়াচ্ছে মাণিক, —দশজনের মুখ দিয়ে বেরুলে মিথ্যাও যে সত্য হয়ে দাঁড়ায়, লোকেও তা বিশ্বাস করে !"

"ধরে নিলুম করে, কিন্তু আপনি 'দশজন' বলছেন কাকে ? আপনার কল্পনায় ছাড়া তারা আর কোথাও আছে কি ? আমি তো দেখতে পাচ্ছি না মশাই। যা হয় নি, হবে না তাই নিয়ে মিছে ভাবা শুধু—"

"হবেনা তুমি জান ?"

"জানি, কারণ আমি বিশ্বাস করি যে যুধিষ্ঠির আপনার কোনো অনিষ্ট করতে পারে নি, পারবেও না।"

মাণিকের মুখে বারবার একই কথা শুনে বিনোদ বিরক্ত হয়ে বললে—সে তো কাল থেকেই শুনছি, কিন্তু কেন?—সেই কথাই তো আমি খুঁজে পাই না। আমার মাথা নেবার ভার নিয়ে যে এসেছিল, পরে নিজের মাথা দেবার ব্যবস্থা সে করে কেন? কোন স্বার্থের আশায়? তার স্ত্রী-পুত্র সংসার সম্পত্তি সবই আছে,—আমাকে বাঁচাতে সে নিজের বিপদ ডেকে আনবে কিসের জন্যে?"

মাণিক ইতস্ততঃ না করেই বললে—"ক্ষমা করেন তো আপনার অনুমতি নিয়ে দু'একটা কথা বলতে চাই। আমার মত অশিক্ষিতের কথা গোলমেলে হবেনা, যা অতি সাধারণ ও স্বাভাবিক, সেই সহজ কথাই বলবো।"

—"বলনা—আমিও তো তাই খুঁজছি।"

"আমার মনে হয় যুধিষ্ঠিরের মত লোক স্বাধীন প্রকৃতি রাখে। যাকে তার ভাল লেগেছে, মনে ধরেছে—তার জন্যে সব কিছু করতে পারে, সেখানে কোনো বিচার বা প্রশ্ন থাকে না। সে নিজেই বলেছে. আপনাকে সে গুরুর মত শ্রদ্ধা সম্মান ও ভক্তি করে, তাই সুযোগ থাকলেও আর নিজের বিপদের কথা জেনেও আপনার কোনো ক্ষতি সে করতে পারেনি। এটা তার শুধু মুখেব কথাই নয়। আমি নিজে কতবার কতভাবে আপনার প্রতি তার শ্রদ্ধা যে কতখানি তা লক্ষ্য করেছি—আপনিও করে থাকবেন। তা'ছাড়া তার যদি কোনো মতলবই থাকবে তবে আপনাকে সে সাবধান করতে যায় কেন, তাদের দলের গোপনীয় কথাই বা বলে কোন সাহসে?"

"সেটা আমিও বুঝতে পারিনি মাণিক—"

"মাপ করবেন, যুধিষ্ঠিরকে আপনি সহজভাবে বোঝার চেষ্টা করেননি। আপনিই যখন তখন বলেন না—সবার উপরে মানুষ বড!"

"হ্যাঁ, এখনো বলি, মনে মনে ভগবান থাকেন।"

মাণিক হাসিমুখে বললে—"সে একই কথা, তা হলেই হ'ল।" তার হাসিটা লক্ষ্য করে বিনোদ বললে—"তা হলে—কি হ'ল মাণিক ?"

"আজ্ঞে—যুধিষ্ঠিরও মানুষ বোধহয়।"

"আবার বোধহয় রাখছ কেন ? ওই বোধহয়ই তো আমার অশান্তির মূল, সেইতো সন্দেহের সৃষ্টি করে।"

"তা হলে সেটাকে এবার দূর করুন। অত বড় নরহন্তা দস্যু রত্নাকরকে 'বাল্মীকি' বলে মেনে নিতে তো কারো বাধে না—তিনিও ছিলেন মানুষ। তাই বড়োর প্রমাণ রেখে গেছেন—"

বিনোদ মাণিককে থামিয়ে দিয়ে বললে—"হয়েছে মাণিক, আর বলতে হবে না। আমি হার মানলুম। যা সহজ তাই ঠিক। যুধিষ্ঠির এখন মানুষ হয়েছে এই কথাই ঠিক, ও নিয়ে আমার মনে আর সন্দেহ থাকলো না। যাক্—আর একটা কথা আমার জানবার আছে, তাহলেই নিশ্চিন্ত হতে পারি ? সাহেব ফিরে এলে তাঁকে কি বলবো ?—আর গোলামী করতে কিন্তু মন চায় না মাণিক…"

"দরকার কি ? বলবেন—আমরা নিজেদের ব্যবসায় স্বাধীনভাবে থাকতে চাই। তারপর তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে চাকরির পাপ চুকিয়ে চলুন এখান থেকে বেরিয়ে পড়ি।"

"কোথায় যেতে চাও ?"

"এদেশ ওদেশ—যেখানে ভাল লাগে।—কত মানুষ, কত রাজ্য দেখা হবে, কত পাহাড়, কত অসীম সিন্ধু—আপনিই বলেন না, সেই বড়োর মধ্যেই বড়োর উপলব্ধি ! প্রাণ আহা আহা করে ওঠে। মনে নেই, বলেছিলেন —সেই আহার পরেই তো সেই বাক্যাতীত। তিনি যদি সুযোগ দিলেন, তা ত্যাগ করা কেন ?"

মাণিকের উৎসাহ দেখে বিনোদ হেসে ফেলেছিল। বললে—"বেশ বলেছ।

চাকরি খুইয়ে, ঘরবাড়ি ছেড়ে ফেরারী হবার সুযোগ দিয়েছেন বটে! এর পর বোধহয় অনাহারে রেখে পরমার্থের পথে পা বাড়াবার সুবিধে করে দেবেন। কিন্তু তুমি থেমো না—বল। তারপর—?"

মাণিক লজ্জিত মুখে বললে—"নিজের তো বিদ্যেবুদ্ধি নেই, আমি আপনার কাছে শোনা কথাই বলছিলুম। তারপর আর কি! যেখানে ইচ্ছে হয় নিজেদের ব্যবসা নিয়ে থাকা যাবে।"

"বেশ কথা, কিন্তু ব্যবসা করতে টাকাব দরকাব হয় জান তো?"

"মাপ কববেন, ওদিকের ভাবনা আমাকেই ভাবতে দিন। এক হাফ্ প্যাণ্টের হিসেবেই আপনাকে চিনে নিয়েছি কিনা।"

হাফ্প্যাণ্টের কথাটা বিনোদেব কানে অন্য সুরে বেজেছিল। বললে—"ওর এক পয়সাও কিন্তু আমার নয় মাণিক। কি আছে কত আছে জানি না, কখনো খোঁজও নিই নি, যাই থাক তার সবটাই তোমার—তোমার ছেলেমেয়েব জন্যেই নিয়েছিলুম। ও থেকে নিজের জন্যে আমি কিছুই নিতে পাববো না, এটা মনে রেখো।"

"আমি তো নিতে বলিনি, তবে একটা কথা আপনাকেও মনে রাখতে বলছি।—মাসগেলে দাসত্বেব দাক্ষিণ্য—পঁচিশ টাকার প্রত্যাশা আর থাকল নাতো, এবার থেকে আমাদের ভারও যে আপনাকেই নিতে হবে।"

বিনোদ চিন্তিত মুখে বললে—"কিন্তু…"

"আবার কিন্তু কি মশাই। আমি আর কাব মুখ চাইবো?"

"না, সে কথা বলছি না মাণিক, আমি ভাবছিলুম—তোমার ওপর কেউ বিরূপ নন, একবার বললেই সব গোলমাল মিটে যাবে। অনিশ্চিতের ভরসায় নাই বা এলে আমার সঙ্গে, ছেলেমেয়ের ভবিষ্যতের কথাও ভাবতে হবে তো!—অবশ্য তুমি যদি একান্তই—"

"তবে আর কি? আমিও ওই কথাই আপনার মুখে শুনতে চাইছি। আপনি থাকলেই আমার সব থাকবে। আর ছেলেমেয়েদের কথা,—তারাও নিজের নিজের অদৃষ্ট নিয়ে এসেছে। দরকার হ'লে যুধিষ্ঠিরের টাকা তাদের জন্যেই খরচ করবো। তাতে আপনার আপত্তি নেই তো? এর মধ্যে আর কিন্তু আনবেন না, দোহাই আপনার। আমাদের দু'জনের একই পথ—এই কথাই ঠিক থাকলো। চলুন বেরিয়ে পড়ি—তারপর ভগবান আছেন। মাণিকের আন্তরিকতা ও একান্ত নির্ভর বিনোদকে অভিভূত করেছিল, চিন্তিতও করেছিল। সে শুধু বললে—"বেশ তাই হবে মাণিক। মার যদি সেই ইচ্ছাই হয়ে থাকে তবে তাতেই আমাদের ভাল হবে।"—তারপর ঘড়ির দিকে চেয়ে বললে—"সাহেবের খবর ওবেলা নেওয়া যাবে মাণিক, দেরী হয়ে গেছে—অসময়ে আর যাব না। এখন স্নানাহার সেরে একটু শোবো। অনেকদিন পরে আজ শান্তিতে ঘুমুতে পারবো মনে হচ্ছে। আজ তুমি আমার কতখানি বোঝা হালকা করে দিয়েছ সে কথা কেউ বুঝতে পারবে না, তোমার কাছে আমি ঘুমের ওষুধ পেয়েছি মাণিক,—মা তোমার কল্যাণ করুন।"

মাণিক ডাক্তারের কথা ভাবতে ভাবতে উঠে গেল। সদাশয় নির্দোষীর এ কি শাস্তি!

অন্ধকার হয়েছে, বিনোদ মাথা হেঁট করে দ্রুত চলেছে। হঠাৎ কানে এলো—ডাক্তার দাঁড়াও, কথা আছে। বিনোদ চমকে গেল— O/C-র গলা না?—দাঁড়াল। হ্যাঁ, সাহেবই তো।—"আপনি এই অন্ধকারে?"

"তোমাদের দেশে আলো কোথায়?" সাহেব হাসলেন।—"চারিদিকেই তো অন্ধকার। দেশটা তবু লোভের খনি। এর সব গেলেও সবই আছে—থাকবেও। মানুষ আছে, হৃদয় আছে, বুদ্ধি আছে, নাই কেবল নিজেদের মধ্যে একতা। বিরুদ্ধ দল সব দেশেই থাকে। দেশের বিপদের সময় সকলে এক হয়। এখানে তার উল্টো দেখছি। দেশের বিপদে এরা রোজগারের পথ পায়। এত বড় দেশে দল থাকবে না? থাকবে বই কি। এখানে দল নয়, যেন শত্রুপক্ষ। নিজের দেশের টাকা, ধন, সম্পত্তি নিজেরাই লুটে খেতে অভ্যস্ত। তাতেই আনন্দ, তাতেই সুখ, তাতেই জিত! ভাবে—বিদেশী গুরুর অনুগ্রহে বেশ আছি, দুর্ভাবনা নেই। দেশটা যেন তাদের নয়। যারা এটাকে নিজের দেশ বলে ভাবে তারা কেবল ভোগে, কষ্ট পায়, নির্যাতন সহ্য করে। যারা লেখাপড়া কিছু জানে, তারা একটা জিনিস এদের কাছেই শিখেছে— দেশের লোককে মুক্ত করে রাখতে পারলেই নিরাপদে থাকা চলে। করে রেখেছেও তাই। শিক্ষিতেরাই প্রধান শত্রু। আসল কথা দেশকে এরা ভালবাসে না।—যাক্ এত কথা তোমাকে বললুম কারণ—কিছুদিন থেকে এই সব চিন্তাই মাথায় রয়েছে। তোমাদের দেশ সম্বন্ধে ভাবছি, জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহের চেষ্টাও করছি। আমার উদ্দেশ্য, এতদিন রইলুম,—এক-

খানা বই লিখি। কিন্তু আমরা এসে গেছি, এ আলোচনা এখন থাক—আগে তোমার কথা শুনিগে চল।"

চা খেতে খেতে 'সাহেব সব শুনলেন শুধু যুধিষ্ঠিরের কথাটা ডাক্তার এড়িয়ে গেলেন। বিনোদ আর চাকরি করতে চায় না শুনে খুশি হলেন, বললেন—"তোমরা স্বাধীন ব্যবসা করার ইচ্ছা করেছ এতে আমি খুব খুশি হয়েছি। তার চেয়ে ভাল আর কিছু নেই, সহজেই উন্নতি করতে পারবে। একটা কথা কিন্তু মনে রেখো ডাক্তার,—আমি তোমাকে বন্ধু বা আত্মীয়ের মতই দেখি, ভবিষ্যতে যা করবে তাতে কিছু সাহায্য করতে পারলে আমি আন্তরিক সুখী হব। মাঝে মাঝে তোমাদের সংবাদ দিও আর অসঙ্কোচে সব কথা জানিও।"

সাহেবের কথাগুলো কানে আসছিল বটে কিন্তু বিনোদের মন তখন অন্যত্রে। ভাবছিল,—আর বোধহয় দেখা হবে না—এমন সহৃদয় শুভাকাঙ্ক্ষীও আর পাব না!—

দেরী হচ্ছে, এবার ওঠা উচিত কিন্তু বিদায় নিতে এসে আজ যাবার কথা বিনোদের মুখে আসছিল না।

সাহেব বুঝতে পারছিলেন। নিজেই বললেন—"অনেক রাত হোলো, চল ডাক্তার তোমাকে খানিকটা পৌঁছে দিয়ে আসি।"

বিনোদের বাসার কাছাকাছি এসে বললেন—"ওই তোমার ঘরের আলো দেখা যাচ্ছে, এবার আমি ফিরবো।—Good bye Doctor, কোনো চিন্তা নেই—সব ভালই হবে। তোমাদের দেশ ছেড়ে যাবার আগে পারি তো আর একবার দেখা করে যাব।"—চলে গেলেন।

বিনোদের চোখ ভরে এসেছিল। কোনো রকমে নিজেকে সামলে চুপ করে রইলো, কিছুই বলতে পারলে না।

বাসায় এসে মাণিককে শুধু বললে—"সাহেব আজই ফিরছেন মাণিক,

দেখা করে এলুম। এখানকার কাজও ফুরুলো। এবার যা করার হয় কর।"

মাণিক বললে—"পিসিমা ?"

"তাঁকে চিঠি লিখেছি, দেশে বা কাশীতে—যেখানে যেতে চান জানালেই পাঠাবার ব্যবস্থা করবো।"

"তারপর আমরাও দুর্গা বলে রওনা হব।—কিন্তু আপনি আর দেরী করবেন না, মুখহাত ধুয়ে নিন। আমি ভাত বাড়তে চললুম।"

* * * *

বিনোদ ঘুমুচ্ছে। মাণিক চা তয়েব করে দু'বাব দেখে গিয়েছে, ঘুম ভাঙায়নি।

—না, সন্ধ্যা হয় যে—ডেকেই দি—মাণিক আবার গেল। দেখে বিনোদ উঠে বসেছে—বাইরেব দিকে চেয়ে আছে। মাণিক ঘরে ঢুকতেই বললে —"দেখ দেখ মাণিক,—কে লোকটি এই দিকেই ছুটে আসছে—যেন চেনা চেনা।"

মাণিককে আর দেখতে হোলো না—যুধিষ্ঠিরের সেই পূর্বপরিচিত রঁাধুনী বামুন এসে বিনোদের পায়ের কাছে বসে পডলো।—"ডাক্তার বাবু বাঁচান, আমাদের বড় বিপদ। বাবু হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন, আপনাকে এখনি আমার সঙ্গে যেতে হবে,—এখানে আর কেউ নেই—আমাদের বড ভয় করছে—"

"চলো—ভয়কি ? ভগবান আছেন। কি হয়েছিল বলতো—তিনিতো এখানে ছিলেন না ?"

"কিছুই জানিনা ডাক্তারবাবু। কাল ভোরে ফিরেছেন, তার পর থেকে নাওয়া খাওয়া নেই, কেবল হিসেবের কাগজ আর হিসেবের কাগজ। কোথায় না কি হিসেব বুঝিয়ে দিতে যেতে হবে। সিন্দুক আলমাবি

ভেঙেছেন, খুলতে তর সয়নি—সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বকুনি। শেষে কোথা থেকে কাগজ পেয়ে মুখে হাসি ফুটলো, ঠাণ্ডা হলেন। শুনলুম নিজের মনেই বলছেন—এইতো সব রয়েছে, ভয়টা আর কাকে—"

হিসেবের কথা শুনে বিনোদ চমকে গিয়েছিল। মাণিকের দিকে একবার চেয়ে বললে—

তার পর ?"

"তার পরই হঠাৎ যে কি হ'ল—চারদিকে চেয়ে চীৎকার করে উঠলেন – 'আমার চার দিকে এরা কারা ?—কি চাও—কেন ? বলে সেই যে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়েছেন, আর জ্ঞান আসছেনা।"

চা পড়ে থাকল ; বিনোদ আর দাঁড়ালো না। দু'চারটি দরকারি ওষুধ নিয়ে মাণিক আর লোকটির সঙ্গে বেরিয়ে পড়লো।

গিয়ে দেখে যুধিষ্ঠির নিস্পন্দ পড়ে।

বিনোদ কাজ আরম্ভ করে দিলে। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে যুধিষ্ঠির পাশ ফিরে অস্পষ্ট ভাবে বললে—"কে ?—কি ?—তারা নেইতো ?"

বিনোদ তার মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে বললে—"আমি এসেছি যুধিষ্ঠির। ভয় কি, কিছুতো হয়নি। ভাল হয়ে যাবে—"

—"কে—ডাক্তারবাবু,—আপনি এসেছেন ? আমাকে ছেড়ে যাবেন না—" বিনোদের হাত দুটো চেপে ধরলে। তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো।

—"দয়া করুন, আমি ভাল হতে চাইনা, বাঁচাবেন না। না না, আমাকে মরতে দিন, না হয় সব ভুলিয়ে দিন। আমি আপনার শত্রু হ'য়ে এসেছিলুম, শত্রুকে বাঁচিয়ে শোধ নেবেন না। আমাকে যেতে দিন, তার চেয়ে সুখের আমার আর কিছু নেই।"

"কেন কি হয়েছে—তারা তারা করছো কাকে—তারা কারা? কাদের দেখছিলে?"

যুধিষ্ঠির আর্তস্বরে বললে—"যারা আমার চারদিকে রয়েছে,—আমার আজীবনের কীর্তি। কেউ বিশ্বাস করবেনা। কিন্তু আমি যে সব দেখতে পাচ্ছি, সব সত্যি—সবই যে আমি নিজে করেছি! কি করে করেছিলুম জানিনা—আমি কি তখন এই মানুষই ছিলুম?"

যুধিষ্ঠিরের অবস্থা দেখে ও কথা শুনে বিনোদের মুখ গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। তার গায়ে হাত বুলুতে বুলুতে বললে—"থাক্ যুধিষ্ঠির,—অতীতকে ডাকছো কেন? সে সব তো ফুরিয়ে গেছে, তাকে ডেকে আনা কেন? এখন ওসব কাল্পনিক ছায়া মাত্র। দুর্বল অতীতের মিথ্যা খেলা। সে তো আর নেই, কবে তোমায় ছেড়ে দিয়েছে।"

যুধিষ্ঠির হতাশ ভাবে ঘাড় নাড়লে—আমি যে দেখতে পাচ্ছি,—মিথ্যাও নয়, ছেড়েও দেয়নি। অতীত বলে কিছু নেই, সে আমার অন্তরে বর্তমান—। তাকে ডাকতে হয়না—কি করে ভুলবো? আমাকে দয়া করুন, আমি এ অবস্থায় বাঁচতে পারবো না।"

"আচ্ছা—সে আমি বুঝবো। এখন আমি যা বলছি শোনো। যাঁকে তুষ্ট করতে ও-সব করেছিলে, তিনি তোমাকে হিসেব নিকেশের জন্যে ডেকেছেন—না?"

"হ্যাঁ, তাঁর কাছে যাবার জন্যেই তৈরী হচ্ছিলুম তারপর—হঠাৎ…"

"আবার ওই কথা!"—বিনোদ যুধিষ্ঠিরকে থামিয়ে দিলে।—"হ্যাঁ, যা বলছিলুম। তোমার মালিকের কাছে আগে খোলসা হয়ে এসো। তিনি এখনো তোমার প্রভু, তাঁর ডাক শোনা তোমার কর্তব্য। শুনে এসো—দু'টো কথা কওয়া বইতো না,—ভয় কিসের?"

—"ভয়কে আর আমার ভয় নেই। প্রাণের প্রতি স্পন্দনে যা ভোগ

করছি তার কাছে সকল ভয়ই তুচ্ছ। বলছেন—আমি না বলতে পারবনা, কালই যাব। কিন্তু······”

“আর কিন্তু নয় যুধিষ্টির। তুমি তাঁর সঙ্গে কথা কয়ে ফিরে এলে—তোমার কাছে সব শুনে, তারপর ব্যবস্থা। এখন আর কথা নয়, ঘুমের ওষুধ দিয়েছি—একটু শান্ত হয়ে শোও—এখুনি ঘুমিয়ে পড়বে। ভয় নেই—আমি তোমার কাছেই বসে আছি।”

“তবে একটু পায়ের ধূলো দিন, কাল সকালেই বেরুবো। আর—যদি না ফিরি, শ্রীমন্ত রইলো···তাকে দেখবেন—”

“ফিরবেনা কেন? আমি বলছি সব ঠিক হয়ে যাবে। কারো জন্যে কোনো চিন্তা নেই, রেখওনা। নির্ভয়ে হয়ে আসবে,—এখন ঘুমোও।”

বিনোদের দৃঢ়স্বর হুকুমের মত শোনালো। যুধিষ্ঠির আর কথা কইলেনা। ঝুঁকে পায়ের ধূলো নিয়ে পাশ ফিরে চোখ বুজলো। ঘুম এসে গেল।

আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর বাড়ির লোকজনদের তার সম্বন্ধে সতর্ক করে দিয়ে আর সে যতক্ষণ ঘুমোয় ডাকতে নিষেধ করে বিনোদ আর মাণিক বাসায় ফিরলো।

যুধিষ্ঠিরকে দেখা পর্যন্ত মাণিক একটিও কথা কয়নি, শুধু বিনোদের নির্দেশ মত কাজ করে গেছে। পথেও বিনোদকে চিন্তিত ও অন্যমনস্ক দেখে কিছু জিগেস করতে সাহস পায়নি। বাড়ি এসে জামা কাপড় ছেড়ে বিনোদ বললে—“এত রাত্রে আর কিছু খাওয়া নয় মাণিক, শুয়ে পড়।”

মাণিক আর থাকতে পারলে না, বললে—“তা শুচ্ছি, কিন্তু আমি যে কিছুই বুঝতে পারছিনা মশাই—যুধিষ্ঠিরকে কেমন দেখলেন?

“যুধিষ্ঠিরের কথা আজ থাক মাণিক, এখন আর মহাভারত খুলে কাজ নেই। কাল সকালে দেখা যাবে।”

উভয়েই নিজের নিজের বিছানায় শুয়ে পড়লেন। ঘুম কিন্তু কারোই এলো না

সকালে চা খাওয়ার পর মাণিক বিনোদের কাছে এসে বসলো।

—"এতক্ষণ যুধিষ্ঠির রওনা হয়ে থাকবে কি বল ?"

আজ্ঞে হ্যাঁ, হবারই তো কথা।"

মাণিকের বিষন্ন উদাস ভাব বিনোদ লক্ষ্য করেছিল, সে কি শুনতে চায় তাও বুঝতে পারছিল। নিজের অভ্যস্ত হালকা সুরেই আরম্ভ করলে—

"বুঝলে মাণিক, জগতে কাজ ছাড়া কেউ থাকতে পারেনা। নিতান্ত অলস নিষ্কর্মারাও নয়, একটা কিছু নিয়ে সময় কাটাতে হবে তো ! শুনেছ বোধহয় প্রাচীনেরা,—কিছু না পেলে খুড়োর গঙ্গাযাত্রা করাবার পরামর্শ দিয়ে গেছেন !"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ, শুনেছি বইকি—দেখেওছি, আমরা পল্লীগ্রামের লোক যে ! শুধু কপাল দোষে আমার বেলাই উলটো হোলো,—আমার গঙ্গাযাত্রার ভারটা খুড়ো মশাইই নিয়েছেন দেখতে পাচ্ছি—"

বিনোদ হেসে ফেললে,—খুড়োর নাম হলে মাণিকের আর জ্ঞান থাকে না—

"কথাটা তোমার দিক দিয়ে ঠিক বটে মাণিক কিন্তু তাঁরও একটা কাজ চাইতো। তানাতো আমরা—সংসারী মানুষেরা থাকবো কি নিয়ে? সংসারী মানুষ ভালমন্দের মিশ্রন। ভোগ বাসনার ইচ্ছা, প্রতিষ্ঠার লোভ, বড় হবার আকাঙ্খায় আমরা সব কিছুই করি, প্রকৃতিভেদে সময় সময় পশুর পরিচয়ও দিই দেখে থাকবে, আবার ভালও করি—তবে মন্দটাই প্রবল।"

"তার দৃষ্টান্ত কাল তো দেখেই এলুম মশাই—এখনো যেন চোখের সামনে রয়েছে—"

"ওতো শেষ দৃশ্য হে,—যুধিষ্ঠিরের নরক দর্শন! অমন কত পুণ্যাত্মা দিনরাত ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আবার এও দেখে থাকবে,—মন্দ কাজ গুলোকে আমরা কদর্য বলে থাকি বটে, সমর্থণও করিনা, স্বভাব কিন্তু ছাড়েনা—করায়। তাই বেড়া বাড়িয়ে পরের জমিটা আপনার করে নেওয়া সহজেই চলে, গরীবকে ফাঁকি দিয়ে ফকির করে নিজে আমীর হওয়াও আটকায় না।"

—"ঠিক বলেছেন, জেনেশুনেও করে ফেলি—ঠেকাতে পারিনা।"

—"পারার উপায় নেই যে মাণিক! আমাদের মধ্যে যে শক্তি বা প্রভাব সর্বক্ষণ চিন্তা বা স্বার্থচিন্তা যোগায়, সে কাকেও চুপ করে থাকতে দেয়না—কাজ করিয়ে নেয়। তাকে 'ব্রুট্' বললে বোধ হয় খুব ভুল হবেনা। 'ব্রুট্' কথাটি আমি কদর্থে বলছিনা, সে যে শুধু মন্দই করায় তাও নয়, ভাল মন্দ সব কাজের মূলেই সে। সে আছে বলেই সৃষ্টি আছে, তাঁর এ লীলা চলছে, যেমন খাদ না থাকলে গড়ন হয়না। মন্দ যদি না থাকতো, জগতের কাজ চলতো না, সংসার বলে কিছু থাকতো না—তখন শুধু উলঙ্গ বা কোপনীমারা কতকগুলি সাধুই এখানে বিচরণ করতেন। তা বোধহয় তিনিও চান না, কারণ এই সব নিয়ে—ভাল মন্দ মিশিয়েই জগৎ আর জগতের মধ্যেই, জগৎ দেখেই আমরা তাঁকে পাই! মন্দই ভালকে খোঁজ করায়—চেনায়, তাতেই শিক্ষা দীক্ষা ওঠা নামা চলে।"

মাণিক অনেকক্ষণ উস্‌খুস্‌ করছিল, আর থাকতে পারলেনা, বললে,—"সবইতো ভাল কথা Sir, শুনতেও বেশ লাগছে কিন্তু আমি যে যুধিষ্ঠিরের কথা শুনবো বলে বসে আছি, সে কথা হচ্ছে কই?"

—"কেন ধর্ম কথাইতো হচ্ছে হে,—তাছাড়া ধর্মপুত্রের কথা আসবে কি করে?—শোন না।—হ্যাঁ যা বলছিলুম,—'ক্রুট' আছে বলেই জগৎ তোফা চলছে, আমরাও বেশ আছি। সে ছেড়ে গেলেই সর্বনাশ, তখন না হাঁড়ির চিন্তা—না বাড়ির খবর। তখন স্বার্থ থাকেনা, কাজকর্ম, সংসার এমন কি জগৎও চলে যায়—শুধু পূর্ব কর্মের প্রায়শ্চিত্ত চলে। আমাদের যুধিষ্ঠিরের বোধহয় সেই 'ক্রুট' বিদায়ের অবস্থা। আমার মনে হয় সে যা বলেছে তার একটা কথাও মিছে নয়। এইখানেই সব—মনকেই তা ভোগ করতে হয়, নরকটরকের বর্ণনা বোধ করি মানুষকে সর্বদা সাবধান থাকতে বলা। যুধিষ্ঠির এখন সেই অন্তরের সাজাই ভোগ করছে, তাই জ্ঞান হবার পর তার প্রথম কথা—'আমাকে মরতে দিন, না হয় সব ভুলিয়ে দিন'—এ বড় ভয়ঙ্কর অবস্থা মাণিক!"

"মাপ করবেন, এ অবস্থায় তাকে যেতে দেওয়া ঠিক হয়েছে কি? আমার একটুও ইচ্ছে ছিলনা কিন্তু আপনি জোর করে পাঠাচ্ছেন দেখে কিছু বলতে পারিনি—"

"সে কি মাণিক! তার মালিকের ডাক সে শুনবেনা, খোলসা হবে না? যুধিষ্ঠির মানুষ হয়ে মরেছে যে—আর কি ও সংস্রবে থাকতে পারে? blind lane-এ গিয়ে পড়লে তবে মানুষ ফেরার চেষ্টা পায়, যুধিষ্ঠিরও চরমে পৌঁচেছিল—ওকে যে ফিরতেই হবে!"

মাণিক বললে—"সে তো অনেক পরের কথা মশাই। আমি ভাবছি, দোষীকে হাতে পেলে ওদের কর্তা তাকে ছাড়বেন কি?"

"ভুলে যাচ্ছ কেন, তিনিও কি দোষী নন? প্রাণ বলে তাঁরও একটা জাগ্রত জিনিস আছে যে, সে ঠকতে চায় না, কেবলি বলে—'ও কি করছো'—দোষী চমকে যায়। যুধিষ্ঠির এখন আর অন্যায় কিছু করতে

পারে না, এটা তার দু'কথায় তিনি বুঝে নেবেন, সত্যের শক্তি অসীম যে মাণিক!"

"কিন্তু তার হিসেব? সেটা ঠিক থাকে তবে তো—"

"যুধিষ্ঠিরের 'হিসেবের' জন্যে আমার চিন্তা নেই, সংসারিদের তা ঠিক থাকে। আমাদের পূর্বের সে যুধিষ্ঠিরের তা ঠিক ছিল, ঠিকই আছে। সেটা বাইরের জিনিস—খাতা পত্রের জিনিস। সে জন্যে আমি ভাবছি না। ভাবছি এখনকার 'দ্বিজ' যুধিষ্ঠিরের নিকেশের কথা, তার অন্তরের গ্রন্থির কথা। সে গেল কই?—ও যে মাঝপথে রয়ে গেল,—'এখন থাকবে কি নিয়ে?"

"কেন আপনি যে বললেন যুধিষ্ঠিরের এখন আর কোনো স্বার্থচিন্তা নেই—'ক্রুট্' কি অত সহজে যায় মাণিক, গেলেও তার ছাপ রেখে যায়—তানাহলে যে সৃষ্টি থাকে না! যুধিষ্ঠিরের আগোচরে সে থেকে গেল যে। কাল ঐ অবস্থার মধ্যেও তার শেষের কথাগুলো শুনলেনা—'শ্রীমন্ত রইলো—তাকে দেখবেন?'—ঐ একমাত্র ছেলে শ্রীমন্তর মমতাতেই ও বাঁধা পড়ে থাকলো। এই তাঁর খেলা বা লীলা; এর শেষ নেই—সৃষ্টি লয় দুই চলে—কারো ক্ষয় নেই,—এই হয়ে থাকে, নইলে জগৎ থাকেনা।—মহাপুরুষ সাধকদের কথা কতবারই শুনে থাকবে—বিশ্বে একই আছেন—দুই নেই। যতক্ষণ দুই ততক্ষণই জগৎ বা অশান্তি, মায়া বা লীলা—যাকে গ্রন্থি বলে। গ্রন্থিচ্ছেদই নিকেশ বা শান্তি তখন থাকেন মাত্র এক—সেই।—যাক্ যুধিষ্ঠিরের পথ ফিরে এসে সে নিজেই বেছে নেবে,—এখন আমরা তো বেরিয়ে পড়ি!"

মাণিক একটা দীর্ঘনিশ্বাস চেপে বললে—"তবে আর এদিক ওদিক করা কেন! কোথায় আর যাবো, কাশী যাওয়াই ভাল। এ অদৃষ্টেতো…"

"ওকি মাণিক—এই অদৃষ্টেই সব হয়, কেবল ইচ্ছাটা প্রবল চাই।

কবাটা নিজের হাতে। কিন্তু সে সব তো ভবিষ্যতের কথা—পরে ভাবলেও চলবে, যা ফেলে রাখার জো নেই—এখন সেইটের ব্যবস্থা আগে করতো।"

একটু হেসে—"বুঝলে না? বৈরাগ্যের বাধা যে সঙ্গেই রয়েছে গো—এমন একটি জিনিস দিয়ে রেখেছেন—I mean পেট হে,—যাকে ভোলবার উপায় নেই সে ঠিক সময়ে সাড়া দেয়—দিচ্ছেও। যাও আর দেরী নয়—ভাত চড়াও গে।—আবার মজা দেখেছ মাণিক—জগতে অবিমিশ্র কিছু নেই, সবেরই দু'পিঠ আছে। দেখনা-যুধিষ্ঠির মানুষ হয়েছে এতো আনন্দের কথা, তার কল্যাণ হোক তাই চাই,—কিন্তু 'কই'-এর কথাই কি ভুলতে পারছি? খাওয়ার কথা উঠতেই মনে পড়ে গেল,—অমন মাছ আর মিলবে না হে। যাকৃগে, কি আর করবে, কাঁচকলার ঝোলই রাঁধগে—যা খেতে আসা হয়েছে।"

বিনোদের কথার সুরে এতদিন পরে আবার তার পরিচিত রহস্যপ্রিয় ডাক্তারবাবুকে পেয়ে মাণিক যেন আজ হারানো সম্পদ ফিরে পেয়েছে। তার দু'চোখ ভরে এসেছিল,—ধন্য ভগবান!—তাড়াতাড়ি ডাক্তারের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে উঠে পড়লো।

বিনোদ বললে—"মিছে ভেবনা মানিক, ও সবতো কথার কথা—সময় কাটাবার মুষ্টিযোগ। আমাদের 'নিকেশ' নেই হে—'হিসেব' নিয়েই থাকতে হবে।"

মাণিক আর দাঁড়ালনা।

———